ভারত-সম্রাট

মিনার্ভায় অভিনীত

ঐতিহাসিক নাটক

প্রথম অভিনয়—শারদীয়া মহাসপ্তমী

১৩৪৭

শ্রীইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক—

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র ঘোষ

৪৩।এ নিমতলা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মুদ্রাকর—

শ্রীপুলিনবিহারী দে

দি ফাইন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।

৪৩এ, নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরমারাধ্য—

শ্রীযুক্ত রাধামাধব ভট্টাচার্য্য

পিতৃদেব শ্রীচরণেষু

বাবা,

আমার কল্পনা রঙ্গমঞ্চে রূপ পেয়েছে দেখলে, আপনারই সব চেয়ে আনন্দ হবে জেনে—"ভারত-সম্রাটকে" আপনারই হাতে তুলে দিলাম।

ইতি—আপনার

ইন্দু

আমার কথা

ভারত সম্রাট নাটক—ইতিহাস নয়, এ সত্য। তথাপি ইতিহাসকে পরিহাস করিনি যতটা পেরেছি বজায় রেখেছি। সম্রাট ও নুরজাহানের বিকৃত রূপে আমি সায় দিই নি। বাইরের সংগ্রামের চেয়ে অন্তরের বিপ্লবকেই আমি সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছি।

ভারত সম্রাট আমার প্রথম বই না হ'লেও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রথম নাটক। নাটকের ভাষা আমারই ভাঁড়ারের সঞ্চিত সম্বল—খড়, মাটি সবই আমার, কিন্তু তাকে সাজিয়েছেন যিনি, তিনি মিনার্ভার নট-পরিচালক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আমাদের শরৎ দা। দশজনার মত আমিও একদিন তাঁর কাছে একখানা পৌরাণিক নাটক নিয়ে দাঁড়ালাম—অপরিচিত তিনি আমার ভাষা দেখে আশা দিলেন—নাটকখানা তাঁর অন্তরের অভিনন্দনে নন্দিত হল। সাহস পেলাম—উৎসাহ পেলাম—সুযোগ এল—সাহায্য পেলাম। তখন পূজাবকাশে মিনার্ভায় একখানি ঐতিহাসিক নাটকের প্রয়োজন—তাই শরৎদার পূর্ণ সহায়তায় অতি অল্পদিনে এই ঐতিহাসিক নাটক রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হ'ল। লেখক হিসেবে আমি পরিচালক শরৎচন্দ্রের কাছে কৃতজ্ঞ—কিন্তু লেখক ও পরিচালকের বাইরে যে শিল্পী মানুষটি তাঁর অন্তরের অগ্রজোপম স্নেহে আমাকে মুগ্ধ করছেন, আমার আত্মায় আত্মীয় বোধে আমি তাঁকে প্রীতি জানাই।

তারপরই আমার সশ্রদ্ধ অন্তরের অভিবাদন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলকে, যাঁর রচিত সঙ্গীতের স্পর্শে আমার পুস্তক ধন্য। বিঠলের গান দু'খানি ছাড়া সব সঙ্গীত ও সঙ্গত তাঁরই দেওয়া দান—তাঁর দেওয়া অপূর্ব্ব সুর যাঁর কণ্ঠ-মাধুর্য্যে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে সেই কল্যাণীয়া শ্রীমতী হরিমতীকেও আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ভারত সম্রাটকে মঞ্চোপযোগী শ্রীমণ্ডিতা করতে সহ-পরিচালক প্রফুল্ল দাসের অসম্ভব

পরিশ্রমের ঋণ ভালবাসা ব্যতীত কি দিয়ে পরিশোধ করি। এতদ্ব্যতীত অভিনেতা সুশীল ঘোষ, বিজয়নারায়ণ ও জীবনবাবুর উৎসাহবাক্য স্মরণ হয়।

মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ এন, সি, গুপ্ত এবং দেলওয়ার হোসেন আমার প্রথম পুস্তকে যে উৎসাহ সহযোগীতা ও সুযোগ দিয়েছেন তজ্জন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। মিনার্ভার মঞ্চমালাকর মিঃ মহম্মদ জান যে ভাবে আমার কল্পনাকে রূপ দিয়েছেন তাতে তাঁর শিল্পীমনকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অভিনয়ের সাফল্য কামনায় শ্রীমতী ছায়া, রাধারাণী, অর্পনা ও উমা প্রভৃতির ঐকান্তিক সহযোগীতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে। ইভার অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে।

পরিশেষে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে আমি আমার প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদে মিনার্ভার শিল্পী-সম্প্রদায়কে অভিনন্দিত করছি। তাঁরা তাদের কর্ম্মপথে জয়যুক্ত হোন। রঙ্গমঞ্চের বাইবে যারা সাহায্য করেছেন তার মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে আমার কনিষ্ঠ শ্রীমান ব্রজমাধবকে। আমার ভাষা, ভাব ও ভঙ্গীমা তার সহযোগীতায় যেন সঞ্জীবিত! তারপর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্যকে আমি তৃপ্ত-চিত্তের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁরা না থাকলে ভারত সম্রাট এত শীঘ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ পেত না। তাদের ভাবী সঙ্গ ও সহায়তা আমার পরম কাম্য হয়েই রইল। পুস্তক মুদ্রণের তৎপরতায় ফাইন প্রিন্টিং আমাকে মুগ্ধ করেছে—আমি সত্যই সত্যই বিস্মিত।

পুঁজী যার কম—বাজারে ঋণ তার বেশী—কিন্তু বাইরের লোকের সে স্বীকৃতি শোনার ধৈর্য্য কই? তাই যাঁদের ঋণ এখানে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করতে পারলাম না—তাঁরা রইলেন আমার অন্তরে..........

শারদ সপ্তমী, '৪৭
বাঙ্গালিটোলা,
কাশী

ইতি—

শ্রীইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতাগণ।

জাহাঙ্গীর—শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়

খস্রু—শ্রীসুশীল ঘোষ

খুরম—শ্রীবিজয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পারভেজ—শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায়

জোহান্দার—শ্রীমতী ইভা দেবী

সরিফ খাঁ—শ্রীপ্রফুল্ল দাস

দৌলত খাঁ—শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়

আসফ খাঁ—শ্রীকামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়

রায় রায়ণ—শ্রীকুসুম গোস্বামী

অর্জ্জুন সর্দ্দার—শ্রীঅমৃত রায়

হোসেন বেগ—শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবদুল নোব্বি—শ্রীঅমূল্য মিত্র

মহম্মদ—
বিঠল— } শ্রীবলাই চট্টোপাধ্যায়

সার টমাস রো—
বলবন্ত— } শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায়

খোজা এজলাস—শ্রীহারাধন ধাড়া

মহাবৎ—শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়

সৈনিক, পথিক ও চাষা—কৃষ্ণ বক্সী, রেবতী দত্ত, রাধা চরণ পাল, অমূল্য মিত্র, বিভোর বসু, দুলাল চক্রবর্ত্তী, রাধা রমণ পাল, রমেণ শর্ম্মা, ভূতনাথ পাণ্ডে, কালী দাস, তুলসী পাল ও প্রতুল দত্ত।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেত্রীগণ।

মেহের উন্নিসা—শ্রীমতী ছায়া দেবী

রেবা বাঈ—শ্রীমতী হরিমতী দেবী

সাহেব জামাল—শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

আরজুমন্দ বানু—শ্রীমতী অর্পনা দেবী

লয়লা—শ্রীমতী তারা দত্ত

আনার—মিস্ উমা মুখার্জ্জি

হীরা—শ্রীমতী রেণুকা দেবী

পল্লী রমণীগণ, ও কৃষক রমণীগণ ও নর্ত্তকীগণ—শ্রীমতী শিবানী, প্রভা, রেণুকা, তারা, গীতা, রাধারাণী (মেজো) রাধারাণী (ছোট) ইন্দু, মুক্তা।

চরিত্র পরিচয়

পুরুষগণ

জাহাঙ্গীর	... ...	ভারত সম্রাট।
খস্রু খুরম পরভেজ জেহান্দার	... ...	ঐ পুত্রগণ
মহাবৎ	... ...	ঐ সেনাপতি।
সরিফ খাঁ	... ...	ঐ উজীর ও বিশিষ্ট বন্ধু।
দৌলত খাঁ	... ...	ঐ আমীর।
রায় রায়াণ	... ...	ঐ অমাত্য
আসফ খাঁ	... ...	নুরজাহানের ভ্রাতা পরে জাহাঙ্গীরের সেনাপতি।
হোসেন বেগ	... ...	খস্রু পক্ষীয় সৈনিক।
গুরু অর্জ্জুন	... ...	জনৈক সর্দ্দার।
বিঠল	... ...	হিন্দু কৃষক।
বলবন্ত	... ...	ঐ
খোজা এজলাস	... ...	জাহাঙ্গীরের খাস প্রহরী।

নাগরিকগণ, কৃষকগণ, প্রজাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

মেহেরুন্নিসা	... ...	শের আফগানের বিধবা পরে সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান।
রেবাবাঈ	... ..	জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী।
সাহেব জামাল	... ...	ঐ বেগম
আরজুমন্দবানু	... ..	আসফ খাঁর কন্যা পরে মমতাজ।
লয়লা	... ...	মেহেরুন্নিসার কন্যা পিতা শের আফগান।
হীরা	... ...	জনৈক কৃষক রমনী, বিঠলের পত্নী।
আনার	... ...	খস্রুর প্রণয়িনী ও সঙ্গিনী।

পল্লীরমনীগণ, কৃষকরমনীগণ, দাসী ও নর্ত্তকীগণ

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারীগণ।

সত্ত্বাধিকারী	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মিঃ এন, সি, গুপ্ত ও মহম্মদ দেলোয়ার হোসেন
পরিচালক	শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী পরিচালক	শ্রীপ্রফুল দাস
সুরশিল্পী	কাজী নজরুল ইস্‌লাম
মঞ্চশিল্পী	মিঃ এম, জান
মঞ্চ তত্ত্বাবধারক	মিঃ জে, আলাম
নৃত্যশিল্পী	শ্রীরতন দাস
স্মারক	শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়

আলোকশিল্পী—শ্রীভোলানাথ বসাক ও ওহিয়ার রহমান

যন্ত্রীসঙ্ঘ—শ্রীরতন দাস, সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী,, দুলালবাবু, কৃষ্ণবাবু, মন্মথবাবু ও বলরাম পাঠক।

বেশকারক—শ্রীসন্তোষ শীল, কালীদাস চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চুবাবু, তুলসীবাবু ও অবনী দে।

ভারত-সম্রাট

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আগ্রা—দরবার।

[আগ্রায় যমুনা তীরে দুর্গমধ্যে দরবার গৃহ ; বাহিরে যমুনা তীরের মনোরম দৃশ্য ভিতরের মণিমাণিক্যের দীপ্তির সহিত মিশিয়া গিয়াছে—অজস্র মণিমাণিক্যখচিত স্তম্ভাবলির মধ্যভাগে রত্নখচিত মর্ম্মর সিংহাসন ; চারিপাশে বহু আমীর ওমরাহ ও রাজন্যবর্গ, সিংহাসনে বাদশাহ জাহাঙ্গীর, পার্শ্বে আমীর দৌলত খাঁ, রাজবন্ধু ও উজীর সরিফ খাঁ, রায়রায়াণ, সঙ্গীতজ্ঞ মহম্মদমেই প্রভৃতি ওস্তাদ ও সভাসদ্গণ। ওস্তাদ বাজাইতেছে এবং তাহার বালিকা কন্যা তালে তালে নাচিতেছে। ধীরে ধীরে গান বন্ধ হইল—নৃত্য তখনও চলে। ধীরে ধীরে নৃত্য থামিল—ক্রমে আলোকমালা দীপ্ত হইয়া উঠিল।

ওস্তাদজীর—গীত

শাহানশাহ বাদশাহ জাহাঙ্গীর,
গরীব-নওয়াজ মালেক বে নজীর॥
এক উয়ো মেহেরবান,
এক উয়ো কদরদান,
জিকির করত সব আমীর ও ফকীর

সরিফ খাঁ—চমৎকার! চমৎকার!!

দৌলত খাঁ—বহুৎ খুব!

জাহাঙ্গীর—বুরহাণ-পুরী ওস্তাদ মহম্মদনেই, সত্যই আপনার প্রতিভা অদ্ভুত। জীবনের বিগত দিনের মধ্যে এরূপ সঙ্গীত প্রতিভার স্মৃতি আমার কাছে সঞ্চিত নেই। সত্যই মনোরম এই সঙ্গীতের সুর—

ওস্তাদ—শাহনশাহ জাঁহাপনা, দিন দুনিয়ার মালেক; এ সুর তাঁবেদারের নিজেরই রচিত। আমি এর নাম দিয়েছি সৈয়দ-ই-জাহাঙ্গীর। আমার কামনা—আমার অন্তরের অন্তর থেকে, দিল নিংড়ে, যে সুরের আমি জন্ম দিলাম, যুগের পর যুগ আমার সে মানসী সুরলক্ষ্মী যেন ভারতের বুকে আপনার মহামহিম নামের পুণ্যস্মৃতি নিয়ে অটুট থাকে।

জাহাঙ্গীর—খোদার করুণায় আপনার মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয় ওস্তাদ। দৌলত খাঁ—

দৌলত—হুজুর, মেহের বান।

জাহাঙ্গীর—ওস্তাদ মহম্মদনেইকে বুরহানপুর যাওয়ার আগে যেন বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়।

দৌলত—যো হুকুম জাহাপনা!

জাহাঙ্গীর—হ্যাঁ—ভুলে যেওনা, আমার প্রিয় পুত্র খুরম ওস্তাদকে দাওয়াৎ দিয়ে নিয়ে এসেছেন। অতএব ওর আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে অর্থ দিও।

রায়রায়াণ—অর্থের আকাঙ্ক্ষা কি মেটে জাহাপনা?

জাহাঙ্গীর—মেটে না?

রায়রায়াণ—কি করে মিটবে—এ ক্ষুধা যে দুর্ব্বার। অর্থের কামনা কোন্

এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে পরমেশ্বর প্রতি মানুষের বুকে লেলিহান অগ্নিশিখার মতন জ্বালিয়ে দেন, তাই পৃথিবী অসূয়া আকাঙ্ক্ষা হিংসা প্রলোভনের প্রবল বাত্যায় পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে দুর্ব্বার হয়ে ওঠে, তাই ভারতের বুকে মামুদ, ঘোরী ও তৈমুরের রক্তাক্ত অভিযান।

জাহাঙ্গীর—এ রাজধর্ম্ম রায়রায়াণ!

রায়রায়াণ—না—না, এ রাজধর্ম্ম নয়! এই অর্থের বুভুক্ষু যদি না জাগতো মানুষের বুকে, তবে ঐ নিরীহ প্রজার দল শ্যামল মাঠের সোনালী ধানের শীষে যে স্বপ্নের রাজ্য গড়ে তোলে, জন্ম-ভূমির অঙ্গে অঙ্গে যে শান্তির ঢেউ খেলিয়ে দেয়—অর্থলিপ্সু অন্তরের দুরন্ত পিপাসা নিয়ে কেন মানবের এই নির্ম্মম অত্যাচার! কেন ঐ অসভ্যের উপর সভ্য আর্য্যের সে আঘাত। কেন আসে গ্রীক, কেন হানা দেয় হুণ, কেন জ্বলে ওঠে ধূমকেতুর মতন চেঙ্গিস্, কেন বিশ্ব জুড়ে লালসার এ প্রধূমিত অগ্নিশিখা?

জাহাঙ্গীর—তুমি কি বলতে চাও বন্ধু! এর জন্য দায়ী ঐ ভারতের প্রভূত সম্পদ! না—না—রাজ্যের পর রাজ্য বিস্তার রাজার ধর্ম্ম! দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ একাজ করে, কিন্তু তা' অত্যাচার হয়ে ওঠে তখন—যখন হৃদয়ের সে কামনা, দুর্ব্বার গতিতে এসে দাঁড়ায় চরম সীমানায়—অনাচার ও পীড়নের পরিপূর্ণ বিকাশে! ভারতের দুর্ভাগ্য বন্ধু, যে সে তার বুক ভরে পেল অতুল সম্পদ, বিশ্বে জাগল তৃষা—তারা এল ছুটে, কিন্তু ভারত হারাল তার বীর্য্য। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে দেশ তখন এমন উন্মত্ত যে তারা শক্তির কথা ভুলে গেল,

বীর্য্য হারিয়ে ফেল্‌ল। তারপর এল বুদ্ধ, এল চৈতন্য, এল কবীর, এল নানক। তাঁরা মন্দির গড়লো, মঠ গড়লো, বিহার গড়লো, সোমনাথে অজস্র ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মের নামে সঞ্চিত হ'ল, দিকে দিকে, মন্দিরে বিহারে অগাধ সম্পদ ব্যয়িত হ'ল, শুধু হ'ল না শক্তি আহরণ, তাই—তাই এল মামুদ, তাই এল ঘোরী তাই এল তৈমুর।

রায়রায়াণ—কিন্তু সম্রাট—নিজের নিজের দেশে থেকে, নিজের নিজের মার কাছে হাত পাতলে মাটির মা কি কাউকে তার বুকের রস দিতে কার্পণ্য করে?

জাহাঙ্গীর—আর যদি কোন মা'র কোলে হয় অনেকগুলো ছেলে, জায়গায় না কুলোয়—তবে আর এক মায়ের কোলে যদি সে ঝাপিয়ে পড়ে, সেই মায়ের অন্য সন্তানদের নিজেরই ভাই বলে বুকে টেনে নেয়, তবে সে কি তার অপরাধ? মোগল তাই করেছিল! তাই বাবর, হুমায়ুন, আকবর ভারত মায়ের বুকে ঝাপিয়ে প'ড়ে, ভারত মায়ের কোলেই নিজের বাসা বেঁধে নিয়েছিল, ভারতের বক্ষ সুধায় বেড়ে উঠেছিল, ভারতের ফলে, জলে, শস্যে নিজের শৌর্য্য পুষ্ট করেছিল! ভারতের নর নারীকে নিজের ভাই বোন ব'লে চিনতে পেরেছিল। তাই তাদের অজস্র ধনভাণ্ডার ভারতের প্রজার সুখ-কল্যাণে নিয়োজিত, তাই তাদের অদম্য শক্তি ভারতের রক্ষাকল্পে উৎসর্গিত, তাই তাদের অন্তর লোক ভারতের স্নেহ প্রেমে স্নিগ্ধ।

সরিফ—একথা সত্য সম্রাট, কিন্তু তবু ভারতের বুকে আজ কেন এই হাহাকার—কেন এই জ্বালা, কেন আপনারই পুত্র খস্রু

আপনারই বিরুদ্ধে অস্ত্র তোলে, কেন পিতার ওপর পুত্রের এ ব্যবহার—?

জাহাঙ্গীর—এই খানেই সেই অর্থ পিপাসায় দারুণ সন্তাপ বন্ধু! তাই বলছিলাম পিতা, পুত্র, হিন্দু, মুসলিম, অবতার বা দস্যু এর মধ্যে কোন বিচার নেই—এরা সবাই মানুষ। আর মানুষের ধর্ম্ম—অর্থের তৃষ্ণা, কামনার মোহ—যা কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। হয় কি ওস্তাদজী? আজ যদি আল্লার আশীর্ব্বাদ দিয়েই আপনাকে বিদায় দিই—

ওস্তাদ—সে কি সম্রাট!

জাহাঙ্গীর—হাঃ! হাঃ! হাঃ! ভয় নেই—ভয় নেই ওস্তাদজী, আমি আমি জানি, কণ্ঠে আপনার যত রসই থাক, বুক তৃষ্ণায় শুকিয়ে উঠেছে। দৌলত খাঁ—

দৌলত—হুজুর!

জাহাঙ্গীর—ওস্তাদ মহম্মদ নেইকে তুলাদণ্ডে ওজন করে তার দেহের সমান ওজনের স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দাও।

দৌলত—হুজুর—সেতো অনে—ক, এত—এত—

জাহাঙ্গীর—হাঃ হাঃ, পরের অর্থ-ভাগ্যে তোমার এ বিষাদ কেন দৌলত খাঁ!

ওস্তাদ—হুঁ, এ হিংসা জাহাপনা—হুজুর ওরা যদি না দেয়? আর হুজুর আমার এই কন্যা, সেইতো সঙ্গীতের রসধারা—

জাহাঙ্গীর—প্রয়োজন নেই—আপনার দেওয়া সে আনন্দ লোভের গ্লানিমায় কালো হয়ে উঠেছে—যান। দৌলত খাঁ, ওর কন্যাকেও ওজন করে সমতুল্য স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিও।

[দৌলত, ওস্তাদ ও তাহার কন্যার প্রস্থান।

সেনাপতি মহাবৎ খাঁর প্রবেশ

জাহাঙ্গীর—কে মহাবৎ খাঁ! কি সংবাদ?

মহাবৎ—সাহাজাদা খস্রু আর তাঁর সহচরদের আজ বিচারের দিন জাহাঁপনা।

জাহাঙ্গীর—বিচার! হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিদ্রোহী খস্রুর বিচার—উত্তম তাদের নিয়ে এস।

মহাবৎ খাঁর ইঙ্গিতে খস্রু, অর্জ্জুন ও হোসেন বেগ প্রভৃতির প্রবেশ

জাহাঙ্গীর—বিদ্রোহী খস্রু আর তার সহচরগণ অন্যান্য সহযোগীগণের নাম বলতে এখন প্রস্তুত?

অর্জ্জুন—সে উত্তর আমিই দিচ্ছি ভারত সম্রাট, যে উদ্ধত বিদ্রোহীরা শাহনশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহসী হয়, তাদের কলিজা এত পলকা নয় যে মহাবৎ খাঁর চোখ রাঙানিতে ভয় পায়।

জাহাঙ্গীর—আর সে চোখ রাঙায় যদি সম্রাট নিজে তবে?

অর্জ্জুন—তবেও গুরু অর্জ্জুন তাদের নাম বলে বিশ্বাসঘাতক হতে চায় না।

জাহাঙ্গীর—যুবরাজ খস্রুর অভিমত?

খস্রু—রাজপুত্র খস্রু রাজার মতই শৌর্য্যবান, শাস্তির ভয়ে সে সহকারী-গণের নাম প্রকাশে অসমর্থ।

জাহাঙ্গীর—সম্রাটের আদেশ সত্ত্বেও?

খস্রু—হ্যাঁ—সম্রাটকে সে ভয় করে না।

জাহাঙ্গীর—ভয় করে না?

খস্রু—না—সে ভয় করে তার স্নেহময় পিতাকে। সে ফিরে এসেছে ক্ষমা চাইতে তারই করুণার রুদ্ধদ্বারে। স্নেহময় পিতার

আদেশে পুত্র খস্রু হাসতে হাসতে প্রাণ দেবে। কিন্তু ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে সে তার সহযোগী বন্ধু গণের বিরুদ্ধে একটী কথাও বলবে না।

অর্জ্জুন—জয় হোক্—সম্রাট জাহাঙ্গীরের জয় হোক্।

জাহাঙ্গীর—এইতো, এইতো আমি চাই সর্দ্দার, তোমার বশ্যতা—

অর্জ্জুন—হাঃ হাঃ হাঃ আমার জয় জয়-কারকে বশ্যতা বলে ভ্রম করলেন সম্রাট। জয় জয়কার আমি দিয়েছি, সেই জাহাঙ্গীরকে যে অমন তেজস্বী পুত্র শাহজাদা খস্রুর পিতা, এ আপনার সৌভাগ্য সম্রাট।

জাহাঙ্গীর—তাই বুঝি খস্রুর গুণমুগ্ধ অর্জ্জুন তাকে সম্রাটের বিরুদ্ধে অর্থ সাহায্যে কুণ্ঠিত হন নি।

অর্জ্জুন—না, আমি বিগত সম্রাট আকবরের আদেশ পালনেই তৎপর ছিলাম। তিনি আবুল ফজলের হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে না পেরে, আপনার পরিবর্ত্তে শাহাজাদা খস্রুকেই রাজত্বে বসাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু—

জাহাঙ্গীর—কিন্তু আমি গোপন ষড়যন্ত্রে পিতাকে বশীভূত করে পুত্রের প্রাপ্য সিংহাসন অধিকার করেছি, না? গুরু অর্জ্জুন তুমি পুত্রহীন, তাই তুমি জান না, পুত্রের জন্য পিতার বক্ষে সঞ্চিত থাকে কী অনন্ত স্নেহধারা। তুমি ভাবছ নির্দ্দয় পিতা আমি, খস্রুকে অবরুদ্ধ করে বিমল আনন্দে অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করছি, না—? নীরব রইলে কেন সর্দ্দার, তুমি বিদ্রোহী অবিলম্বে রাজাদেশ পালন যদি না কর, শাস্তি তোমায় পেতেই হবে।

অর্জ্জুন—আমি শাস্তি গ্রহণে ভীত নই।

জাহাঙ্গীর—ভীত নও? ভাল, মহাবৎ—না—না তুমি নয়, হোসেন বেগ' তুমি, তুমি ওর একজন প্রিয় সহচর—না? তুমি ওর মস্তকে—

বেগ—আমি?

জাহাঙ্গীর—হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি—তুমি। দৌলত খাঁ—

দৌলত খাঁর ব্যস্তভাবে প্রবেশ।

দৌলত—হুজুর—হুজুর—

জাহাঙ্গীর—হোসেন বেগের সঙ্গে তোমার বন্দোবস্ত—

দৌলত—হ্যাঁ হুজুর, তা সব ঠিক, হোসেন বেগও স্বীকৃত, কি বল ভায়া? প্রচুর অর্থ—

বেগ—আমি—

দৌলত—সীমাহীন জায়গীর—

বেগ—দীন প্রজা—

দৌলত—পাঁচহাজারী মনসবদারী—

বেগ—সম্রাটের হুকুম অবশ্য পালন করবো।

জাহাঙ্গীর—চমৎকার! আদর্শ বন্ধু! ভাল—তবে তুমি, তুমি ঐ শির কেটে নিয়ে—

খস্রু—পিতা—পিতা—অপরাধ আমার, বিদ্রোহী আমি। আমার অনুরোধ—

জাহাঙ্গীর—অর্জ্জুনের শিরচ্ছেদ না করি, এইতো। ভাল তোমার অনুরোধ রক্ষিত হবে পুত্র; কিন্তু আমি সম্রাট—বিদ্রোহীর শাস্তি দেওয়া আমার রাজধর্ম্ম। হোসেনবেগ, উপর্য্যুপরি দিনের পর দিন বেত্রাঘাত করে অর্জ্জুনের পিঠের চামড়া

তুলে ফেলবে। তারপর, তাতে ধীরে ধীরে লবণ নিক্ষেপ করবে—কুকুর লেলিয়ে দেবে।

খস্রু—উঃ

জাহাঙ্গীর—আবার বেত্রাঘাত করবে, তাতে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করবে—অগ্নি শলাকায় মাংস ফুঁড়ে দেবে। ভারতের প্রজা জানবে রাজদ্রোহের কি কঠিন শাস্তি।

বেগ—আমি—আমি—

জাহাঙ্গীর—ও, তুমি ভীত, দুর্ব্বল। আমি সবল করে দেবো। খোজা এজলাশ, চাবুক—বেগের হাতে—বেগের হাতে—কর—কর আঘাত ঐ পৃষ্ঠে, কর কর আঘাত।

[এজলাস বেগের হাতে চাবুক দিল, আদেশ পাওয়া মাত্র বেগ অর্জ্জুনের দেহে চাবুক মারিতে লাগিল

খস্রু—পিতা—পিতা—

জাহাঙ্গীর—কর—আঘাত— [বেগ আবার আঘাত করে

মহব্বত—সম্রাট! অপরাধী দুর্ব্বল।

জাহাঙ্গীর—কর আঘাত। [বেগ আঘাত করে—অর্জ্জুন অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে

সরিফ—অপরাধী সংজ্ঞাহীন।

জাহাঙ্গীর—কর আঘাত।

বেগ—আরও আঘাত!

জাহাঙ্গীর—নিয়ে যাও কারা কক্ষে, সংজ্ঞা হলেই আবার আঘাত করবে।

বেগ—সে আঘাতে যদি মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর—মৃত দেহ ওজন করে সমান ওজনের স্বর্ণ পুরস্কার নিয়ে যাবে যাও—যাও। [অর্জ্জুন ও বেগের প্রস্থান।

এবার পুত্র খস্রু—আমার বীর পুত্র, আমার গর্ব্ব, আমার সম্পদ! এবার বল, তুমি ক্ষমা ভিক্ষা চাও কি না?

খস্রু—না ক্ষমা চাইতে আমি এসেছিলাম এক স্নেহময় পিতার স্নেহরাজ্যে, এখন বুঝেছি সেখানে স্নেহের বাষ্পও নেই—সে অন্তর মরুর মতন ঊষর, হিংসার তপ্ত বালুকণায় সে অন্তর পূর্ণ।

জাহাঙ্গীর—কিন্তু মরুর বুকেও কি জল-রেখা দেখনি পুত্র?

খস্রু—দেখেছিলাম, কিন্তু এখন বুঝেছি তা মরিচীকার স্বপ্ন।

জাহাঙ্গীর—স্বপ্ন নয় পুত্র, স্বপ্ন নয়। হাত দিয়ে দেখ, অর্জ্জুনের পৃষ্ঠে পতিত আঘাতের প্রতিটি আঘাত আমার এই বুকের পাঁজরার উপরে কী ভাবে পড়েছ। চেয়ে দেখ, তার দেহের রক্তধারা অশ্রু হয়ে আমার চোখে দেখা দিয়েছে কি না? ওরে পুত্র, ওরে শত্রু—আমি রাজা, সহস্র সহস্র প্রজার ভাগ্য বিধাতা, লক্ষ দুরন্ত দুর্ব্বার অপরাধীর শাস্তা। আমি কি পারি আমার বংশধরের, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিদ্রোহকে দমিত না ক'রে—আমি কি পারি আমার বিপ্লবী পুত্রের বিপ্লব অভিযানকে চুরমার না ক'রে? আমি তো শুধু পিতা নই—আমি—আমি যে বাদশাহ, প্রজার প্রতিভূ, সমগ্র ভারতের এক মাত্র অধীশ্বর, ভারত সম্রাট।

হোসেন বেগের প্রবেশ।

বেগ—সম্রাট, সম্রাট শুধু সর্দ্দারকেই শাস্তি দিয়েছেন কিন্তু—কিন্তু ঐ খস্রু, ঐ বিদ্রোহী, সে কি পাবে ক্ষমা আপনার পুত্র বলে।

জাহাঙ্গীর—না—না, সেও পাবে শাস্তি—দণ্ড তার অবশ্য প্রাপ্য।

বেগ—কিন্তু এ বিদ্রোহের জন্য ক্ষমা চাইলেও যদি থাকে তার অন্য অপরাধ ?

জাহাঙ্গীর—তাহলে সে অপরাধেরও সে শাস্তি পাবে, জাহাঙ্গীরের ন্যায়-বিচার স্নেহের কাছে ক্ষুন্ন হয় না।

বেগ—তবে আমি অভিযোগ করি—সম্রাট, আমার এক মাত্র কুমারী কন্যাকে আমি এক ওমরাহের সঙ্গে বিবাহ দিতে প্রস্তুত হই, সাহাজাদা খস্রু তাতে বাধা দিয়েছেন, তিনি গোপনে আমার কুমারী কন্যার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন।

জাহাঙ্গীর—এ সত্য ?

খস্রু—সত্য

জাহাঙ্গীর—সত্য তুমি অপরের বাগ্‌দত্তা কন্যাকে, অপরের প্রণয়িণীকে, এক কুমারী যুবতীকে পাপের পথে টেনে আনবার চেষ্টা করেছ ?

খস্রু—না জাঁহাপনা, আমি তাঁকে পাপের পথ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি। ঐ শয়তান হোসেন বেগ যখন আমারই কর্ম্মচারী ছিল, তখন সে নিজে আমার অন্দরে ওর রূপবতী কন্যাকে নিত্য প্রেরণ করতো ; যুবক আমি সে রূপে মুগ্ধ হই, তরুণীর চিত্তেও সহজাত প্রেমের উদয় হয়, আমরা দুজনেই দুজনকে ভালবাসি, বিবাহ প্রায় স্থির—এমন সময় শয়তান আমারই নাম করে মথুরার উপর হিংস্র আক্রমণ চালায়, মথুরার সুন্দর সহরে আগুণ জ্বালিয়ে দিয়ে মথুরা অধিবাসীর ধন অর্থ লুণ্ঠন ক'রে সুখ শান্তি নষ্ট করে। আমি সে আক্রমণ প্রতিরোধ করলাম। একে শাস্তি দিতে চাইলাম। বৃদ্ধ কন্যার কাছে করুণার আবেদন জানালে, আমি মুক্তি

দিলাম। তারপর, বেতমীজ বেইমান বেগ আমাদের দুজনার বুকে বিচ্ছেদের আগুণ জ্বালাবার জন্য এক অশীতি বৎসর বৃদ্ধের সঙ্গে আনারের বিবাহের আয়োজন করলে। অন্তরে যখন আমাদের মিলনের বাঁশী দিবানিশি বেজে চলেছে তখন বাইরের ঐ শাস্ত্রের দুটো কথা, আচারের প্রহসনে সে মিলন কী হবে ব্যাহত?

জাহাঙ্গীর—তথাপি সে কন্যার পিতা। তারুণ্যের মত্ততায় যুবক ও যুবতী প্রেমাকৃষ্ট হয় এ তার স্বভাব ধর্ম্ম কিন্তু আমরণ করতে হবে যাকে সংসার, করতে হবে যাকে সুখী, পিতা কোন উপযুক্ত পাত্রের হাতেই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য সে কন্যাকে তুলে দেবেন, এ তাঁর কর্ত্তব্য। পুত্র কন্যার অবিমৃষ্য-কারিতায় তিনি তো অদূরদর্শী হতে পারেন না পুত্র। তাছাড়া সে কন্যা যখন বাগদত্তা, তখন সে তারই স্ত্রী। এ তোমার অপরাধ আর সে অপরাধ সাধারণ নয়। আজ থেকে সপ্তাহ কাল তোমাকে সময় দিলাম। লাহোর বিদ্রোহের এবং এই জঘন্য আচরণের বিচার সেই এক দিনেই হবে। সে দিন আমি আশাকরি পুত্র, নিজ অপরাধের জন্য তুমি অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা চাইবে; প্রতিজ্ঞা করবে জীবনে আর কোন দিন পরস্ত্রীর ওপর সে লোলুপ দৃষ্টি—

[শের আফগানের বিধবা পত্নী জাহাঙ্গীরের পূর্ব্ব প্রণয়িনী মেহের উন্নিসা প্রবেশ করে, বেশে তার স্বামীহীনার রিক্ততা ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

মেহের—সম্রাট!

জাহাঙ্গীর—একি মেহের!

মেহের—প্রশ্ন করতে এলাম, পরস্ত্রীর ওপর দৃষ্টি কি সত্যই অপরাধ?

জাহাঙ্গীর—মেহেরুন্নিসা, এ প্রকাশ্য দরবার। তুমি একা—

মেহের—শুনেছি প্রকাশ্য দরবারে বিচারই জাহাঙ্গীরের রীতি। আর আমি একালও নই, আমার পার্শ্বে আমার ভাই বীর আসফখাঁ—ভগ্নীর মর্য্যাদা রক্ষায় তার শক্তি আছে। কিন্তু প্রশ্নের আমি উত্তর চাই সম্রাট, পরস্ত্রীর ওপর দৃষ্টি কি পাপ?

জাহাঙ্গীর—এর অর্থ—

মেহের—অর্থ অতি প্রাঞ্জল, দুগ্ধপায়ী শিশুরও তা বোধগম্য। আমি কি জানতে পারি সম্রাট, দরিদ্র বাঁদী মেহেরউন্নিসার প্রতি বাদশাহের এ অনুগ্রহ দৃষ্টির কারণ কি? এ আশ্রয় দানের রহস্য কোথায়?

জাহাঙ্গীর—কারণ আশৈশব বান্ধবী যখন দুর্ভাগ্যের লাঞ্ছনায় বিপন্না, যখন স্বামীহারা শোকমগ্না, তখন তাঁর আবাল্য বন্ধু সেলিম—সম্রাট জাহাঙ্গীর নয়—বাল্য সঙ্গিনী মেহেরের সেলিম, তার সে চরম ক্লেশ সহ্য করতে পারলে না। তাই তাকে যোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে নিরাপদ এক আশ্রয়ে তুলে নিল।

মেহের—জাহাঁপনার স্নেহ অপরিসীম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, বাল্যে অসংখ্য বান্ধবীর মধ্যে কত পতি-হীনা, পুত্র হীনা, আশ্রয় হীনা নারীই তো তার রাজ্য সীমায় বাস করে, তবে এ অনুগ্রহ, বিশেষ করে এ দানের অভিনয় শুধু আমার জন্যই কেন হয়?

জাহা—কারণ সেলিম এখনও মেহেরকে ভুলতে পারে নি। প্রেম কখনো বিস্মৃতিতে ঢাকা পড়ে না।

মেহের—তবে সাহাজাদা খসরুর অপরাধ ?

জাহাঙ্গীর—অপরাধ তার প্রেম ছাপিয়ে জেগে উঠেছে কামনা, তার অন্তরের ডাক ছাপিয়ে ভেসে উঠেছে দেহের ক্ষুধা। তাই তার প্রেম কামনার পঙ্কিল গ্লানিতে ক্লিন্ন। সে অপরাধী।

মেহের—আর সম্রাট নিজে— ?

জাহাঙ্গীর—সম্রাট যাকে ভালবাসে, তাকে কামনার আগুণে টেনে আনে না। জাহাঙ্গীর ইচ্ছা করলেই বহু পূর্ব্বে মেহেরকে সামান্ত জায়গীরদার শের আফগাণের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে পারতো—

মেহের—স্তব্ধ হও ভণ্ড, তাঁর নাম মুখে এনোনা। তিনি দেবতা, তিনি স্বর্গতঃ; তাঁর সামান্ত অসামান্তত্বের বিচার করতে আমি আসিনি; আমি এসেছি সম্রাটের কাছে অভিযোগ নিয়ে—আমার স্বামী ঘাতকের আমি শাস্তি চাই।

জাহাঙ্গীর—নিশ্চয়ই শাস্তি তার অবশ্য প্রাপ্য। কিন্তু কে সে ঘাতক তুমি কি জান ?

মেহের—সে ঘাতক,—সে ঘাতক দিল্লী সিংহাসনারূঢ় সম্রাট জাহাঙ্গীর।

জাহাঙ্গীর—ভুল ভুল করছো মেহের, আমি মানুষ। দেবতা না হতে পারি, পয়গম্বর না হতে পারি কিন্তু আমি নরকের শয়তান নই। আমার কাছে তোমার মর্য্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ হবে না মেহের। আমার আশ্রয় তোমায় কখনও লাঞ্ছনা দেবে না।

মেহের—সম্রাট।

জাহাঙ্গীর—মেহের।

মেহের—আমি অবাক হয়ে ভাবছি, তুমি কি দেবতা না দানব।

জাহাঙ্গীর—আমি ? আমি মানব মেহের, আমি সে—ই মেহেরের রূপমুগ্ধ
প্রেমিক সেলিম।

মেহের—না না তুমি সেই বিগত প্রেমিকের নগ্ন কঙ্কাল—মোগল
সম্রাট জাহাঙ্গীর। আমার অভিবাদন নেও সম্রাট !

জাহা—না না সম্রাট নয় মেহের, আমি সেলিম—সেলিম।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বস্থিত পথ।

[উন্মুক্ত প্রান্তর দূরে মাঠের পর মাঠ—কৃষক বিঠল ও তার স্ত্রী
হীরা চাষ করিবার উপকরণ লইয়া চলিয়াছে, তাহাদের
পরিধানে কৃষকের বেশ।]

গীত

উভয়ে— শ্যামল শীষের ডগায় ডগায়
সোণায় গড়া ধান ফলেছে
মাটি মোদের মাটী'র বুকে
সুধার ধারা বইয়ে দেছে।

বিঠল— আমি মাটীর জমাট বুকে
চালিয়ে দেব হাল
রাখবো মায়ায় ঘিরে

হীরা— তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আমি
জুগিয়ে যাব জল
ঢালবো ধীরে ধীরে
উভয়ে— সেই জলে মাটিতে মিশে
সোণালি ধানের শিষে
হীরা— ফুটবে যে প্রেম তারই আগমনী
বাদল মাদলে আজ বেজেছে
গরীব চাষীর হাসির বাঁশী
শ্যামল বনে আজ জেগেছে—

হীরা—দিন যে গড়িয়ে এল, ধান আর গান—এ দুই পেলে তুই যেন সব ভুলে যাস্।

বিঠল—দুৎ ছুঁড়ি—ও ধান আর গানে প্রাণ থাকে না—যদি না এই টুক্‌টুকে মুখখানা আমার পাশে ফিক্ ফিক্ করে হাসির বিজলী হানে।

হীরা—ওমা একি হবে গো—আমি কোথায যাই।

বিঠল—কিরে তোর কান্না এল কিসে ?

হীরা—ওমা একি হবে গো—আমি কোথায় যাই।

বিঠল—কিরে তোর কান্না এল কিসে ?

হীরা—আসবে না, কান্না আসবে না ? মরণ আনতে ইচ্ছা করে, তার কান্না ? একি হল তোর, যে আবার মাঠে দাঁড়িয়ে কাব্যি কবিতার জোয়ার এল।

বিঠল—ও তাই। তা কি করি বল, আমরা গরীব বলে তো আর প্রেমটাও আমাদের মরচে পড়া নয়, আর চাষী বলে

ভালবাসার ওপরেও কিছু ময়লা জড়ো হয়নি। এই প্রেমের জন্য লোক কিনা করে? আজ দুমাসের ওপর সাজাদা বন্দী, কেন জানিসতো? ঐ আনারের জন্য। প্রেম তো বলে একে। কারাগারে আছে, তবু বলে, ওকে আমি ভুলতে পারব না।

হীরা—কিন্তু তুই হলে নিশ্চয়ই বলতিস, এই আমার নাকখত্, এই আমার কানমলা—প্রেমের জন্য লোহার শিকল—বাপ্।

বিঠল—কি আর বলি বল! বাপ ও নেই আর শাহজাদাও নই যে দেখা নেই কওয়া নেই হুপ্ হুপ্ করে ছেলে বৌ সবার উপরই বিচারের একাগাড়ী ছেড়ে দেবে। এ সম্রাট—আর যে-সে সম্রাট নন্—যিনি ঘণ্টা বাজিয়ে বিচার করেন।

হীরা—ঘণ্টা বাজিয়ে কিরে?

বিঠল—আহা বুঝলি না—ধর—ধর—কি করে বোঝাই, আচ্ছা ধর।

হীরা—কি ধরবো, কাছা, কোচা, ঘাড়, না, নাক, কান না চুল কি ধরবো?

বিঠ্যল—আচ্ছা ধরনা—ধর—এই খুব একজন সুন্দর মানে না—না এই—সু—সুন্দরী একটা মানুষ।

হীরা—উহুঁ—সুন্দরী হলে সে মেয়ে মানুষ।

বিঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ মেয়ে মানুষ—এসে আমায় ভুলিয়ে নিয়ে গেল।

হীরা—কি দিয়ে ভোলালে? কলা?

বিঠল—ধ্যেৎ—

হীরা—মুলো?

বিঠল—দ্যুৎ—

হীরা—নাচ?

বিঠল—দেৎ—

হীরা—গান?

বিঠল—দেৎ—

হীরা—রূপ ?

বিঠল—চুপ্ চুপ্। সাজা হবে, লুঠ হয়ে যাবে। রূপ, যৌবন, ভরন্ত দেহ সব দিয়ে না ভুলিয়ে নিয়ে চোঁ—তুই তখন গিয়ে কেল্লার নীচে দাঁড়িয়ে, ঐ যে যমুনার কূলে বুরুজটা, তার ওপর দাঁড়িয়ে একটা লম্বা শেকল ধরে হেঁইও হিয়া হেঁইও হিয়া করে টানলি, অমনি ঝম্ ঝম্ ক'রে শেকলের বাঁধা ঘণ্টাগুলো বেজে উঠলো। দিন কি রাত, দুপুর কি সন্ধ্যে—বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন জাহাঁপনা, তখন ব'লবি হুজুর—আমার আদমীকে—মানে, মুহব্বতের আদমীকে নিয়ে এক বিবি—এই বিবি না—বিবি না—না—বলবি—এক বেগম না, না—কোতল হবে—এক হুর—না—না—বিশ্বাস করবে না—বলবি এক মানুষী 'ভগল্ বায়'—বস্, বিচার আরম্ভ হবে, সৈন্য সামন্ত, অজা, গজা এসে চুলের মুঠি ধ'রে।

হীরা—কাকে—তোকে ?

বিঠল—দেৎ—আমি আর বলবই না—তোর সবটাতে দিল্লগী।

হীরা—আ—মি তা করবই না ; আমি যেমনই দেখবো—মিনসে ভাগল বায়, অমনি বেরিয়ে, একটা নধর কান্তি, মধুর বয়ান—আর আর বলনা কি—কি—কমল নয়ান, এই পালোয়ান না বগলে নিয়ে চোঁ।

বিঠল—এঁ্যা বলিস কি ? ওরে ও হীরা তুই বলিস কি ?

হীরা—আর বলি কি ! এখন ওঠ—খেতে হবে রাঁধতে হবে—কিনতে হবে।

বিঠল—না—না—আগে কিনতে হবে, তারপর রাঁধতে হবে তারপর

খেতে হবে। তারপর শুতে হবে—তারপর—

হীরা—চুপ্ চুপ্, রাস্তার মধ্যে বাড়াবাড়ি করিস না বলছি—আমি চল্লাম। [প্রস্থান।

বিঠল—শোন্—শোন্—ও হীরা শোন্।

হীরা—না—ঐ কে আসছে চল্

বিঠ্যল—ও হীরা—ও হীরা [প্রস্থান।

দৌলত খাঁ ও হোসেন বেগের প্রবেশ

দৌলত—এই কেঁচো, কেঁচো দেখেছ খাঁ সাহেব।

তকী—কেঁচো?

দৌলত—হ্যাঁ হ্যাঁ কেঁচো ; শুধু শের সিংহীই দেখেছো কেঁচো দেখোনি। এই, এই, লম্বা লম্বা হয়—এই ধর লম্বা মানে বাঁশ, না—না, অত মোটা অত লম্বা নয়, এই ধর, কঞ্চি—না, ধরে বেত, উহুঁ ধর প্যাকাটি—উহুঁ—ধর—এই এই আর একটু সরু—বাঁশের থেকে একটু সরু,আর লম্বাও অতটা নয়, ধর লম্বায় বাঁশ না হয়ে এই কলাগাছ—উহুঁ—শশা—উহুঁ—এই ঝিঙ্গে পটল উচ্ছে—কি—বরবটির চেয়ে একটু—মানে বাঁশের একটু ছোট, কুঁচকে কুঁচকে, এই এই এমনি করে এমনি করে চলে, মাটিতে থাকে, সেই কেঁচোর মত আমার বুদ্ধি।

বেগ—মানে?

দৌলত—বাবা—আবার মানে। উঃ দাঁড়াও এক মানে বোঝাতে ঘাম ঝরিয়ে দিয়েছ বাবা—আবার মানে—একটু হাওয়া খাই। তুমি ততক্ষণ সেই গল্প টা কর। সের আফগানের সঙ্গে বিয়ে হবার পর মেহের—

বেগ—মেহের কেন বলছো—মেহের নয়—সম্রাট বলেছেন তুদিন পরে ওকে নুরজাহান নাম দেবেন।

দৌলত—ঐ ঐতো বলছি—বুদ্ধিটা আমার কেঁচোর মতন ঠিক বুঝতে পারি না, তবে হ্যাঁ তাব'লে মুখ্যু নই। ঐ যখন দেখবে কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না, তখনই বুঝবে আমি কুঁচকেছি, কেঁচো কুঁচকোলেই বোঝা যায় সে আবার একটু এগিয়ে যাবে আমার ও না বোঝাটা কেঁচোর কোচকানর মতন। কোচকান মানে বোঝার ঢের—ঢের বেশী এগিয়ে যাওয়া।

বেগ—তাইতো আমি চাই খাঁ সাহেব তুমি বোঝ আর নাই বোঝ কাজে যে একজন পাকা ওস্তাদ, তা আমি অনায়াসেই বুঝতে পেরেছি।

দৌলত—তা পারবে না। পারবেই তো পারবেই তো। সাধে কি আকবরশাহ আমাকে নজিরিদ্দৌল্লা উপাধি দিয়ে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু হায় বরাৎ, মেহেরের মতন একটা সুন্দরী মেয়েও যদি হ'তো! চেষ্টা করলাম—একবার হলো পেঁচা—একবার হল বেঁজী—আর একবার হল—

বেগ—যাক—যাক—ওসব বাজে কথা ছাড়, এখন আসল কথা হচ্ছে এদিকের ব্যাপারটা কিরকম মনে হয়? খস্রু তো চটা—খুরমতো খুসী নয়। সম্রাট ত মেহেরকে এনেই গুম হয়ে গেছেন, এখন পথ আমাদের ফাঁকা! শুভ কাজে দেরী করতে নেই জানতো?

দৌলত—জানি তো খাঁ সাহেব—কিন্তু এখন আর সুবিধে হবে বলেতো মনে হচ্ছে না। নইলে আমি ছেড়ে কথা কইতাম রে দাদা। এই জাহাঙ্গীর, সেই আকবর বাদশার আমল থেকে আমার ওপর কি কম হাত চালিয়েছে—তারপর ত রাজা হয়ে আমায়

তিন তিনটে ছেলেকে রেবার জলে শূল দিয়ে খতম্ই করে দিলে তার শোধ না দিয়ে কি আমি ছাড়ব। তবে গা ঢেকে আছি কেঁচোটির মত হয়ে।

বেগ—তা চট পট কাজ সুরু কর—আর—আর আমার বকসিসটা।

দৌলত— তা'তো আছেই—আমি বাদশা হলে তুমি মন্ত্রী, আর আমি মন্ত্রী হলে তুমি ধর সেনাপতি। তবে সে এখন ঢে—র দেরী—

বেগ—তার কারণ ?

দৌলত—কারণ আগে জঁহাপনা মদে ডুবে থাকতেন, এখন সন্ধ্যার আগে এক পেয়ালা খান মাত্র। মথুরাতে কোন এক দরবেশ ওর মাথায় ধর্ম্মবাই এমন ঢুকিয়ে দিয়েছে—বাস্—একেবারে ঠাণ্ডা। এ সব দেখে কিছু সুবিধে মনে হয় না, তবে হ্যাঁ মেহেরকে বিধবার ব্যবস্থায় তো রেখেছেন বটে—ওধার দিয়ে নিজেও ঘেঁসেন না, আর মেহের ত শুনি—

বেগ—নিশ্চয়—সে এখনও অটল।

দৌলত—তবেই তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—খাঁ সাহেব। আর বোঝা যাচ্ছে না বলেই কুঁচকে যাচ্ছি—কেঁচোর মতন।

বেগ—তাহলে এবার তো কোচকানি ছাড়লেই একটু এগিয়ে যাবে তো ?

দৌলত—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয়।

বেগ—হ্যাঁ কেঁচোর মতন কোঁচকাও ক্ষতি নেই খাঁ সাহেব কিন্তু এগিয়ে যেও হাঃ হাঃ হাঃ। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রেবাবাঈর দেবগৃহের বহিরাংশ।

[জাহাঙ্গীরের প্রধান মহিষী রেবা বাঈ মন্দিরের বহিরাংশে দাঁড়াইয়া ভজন গাহিতেছেন। গান শেষ হইয়া তিনি যখন ভগবৎ প্রেমে বিভোরা তখন তার চেতনা ফিরিল তাহার সপত্নী পুত্র জেহান্দরের ডাকে।

ভজন।

নওল কিশোর শ্যামল এল
মধু জোছনায় নাহিয়া নাহিয়া।
নবনী-গলানো লাবনী ঝরে
রস বিগ্রহ বাহিয়া বাহিয়া॥
রবে উপবনে কুসুম ছড়ায়ে
নীরদ কণ্ঠে বিজলি জড়ায়ে
বেণু বাজায়ে ধেনু চরায়ে রাধা রাধা নাম গাহিয়া গাহিয়া॥
আমার হৃদয় ব্রজধামে একি রাস-উৎসব সজনী একি
নিশিদিন আমি চাঁদ শুধু হেরি পোহায়না মোর রজনী।
সখি মোর শ্যাম-সুন্দরে কে বলে কালো
আজ যে এমন আনন্দ আলো
যত দেখি তত বাড়ে তিয়াস
মোর ঘনশ্যাম পানে চাহিয়া

জেহান্দার—মা—মা— ?

রেবাবাঈ—কি বাবা ?

জেহা—দাদা তোমার কাছে আসতে চায়—কিন্তু খোজাটা তাঁকে আসতে দেয় না মা !

রেবা—কাকে ? পারভেজকে ? কোথা সে ?

জেহা—ঐ দরজায় !

রেবা—চল—চল—আমি নিজে—যাচ্ছি। পরভেজ—পরভেজ

[পরভেজকে ডাকিতে ডাকিতে অন্তরালে যাইয়া পুনরায় পরভেজকে লইয়া প্রবেশ করিল।]

পরভেজ—দেখতো মা আহাম্মকদের কাণ্ড-কারখানা। মার কাছে আসবে ছেলে তবু—কিনা আইন, হুকুম। এ আমার সহ্য হয় না। বাবাকে বলব এসব নিয়ম বন্ধ করে দিন।

রেবা—না বাবা, তিনি যা নিয়ম করেন সে তো ভালর জন্যই করেন তিনি তোমার পিতা তাঁর ভাল মন্দের বিচার তো তোমাদের করতে নেই। সেই যে জেহান্দার—সেই—শ্লোকটা।

জেহা—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ

[মধ্য পথে থামিয়া যায় ও মার দিকে তাকায়]

রেবা—পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।

পরভেজ—সত্যই আগে আগে বাবার উপর রাগ হত, অভিমান হত, কিন্তু এখন একটুও রাগ করি না, এখন আমি একেবারে ভাল হয়ে গেছি, ওকি তুমি—তুমি বুঝি পূজো করছিলে ? আচ্ছা মা তোমাদের শাস্ত্রেই না আছে কে:তার বাপের কথায় বনে চলে যায়—

রেবা—হ্যাঁ, শ্রীরামচন্দ্র।

পরভেজ—কে বাপের কথায় বিয়েই করে নি—সংসার ধর্ম্ম সব বিসর্জ্জন দিয়েছিল—

রেবা—ভীষ্মদেব।

পরভেজ—আবার কে নাকি বাপের কথায় মাকেও বলি দেয়—

রেবা—জামদগ্ন্য পরশুরাম—

জেহান্দার—না বাবা—সে রকম বাপ আমি চাই না—উঃ—আর তোমার মতন মা হলে আমি কাটতেই দেবো না। তবু যদি বাবা বলেন, তবে দাদা! তুমি ঐ ছোট মাকে কেটে ফেলো।

রেবা—ছিঃ।

পরভেজ—রাগ করলে কি হবে মা, ও শিশু তাই সরল কথা বলে তবু ছোট মার পেটেই আমরা হয়েছি—তুমি শুধু খশ্রু ভায়াকেই পেটে ধরেছে।

জেহান্দার—একি সত্যি মা?

পরভেজ—সত্যি সে এক আশ্চর্য্য। দুদিন তোমাকে না দেখলে আমার যেন কি হয়। কিন্তু তবে বাবার হুকুমে তাকে কাটা কেন, আমি বনে যেতেও পারি না—কারণ—

রেবা—পরভেজ, বাবার হুকুমের বিচার করতে নেই। তাতে পাপ হয়, কারণ বাপ যদি প্রাণ দিতে বলেও তবে বুঝবে ছেলের প্রাণটার চেয়ে আর একটা বড় দাম জিনিষ রক্ষা পাবে।

পরভেজ—কি জানি বুঝি না—তাইতো এসেছিলাম একটা কথা বলতে কিন্তু ছোট মা আমার সেদিকে বেশ। ন্যায় অন্যায় তিনি যেমন বোঝেন, তুমি তেমন বোঝ না। বাবাকেও ছোট মা ছেড়ে দেয় না।

রেবা—সাহেব জামাল একটু রাগী, তাই, নইলে সম্রাটকে ভক্তি আমরা সমানই করি।

পরভেজ—না—না—সে ভুল মা—বাবার অত্যাচার তুমি হাসি মুখে সহ্য কর। তোমায় পেটের ছেলে খস্রু ভাইয়ার এত লাঞ্ছনাতেও তুমি মুখ ফুটে কিছু বল না।

রেবা—পরভেজ বাবা! তিনি আমার স্বামী খস্রুর পিতা—তোমার দেবতা; তাঁর কাজের বিচার করতে নেই। তা ছাড়া সবার উপর তিনি ভারত সম্রাট। স্নেহ, মায়া, মমতা প্রেম আর সবার উপর তাঁর ঐ ন্যায় বিচার। সে বিচার আমাদের চোখের জলে আমরা কেন ময়লা করবো।

পরভেজ—কিন্তু এ যে অন্যায় বিচার মা—

রেবা—ছিঃ, যার বিচারের প্রশংসায় আজ সারা ভারত মুখরিত তাঁর ছেলে হয়ে—ওরে তুই যে আমার গর্ব্ব, তুই যে আমার অহঙ্কার। আমি যে তোকে অনেক বড় ক'রে তৈরী করতে চাই পরভেজ, তুই যে আমার কল্পনার স্বর্গ। আমি চাই পিতার আদেশ হলে তুই নিজে—

পরভেজ—মা।

রেবা। হাঁ তুই নিজে আমার ও মাথায় খড়্গ হানবি।

[পারভেজের গর্ভধারিণী সম্রাটমহিষী সাহেব জামালের প্রবেশ]

সাহেব—চমৎকার—ছেলেকে চমৎকার শিক্ষাই দিচ্ছ, মাকে কাটবি—বল—বল ভাইকে খুন করবি বাঃ চমৎকার—

রেবা—তুই যা তো জামাল—তোর ছেলের প্রাণ বাঁচাতে আমি পারভেজকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যেতে দেবো না।

সাহেব—তা কেন দেবে। আমি কি জানি না তুমি নাগিনী—তুমি ডাইনি তাই—তাই মা হয়েও ছেলের দুঃখ তোমার বুকে বাজে না। ছেলের কান্নায় তোমার মন ভাঙ্গেনা—নইলে বংশের বড়ছেলে সে, আজ বাদে কাল সে সম্রাট্ হবে। অথচ তাকে স্বামীর বিষ নজরে ফেলে সতীনের ছেলেকে—

রেবা—জামাল।

সাহেব—হ্যাঁ—আমি বলবো—কেন—কেন তুমি ওকে খোসামুদে তৈরী করছো। ছিঃ, খোসামদে তৈরী করে ছেলেটাকে বিগড়ে দিলে। ন্যায়, অন্যায়, ভালমন্দ কোন বিচার রইল না, উন্মাদ বাপ যা বলবে তাই শোন্, আর তাঁর মনের মতন হয়ে খস্রুর সিংহাসনখানা গ্রাস কর, কেমন? কিন্তু না—আমি তা হতে দেব না—কখনই না—দেখি তুমি আমার কোল থেকে খস্রুকে কোথায় নিয়ে যাও। [প্রস্থান।

রেবা—আশ্চর্য্য—কি ভালইবাসে, অথচ বোঝে না, খস্রু আমারই সন্তান। থাক্, চল পরভেজ তুই অনেকক্ষণ খাসনি। ওকি চোখে জল ছিঃ।

পরভেজ—কেন আমার জন্য তুমি এসব শোন মা?

রেবা—আমার প্রাপ্য বলে—

পরভেজ—না ও প্রাপ্যে দরকার নেই, আমাদের জন্য এ লাঞ্ছনায় তোমার প্রয়োজন কি? চল্ চল্ জাহান্দার, আমাদের কেউ নেই—কেউ নেই। শোন মা, আজ আমি বাবার বিরুদ্ধে গর্জ্জে উঠবো—আজ আমি বিদ্রোহ করবো—

জেহা—আজ আমিও। [জেহান্দারকে লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

রেবা—পরভেজ—পরভেজ—জেহান জেহান। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[প্রশস্ত দুর্গ-চত্বর। চত্বরে খিলানের সারি। খিলানগুলির মধ্য দিয়া বাহিরের যমুনা কূলের দৃশ্য দেখা যায়। মধ্য খিলানে একটী "ন্যায়ের শৃঙ্খল বাঁধা, তাতে বহু ঘণ্টা। বিচারের জন্য সম্রাটকে আহ্বান করিবার জন্য বদ্ধ ঐ শৃঙ্খল টানিয়া কাহারা যেন ঘণ্টা বাজাইল, প্রহরী তখন বাহিরে গেল, সে আহ্বানে সম্রাট ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন।

জাহাঙ্গীর—খোজা এজলাস।

জাহাঙ্গীরের আহ্বানে এজলাস প্রবেশ করিল।

এজলাস—মেহেরবান।

জাহাঙ্গীর—আলো, আলো জ্বালো। কে এই শেষ রাত্রে বিচার চায়?

এজ—সম্রাট আপনি, আপনি ক্লান্ত, অসুস্থ—

জাহা—খোজা এজলাস ভারত সম্রাট ক্লান্ত হয় না, অসুস্থ হয় না। প্রজার আহ্বানে তাকে সাড়া দিতেই হবে। যাও প্রার্থীকে এখানে নিয়ে এস।

[খোজার প্রস্থান।

[কে যেন দূরে যমুনার কূলে বাঁশী বাজায়, মার মন্দিরেও দেখছি বংশীধারীর রূপ সেও নাকি ঐ যমুনার কূলেই বাজাত বাঁশী আর আজ যমুনার কূলে শাসনের গুরুগর্জ্জন! আঃ প্রভাতী হাওয়ার মৃদুস্পর্শ অনুভব করছি।]

নেপথ্যে—সম্রাট আসামী আপনার দুর্গ চত্বরে পলাতক।

জাহাঙ্গীর—সমস্ত দুর্গ অনুসন্ধান কর, দেখ কে পলাতক, যাও!

বেগের প্রবেশ।

বেগ—দিন দুনিয়ার মালিক বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহ, আজ আপনার কাছে আমি বিচার প্রার্থী: আমার এই কন্যা আনারকে আজ আবার আমার গৃহ থেকে গোপনে যমুনাকূলে আনা হয়েছে।

জাহাঙ্গীর—বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহের রাজত্বে এতবড় অনাচার, এত বড় স্পর্দ্ধা কার?

বেগ—হুজুর মেহেরবান আপনার পুত্র খস্রু—

জাহাঙ্গীর—খস্রু, খস্রু আবার ব্যভিচার? খোজা এজলাস, সিদ্দিক মেহেরজান আমি এই মুহূর্ত্তে খস্রুকে এখানে চাই।

মেহেরজান—সে কাছেই আছে, হুজুর। খানিকক্ষণ পূর্ব্বে সে ঐ শৃঙ্খল সাহায্যে এখানে এসেছে।

জাহাঙ্গীর—আচ্ছা তোমরা যাও।

[সৈনিকদের প্রস্থান।

এজলাস—খস্রুকে লইয়া আসিল।

জাহাঙ্গীর—খস্রু আবার নিষিদ্ধ প্রণয়ের এ পঙ্কিল ব্যভিচার।

খস্রু—এ পঙ্কিল নয় সম্রাট, প্রণয় চিরদিনই পবিত্র।

জাহাঙ্গীর—তবু তুমি ওকে পরিত্যাগ কর্ব্বে না?

খস্রু—না সম্রাট ও আমার বাগদত্তা।

জাহাঙ্গীর—যুবতীর রূপের এত আকর্ষণ?

খস্রু—রূপ আমাকে পাগল করেনি সম্রাট ওরূপ আমার অন্তরের ধন, চোখের দৃষ্টির অপেক্ষা রাখে না।

জাহাঙ্গীর—রাখেনা? দৃষ্টির অপেক্ষা রাখে না?

খস্রু—দৃষ্টির বাহিরে গেলেও, সে আমার থাকৃবে বুকে অন্তরের অন্তর্লোকে।

জাহাঙ্গীর—কিন্তু এই অপরাধেই তুমি আর একদিন অপরাধী হয়েছিলে, সেদিন আমি তোমায় সাবধান করে দিই, ক্ষমা করি। কিন্তু—আজ—এ মহা অপরাধের শাস্তি।

খস্রু—এ অপরাধ নয় জাহাপনা।

আসফ—কিন্তু শাহাজাদা খস্রু যদি সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত থাকে তবে কি—সেও—তার অপরাধ নয়?

খস্রু—(নীরব)

জাহাঙ্গীর—কি নীরব রইলে কেন?

আসফ খাঁ—বাদশাহ, দিনদুনিয়ার মালেক, শাহাজাদা খস্রু ইতিপূর্ব্বে বহুবার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। আপনি আপনার মহানুভবতায়, আপনার অসীম করুণায় অনন্ত স্নেহে তাকে ক্ষমা করেছেন তাকে সচেতন হবার স্বযোগ দিয়েছেন। কিন্তু তথাপি শাহাজাদা আজ একই অপরাধে অপরাধী। আমরা তার বিচার চাই জাহাপনা।

জাহাঙ্গীর—খস্রু—এ সত্য! (নীরব) পুত্র, শুধু রাজ্যই চিনেছ! অর্থের মোহে স্বাধিকারের প্রমত্ত বাসনায় মণি-মাণিক্য খচিত উজ্জল রাজসিংহাসনই দেখেছ। কিন্তু তার চেয়ে কত মহান—কত পবিত্র—কত মহিমাময় স্নেহের আসন যে এই পিতার বুকে নিরন্তর সন্তানের আশায় সাজান আছে তাতো দেখনি পুত্র। (নীরব) সেই একদিন, সে আমার শুভক্ষণ কি অশুভক্ষণ জানি না, যেদিন—যেদিন সিংহাসনে প্রথম

বসলাম, চারিদিকে তাকিয়ে দেখি আমার সে পরম সৌভাগ্যের দিনে সমবেত উৎসাহিত, প্রফুল্লিত, আনন্দ মুখর, হাস্যময় মুখগুলির মধ্যে আমার বংশধর, আমার আত্মজ জ্যেষ্ঠ সন্তানের মুখখানা নেই। শিউরে উঠলাম, ভাবলাম—ওরে যার হাসি—যার আনন্দ—যার বিজয় সঙ্গীত হবে আমার সঙ্কুল পথের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সে—সে হিংসার অন্ধকারে আজ লুকিয়ে গেছে! (নীরব) তবু—তবু মন শান্ত করলাম, ভাবলাম আমার শত প্রজা—আমারই শত খস্রুরূপে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে—

আসফ—জাঁহাপনার অনুগ্রহ—!

জাহাঙ্গীর—তারপর সেই দিন আমার সে অভিষেকের আনন্দের কল-কোলাহল—পুত্র তোমার—তোমারই বিপ্লবের বিজয় উল্লাসে ছেয়ে গেল। সচকিত হ'য়ে তাকিয়ে দেখলাম আমার মাথার উপর আমারই পুত্রের উদ্যত অসি। ক্রুদ্ধ হলাম না, শঙ্কিত হলাম না, ক্ষুব্ধ হলাম না—ভাবলাম দুর্ব্বল অবোধ বালক পুত্র আমার শয়তানদের ক্রুর ষড়যন্ত্রের শীকার হয়েছে! শান্তচিত্তে, স্নেহের অমৃত, হৃদয় পাত্রের কানায় কানায় ভরে নিয়ে গোপনে, একাকী শত্রু শিবিরে পুত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, সবলে তাকে বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে চেঁচিয়ে বল্লাম—ওরে পাগল দেখ দেখ এ বুকে যে ভালবাসার সহস্রধারা ঝ'রে পড়ছে তার কাছে ঐ মসনদ, ঐ বাদশাহী, ঐ সাম্রাজ্য কত ক্ষীণ কত ভঙ্গুর—

খস্রু—(নীরব)

জাহাঙ্গীর—কি নীরব রইলে যে?

খসরু—আমি অনুতপ্ত পিতা!

জাহাঙ্গীর—না—অনুতাপ নয়, ব্যথা নয়, বেদনা নয়, এ শুধু তোমার আর আমার জন্মগত অভিশাপ—

খসরু—পিতা—

জাহাঙ্গীর—না না আমি বিচার কর্ব্ব। একবার নয়, দুবার নয়, বারবার তোমার বিদ্রোহের প্রবল আঘাত আমার বুকের পাঁজর কখানা চুরমার ক'রে দিয়েছে। অযুত প্রজার রক্ষা কর্ত্তা ভারতের সম্রাট জাহাঙ্গীর আজ গর্জ্জে উঠেছে।

খসরু—কিন্তু তখনই শাস্তি দেননি কেন?

জাহাঙ্গীর—দিইনি কেন? ওরে পাষাণ সম্রাটের সে গর্জ্জন, পিতা সেলিমের বেদনাকাতর আর্ত্তনাদে ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু আর না আমি আর সহ্য কর্ব্বনা। মনসবদার আসফ খাঁ তোমার অভিযোগ—

খসরু—অভিযোগ ওর মিথ্যা সম্রাট ও হিংসার জ্বালায়—

আসফ—সম্রাট এই পত্রই সত্য প্রকাশে সাহায্য করবে।

(পত্র প্রদান ও জাহাঙ্গীরের পাঠ)

জাহাঙ্গীর—এ কি! আবার বিদ্রোহ! অসংযত বিপ্লবী সন্তান, তুমি যে আগুন পশ্চিম ভারতে জ্বালিয়েছিলে আজ দাক্ষিণাত্যেও—তা প্রজ্বলিত কর্ত্তে চাও। আমার বিশ্বস্ত পুত্র খুররমকে এই বিষ আকণ্ঠ পান করাতে চাও। আমার বন্ধু, বান্ধব সেনাপতি, প্রজাপুঞ্জকে তুমি বিদ্রোহী ক'রে তুলতে চাও।

খসরু—পিতা—? (জাহাঙ্গীর তখন পত্র পাঠ করিল)

জাহা—না না তুমি আমার চরিত্রকেও হীন করে আঁকতে চেষ্টা করেছ। আমাকে মদ্যপ-লম্পট ব্যাভিচারী ব'লে এই পত্রে লেখা—

খস্রু—সম্রাট—

জাহাঙ্গীর—স্তব্ধ হও শয়তান। মেহেরউন্নিসার রূপে আমি মুগ্ধ—মাতৃসমা পুরললনা নুরজাহানের রূপ বর্ণনা! যুবক, জান এ অপরাধের শাস্তি কি? (আর পাঠ করিতে পারিলেন না) না, না, আমি পড়তে পাচ্ছি না—হাসানবেগ—তুমি—তুমি পড় এ পত্রের শেষ অংশে কি আছে।

হাসানবেগ—(পত্র পাঠ) রাজ্যে যে গুজব উঠিয়াছে যে মেহের উন্নিসার স্বামী শের আফগান সম্রাটের প্ররোচনায় হত এ সত্য বলিয়াই আমার মনে হয়।

জাহাঙ্গীর—মনে হয় তোমার পিতা—এক নারীর স্বামীঘাতক। পিতার প্রতি পিতৃভক্ত পুত্রের গভীর অনুরাগের নিদর্শন, না পুত্র? না—না তুমি আমার শত্রু। শোন খস্রু, শের আফগান বাংলায় তোমারই মতন বিদ্রোহের সূচনা করে। সত্য হোক কিংবা মিথ্যা হোক্ আমি তাকে ডেকে পাঠাই, সে হাজির হয় না। তাই, আমারই ভাই বাংলার মনস্‌বদার শেখ খুবুকে আমি তার নিকট প্রেরণ করি। প্রথমে শের তাকে দূর থেকে আক্রমণ করে। ফলে খুবুর কোন অনুচর তাকে হত্যা করে। একে তুমি বলতে চাও আমার অপরাধ। জান, পিতৃ-নিন্দাকারী অপরাধী রাজদ্রোহীর শাস্তি কি? আসফ খাঁ, হাসান বেগ বল বল এ অপরাধের শাস্তি কি?

বেগ—শাস্তি সম্রাট।

জাহাঙ্গীর—বল।

আসফ—শাস্তি প্রাণ দণ্ড।

জাহাঙ্গীর—প্রাণ দণ্ড! হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি দেবো ঐ প্রাণ দণ্ড—খসরু তোমার শাস্তি, আজ প্রভাতে প্রাণ—

খসরু—পিতা।

জাহাঙ্গীর—না, না, ঐ চোখে—ঐ দৃষ্টি দিয়ে তুমি দেখেছ মোহরের রূপ কান্তি, তুমি দেখেছ পিতার ব্যাভিচারী মূর্ত্তি, তুমি ক'রেছে পরস্ত্রীর লাঞ্ছনা—না, না, মৃত্যু—মৃত্যু আমি তোমায় দেব না—আমি তোমায় এমন শাস্তি দেবো যে বেঁচে থেকেও তুমি কারও রূপ দেখবেনা, সিংহাসনের ঔজ্জ্বল্যে চক্ষু ধেধে উঠবেনা, পিতার অবয়বে পাপের ছায়া পাবে না। আমি আমি তোমায় অন্ধ করবো। হাসানবেগ তুমি, তুমি নিজে ঐ দূরে নিয়ে গিয়ে জ্বলন্ত লৌহ শলাকায় ওর ঐ সুন্দর চোখ দুটো উপড়ে ফেলো—যাও।

খসরু—পিতা—

জাহাঙ্গীর—যাও—যাও, নিয়ে যাও।

[হোসেন বেগ খসরুকে লইয়া চলিয়া গেল, সভা মুহূর্ত্তের জন্য নিঃস্তব্ধ।]

পরভেজের প্রবেশ।

পারভেজ—সম্রাট, সম্রাট শুনলাম ভাই খসরু ধৃত, অবরুদ্ধ বিচারাধীন।

জাহাঙ্গীর—বিচার—তার—হয়ে গেছে পরভেজ।

পারভেজ—হয়ে গেছে? তবে সে নির্দ্দোষ, তবে সে মুক্ত?

জাহাঙ্গীর—হ্যাঁ, মুক্তির বিনিময়ে তাকে দিতে হবে তার চক্ষুর দৃষ্টি।

পারভেজ—চক্ষুর দৃষ্টি? সম্রাট আমার রাজপুতনা বিজয়ের পুরস্কার দেবেন

বলেছিলেন, আজ রাজপুত বিজয়ী পরভেজ আপনার পদতলে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে—এই দণ্ড প্রত্যাহার করুন।

রেবাবাঈয়ের প্রবেশ।

রেবা—না, দণ্ড প্রত্যাহার হবে না পরভেজ. পিতার আদেশে অন্যায় বাধা দিও না।

পারভেজ—মা—

সাহেব জামালের প্রবেশ।

সাহের—কিন্তু সম্রাট—রাজধর্ম্ম কি পুত্রকে অন্ধ না কর্লে ব্যাহত হত? পুত্রের প্রতি এই কঠিন বিচার একি রাজধর্ম্ম? ওঃ কি—করেছ কি—করেছ স্বামী? আমি সিংহিনী মোগল নন্দিনী—তোমার কাছে—ভিক্ষা চাই—তুমি—তাকে ক্ষমা কর—সে আর কখন একাজ কর্ব্বে না সম্রাট।

জাহাঙ্গীর—কিন্তু তার প্রমাণ—তার প্রতিকার?

জামাল—এই এই আমার পুত্র—আমার—সন্তান—তোমার রাজদ্বারে গচ্ছিত থাকছে। খস্রুর মুহূর্ত্তের অপরাধে তুমি তাকে হত্যা করো সম্রাট।

জাহাঙ্গীর—সাহেব জামাল।

সরীফ খাঁর প্রবেশ।

সরীফ—সম্রাট,—

জাহাঙ্গীর—কে সরীফ, বন্ধু!

সরীফ—তুমি না কি খস্রুকে অন্ধ করতে আদেশ দিয়েছ?

জাহাঙ্গীর—হ্যাঁ আমি তার সেই সুন্দর চোখ দু'টী উপড়ে নিতে বলেছি বন্ধু।

সরীফ—খস্রুকে অন্ধ কর্ত্তে বলেছ? সম্রাট! সম্রাটের পদমর্য্যাদা কি এতই লোভনীয়? বিচার না করা যদি সম্রাটের অপরাধ তবে কেন, সম্রাটের আসন থেকে নেমে এসে পথে দাঁড়ালে না? কেন ভিখারী পিতা হয়ে উঠলে না?

জাহাঙ্গীর—সরীফ খাঁ।

সরীফ—সম্রাট চিরদিন তুমি বলেছ আমি তোমার বন্ধু, চিরদিন বন্ধু বলে ডাকবার অধিকার দিয়েছ—আমার থেকে প্রিয় তোমার আর কেউ নেই—হয় তো সে তোমার অনুগ্রহ।

জাহাঙ্গীর—না—না এ অনুগ্রহ নয় বন্ধু, তোমার অপেক্ষা প্রিয় বন্ধু আমার আর কেউ নেই।

সরীফ—তবে সেই বন্ধুকে কেন ডাকনি? কেন করলে এক পিতার ওপর অত্যাচার? সম্রাট জাহাঙ্গীর—পিতা জাহাঙ্গীরের কাছে, আজ তোমার কৈফিয়ৎ কি?

জাহাঙ্গীর—কৈফিয়ৎ কি? কৈফিয়ৎ কি! আমি—আমি বুঝতে পাচ্ছি না?

সরীফ—তবে অনুমতি দাও—দণ্ড প্রত্যাহার কর।

রক্তাক্ত চক্ষু লইয়া অন্ধ খস্রুর প্রবেশ।

খস্রু—পিতা—পিতা

সকলে—উঃ [সকলে শিহরিয়া উঠিল।

খস্রু—বাবা এবার ক্ষমা চাই—এইবার ক্ষমা করুন সম্রাট, সম্রাট পিতার স্নেহ দিয়ে একবার কোলে তুলে নিন্।

জাহাঙ্গীর—উঃ—ঘাতক, দস্যু, একি কর্লি।

খস্রু—পিতা, ও আমার আনারের বাবা, ওকে ক্ষমা করুন পিতা।

রেবা—বাবা খস্রু

খস্রু—মা, মা, চিরদিন তুমি বলেছ আমি অবাধ্য, আমি পিতৃদ্রোহী সেই ঘৃণায় তুমি কখনও আমায় একটুও ভালবাসনি—এককণাও স্নেহ দাওনি কিন্তু আজ আমি তোমার মতন বলতে শিখেছি—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা

জাহাঙ্গীর—ওরে আমার হতভাগ্য পুত্র—আয়—আয় আমার বুকে আয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য

মেহের উন্নিসার কক্ষ।

[সুসজ্জিত গৃহ, সম্মুখে বাতায়ন তখন সবে ভোর হইয়াছে—শয্যার এক প্রান্তে জাগরণ ক্লান্ত দেহ লইয়া মেহের উন্নিসা এক-খানি বই পড়িতেছে—প্রবেশ করে আসফ খাঁ ও আরজুমান্দ বানু।

বানু— লয়লা—লয়লা

মেহের— কে বানু? কি মা, এত সেজেগুজে, কোথায়?

বানু— আজ আমরা রাজবাড়ী দেখতে যাব। বাবা বলেছিলেন, আজ সম্রাটকেও নাকি আমরা দেখতে পাব—আমি আর লয়লা, না বাবা?

আসফ—হ্যাঁ মা।

মেহের—কিন্তু আমি এসব পছন্দ করিনা দাদা, আমার মনে হয় বানুরও যেন না যাওয়া ভাল। আমরা গরীব, আমাদের এই সম্রাটের দয়ার দান নিয়েই—

আসফ—এ তুই কি বলছিস বোন—জানিনা তুই সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওপর এত বিমুখ কেন? কিন্তু সত্য বোন, সম্রাট মহৎ, সম্রাট উদার, সম্রাট একটা মানুষ।

মেহের—দাদা বুঝি আজ পাঁচহাজারী মনসবদারী পেয়েছে?

আসফ—ধন্য তোরা বোন। আশৈশব ঐ সেলিম, ঐ সেলিমকে তুই, ভাল বাসতিস। তুই, আমি আর ঐ সেলিম, দিনের

পর দিন যমুনাতীরে কত খেলা খেলেছি, বাদসাহ আকবরের কেল্লায় পিতার পাশে দাঁড়িয়ে কতদিনই না কাটিয়েছি। সে কত আমোদ, কত আনন্দ, আজ দুদিনে সে সব তুই কি করে ভুলে গেলি বোন।

মেহের—সে সেলিমের স্মৃতি তো আমার যায়নি ভাইয়া। সে সেলিমের চোখে ছিল গভীর কালো সজল মায়া. কী সে স্তবগান তার দৃষ্টিপথে উৎসারিত হত, সে এক জীবন, কত আনন্দ কত উৎসব—সেকি ভোলা যায়, কিন্তু আজ ঐ যে আগ্রার দুর্গে, মোগল সিংহাসনে সম্রাটের মুকুট মাথায় জাহাঙ্গীর, ও আমার কেউ না—কেউ না।

আসফ—আশ্চর্য্য—

মেহের—তার চেয়ে আশ্চর্য্য দাদা, যে, আমাদের অসংখ্য স্মৃতিঘেরা সেই শান্তির বাসা ভেঙ্গে, টেনে এনে, তার ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্য তারই ঐশ্বর্য্যের সুউচ্চ সুমেরুর পাশে নগর সীমার প্রান্তে এই বাড়ীতে আটকে, নিত্য নিয়ত তার সহানুভূতি, তার কৃত্রিম অনুরাগ, তার দয়ার দান দিয়ে আমাদের শ্লেষ করছে, তার দর্শন কামনায় তুমি—

আসফ—তা নয় বোন, বাম্নু এখনও সম্রাটকে দেখেনি, লয়লাও নয়, যার অন্নে এখন আমরা প্রতিপালিত, যার কোন অন্যায় ব্যবহার আমাদের ক্ষুব্ধ করেনি—অবমানিত করেনি।

মেহের—কে—কে বলে যে করেনি। কি প্রয়োজন তাঁর শের আফগানের বিধবাকে এই সুখ হর্ম্মে, সযত্ন রচিত শয্যায়, সাগ্রহসজ্জিত আহার্য্যে তুষ্ট করার? এ তার আত্মবঞ্চনা—কিন্তু

আমাদের অবমান! দৈন্যের প্রতি সহানুভূতির যে জ্বালা তা বুঝি শিখায়িত অনলেরও নেই সম্রাট-সেনাপতি।

আসফ—আমায় ভৎসনা করনা মেহের। আমি মূহুর্ত্তের মধ্যে আমার ঐ একমাত্র বন্ধন স্নেহের বানুকে নিয়ে কান্দাহার, আরব, মক্কায় চলে যেতে পারি। সম্রাট দত্ত ঐশ্বর্য্য, সম্রাট দত্ত করুণা, সম্রাট দত্ত পরাধীনতার উষ্ণীষ আর এই তরবারী, আমায় শান্তি দেয় না। কিন্তু মেহের আমি তার নিমক খেয়েছি। নিমক খেয়ে নিমকহারাম আমি হতে চাই না।

মেহের—সে তুমি। দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছ তুমি, তাই আগ্রা ছেড়ে যেতে তোমার মন সরে না, কিন্তু গরীব গেরস্তের মেয়ে ওরা—ও নবাবীর ঠাটকে সহ্য করতে পারবে না। সম্রাটের ঐ সিংহাসন, ঐ প্রাসাদ, ঐ কেল্লা ঘিরে আছে অহঙ্কারের আগুন, ব্যাভিচারের পঙ্কিলতা, অনাচারের মোহ। সে আগুনের ছোঁয়াচ ওদের বুকে লাগতে আমি দেব না।

আসফ—বেশ বানু তুমি লয়লার কাছে ও-ঘরে যাও। আমি আসছি।

[বানুর প্রস্থান।

আসফ—মেহের

মেহের—ভাইয়া

আসফ—সত্যি করে বল দেখি বোন, সেলিমের ওপর তোর এই ঘৃণা একি সত্য?

মেহের—তবে কি মিথ্যা। ছেলেবেলা থেকে আমি ওকে ছাড়া কাউকে জানিনা, জ্ঞান হ'তে হ'তেই দেখলাম আমার সামনে এক সুন্দর সরল প্রশান্ত কিশোর। তারপর ধীরে ধীরে কত বসন্তের পুলক আবেগে, দেহে ওর ছড়িয়ে গেল যৌবনের

মোহময় সুষমা, আমারও অন্তরে তখন যৌবনের সাড়া দিয়েছে। অঙ্গে অঙ্গে পুলক শিহরণ, চক্ষে সে কি বেপথু দৃষ্টি! তরুণ যুবক আমায় বল্‌লে—সে আমার, আমিও ধরা দিলাম; কিন্তু তারপর এক প্রচণ্ড ঢেউ এসে আমাদের মধ্যে গড়ে তুল্‌লে প্রকাণ্ড ব্যবধান। শাহানসা আকবর শাহ তাঁর পুত্রকে বাদসাহী আভিজাত্যের সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে স্থির করলেন, আর—আর আমার প্রেমিক সেলিম, পিতৃ আদেশ নত মস্তকে মেনে নিলে। কালো চোখে বড় বড় গভীর তার অতীত নির্দ্দেশ—সে কি শুধু ছলনা? ভারতের অনাগত সিংহাসনের মোহে সে আমায় ভুলে গেল।

আসফ—ভুলে সে তোকে যায়নি মেহের। কোন বিস্মৃতির সাধ্য নেই তোদের স্পর্শ করে। এ আমার সান্ত্বনা নয়, অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে যে দেবতা সকলের মনের কথা টের পান সেই খোদার ইঙ্গিতে আমি যেন দেখতে পেয়েছি, আমি যেন বুঝতে পেরেছি—আফগানের বিধবা মেহের উন্নিসা, বৈধব্যের যত চিহ্নই অঙ্গে জড়িয়ে থাকুক না কেন, অন্তরের মণি কোঠায় তার জাহাঙ্গীরের প্রেমের রং ছড়িয়ে পড়েছে।

মেহের—দাদা—দাদা—আমি আর পারি না, আমাকে বাঁচাও বাঁচাও।

আসফ—কাঁদিস না বোন। ছোটবেলায় এমনি ক'রে বুকে ক'রে নিয়ে দাদার হাতে কত বিপদেই না নিজেকে সঁপে দিয়েছিস্। আজও তাই দে দিদি, আমি তোকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাই। আজ যাঁর আশ্রয়ে, যাঁর হাতে আমি তোকে তুলে

দেবো সে দেবতা, সে মহৎ। কামনার গ্লানিমায় সে চিত্ত আজও অন্ধকার হ'য়ে ওঠেনি, সে এখনও তোরই জন্য বৈরাগী। তুই কাঁদ আমি বারণ করবো না, চোখের জলে দিয়ে আজ তুই মনের গ্লানি মিটিয়ে ফেল।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী—আপনার মুখ ধোবার গোলাপ জল। [প্রস্থান।

আসফ—এবার ওঠ্ বোন বেলা হ'ল।

দ্বিতীয় দাসীর প্রবেশ।

দাসী—আগ্রা দুর্গের গুলাব বাগের বসোরা গুলাব, আপনার পছন্দ—

মেহের—কে কে দিয়েছে—কেন দেয়, কেন রোজ আনিস যা—যা—।

[দাসীর প্রস্থান।

আসফ—কে দেয়—কেন দেয়—কেন ও আনে একি তুমি জান না—?

দাসীগণের প্রবেশ।

দাসী—এই সব প্রসাধন ও আহার্য্য। বাঁদীরা এসেছে আপনার জয় গান করতে—

সখীদের গীত

জাগো জাগো রূপরাণী নিশি হ'ল ভোর।
হের চাঁদের সুধা পিয়ে ফিরিছে চকোর॥
ফুল কুঁড়িরে কানে-কথা ভ্রমর শোনায়
শোনো আকাশে শুকতারা ডাকিছে তোমায়
আসিবে এখনি তরুণ অরুণ রূপের কুমার তব মনোচোর॥

মেহের—চুপ—চুপ কর শয়তানের দল বেরিয়ে যা—কেন, কেন করে সে এ আয়োজন। কেন সে এত দুহাত দিয়ে ঢেলে দেয়, বিনিময়ে সে কি চায়, সে কি চায়? নিজেকে উপবাসী রেখে অন্তরাল থেকে আমাকে নিরন্তর এ লাঞ্ছনা, সে কেন দেয়, এ দূর কর—এ দূর কর—এ দূর কর—

[অশান্তচিত্তে সে উপহারগুলি ইতঃস্তত ছুঁড়িয়া ফেলিতে থাকে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ মধ্যস্থ পুষ্পোদ্যান

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। একান্তে—উদ্যান বেদীকায় খসরু বসিয়া একটি পালিত হরিণ শিশুকে খাওয়াইতেছে···নিতান্তই অন্যমনস্ক, এমন সময় ধীরে ধীরে প্রবেশ করে আনার—আনারের মৃদু পদশব্দে খসরু আনারের আগমন প্রত্যাশায় বলে—

খসরু—কে? আনার? সাড়া দাও না কেন? তুমি সব সময় কি ভাব বলতো? বাইরেটা তো অন্ধকার ভেতরটাতেও যদি আলো না পাই— কি হ'লো তোমার কদিন ধ'রে?

আনার—হয়নি কিছুই, কিন্তু কত বেলা হল সে খবর রাখ?

খসরু—কিবা রাত্র, কিবা দিন। বেলার খবর রাখবে তোমরা—আলো যাদের বন্ধু। আমার কাছে বেলা যাওয়া, আর বেলা আসা একই কথা আনার। শোন? এত তাড়া কিসের? অন্ধের সঙ্গে দিনরাত থাকতে তোমার ভাল লাগেনা, না? কিন্তু আমার—

মোর ভালো লাগে প্রিয়ার পরশ
স্নিগ্ধ সরস সঙ্গ
অন্তর্ তলে মৃদু শিহরণ
পুলক বেপথু অঙ্গ—

আচ্ছা আনার, এখন সন্ধ্যে হয়েছে না? এতক্ষণ বোধ হয় আগ্রার কেল্লার নীচে দরবার-ভাঙ্গা জনস্রোত, বড়ী মসজিদের দিকে এগিয়ে চলেছে না? এখন বোধ হয় যমুনার কুলে আভির বধুর দল সহর থেকে ফিরে চলেছে, তাদের কুঁড়ে ঘরের দিকে? এখন বোধ হয় প্রতি ঘরে ঘরে হিন্দু বধুরা সন্ধ্যা প্রদীপ নিয়ে তাদের তুলসী তলায় দাঁড়িয়েছে? বাংলায় আমি সেরূপ দেখেছি—আর—দেখেছি মথুরায়—এই সন্ধ্যার কোলে দাঁড়িয়ে অযুত ভক্তের সেই পুলক নিবেদন, এক পাষাণ মূর্ত্তির পাশে। কী সে বিশ্বাস, কী গভীর ভালবাসা, সে ভালবাসায় পাত্রাপাত্রের বিচার নেই, চেতন অচেতনে ভেদ নেই, পাষাণ ও জীবনের বিকার নেই! তাদের ঠাকুর দেখুক আর না দেখুক—এই যেমন আমি, তোমার ঠাকুর, না আনার?

আনার—দেখ সবটারই একটা সীমা আছে। সেই দুপুরে বলেছিলে ক্ষিদে পেয়েছে—দুবার আঙ্গুরের রস করে ফেলে দিয়েছি, সরবৎ এনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছি—এখন ওঠ। তোমার তো আবার যমুনায় নামতে হবে, কিন্তু আজ বড় জাড়া—না নাইলে হোত না?

খস্রু—জাড়া—ঠাণ্ডা, বটে। কিন্তু না নাইলে হবে না আনার। আমার যা কিছু অনুভব. আজ ঐ শীত-গ্রীষ্মে; তাই ওদের

আমি রোজ রোজ পূর্ণ করে পেতে চাই—আমার অনুভব শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। [দূরাগত আজানধ্বনি শোনা যায়] ঐ, ঐ মসজিদে নেওয়াজ পড়া হচ্ছে। আমারও ইচ্ছে করে আনার, আমি ও যাই ওদের সঙ্গে—ওদের পাশে ঐ নেওয়াজ পড়তে—আমার বড় ইচ্ছে হয় আনার, আবার আমি ওদের মতন ওদের মাঝে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু তাতো আর হয় না—অন্ধতো আর দেখতে পায় না, ইচ্ছে মত যেখানে সেখানে যেতে পারে না। শুধু এক জায়গায় একভাবে তাকে সমস্তটা জীবন কাটিয়ে দিতে হয়—আনার তুমি চুপ করে কেন?—এদিকে এসতো—

আনার নিকটে আসিল, খস্রু তাহার গালে হাত দিয়া বলিল

এ কি তুমি কাঁদছো?—ছিঃ! ছিঃ! তুমি কি জাননা আমার জীবনের একমাত্র তৃপ্তি আজ তুমি, তোমার চোখের জল যে আমি সইতে পারি না আনার!

আনার—না আমি কাঁদিনি, কিন্তু এমন করে বল কেন, কেন এমন করে আমায় কাঁদাও।

খস্রু—না আর বলবো না—কিন্তু—জীবন ঘেরা এই যে সুখ দুঃখের আবর্ত্ত, এর ঢেউ যে তোমার বুকেও আঘাত করে—

আনার—না করে না—আমি তো আর কিছু হারাইনি। সেই যেদিন সিপ্রার তীরে নীল আকাশের নীচে, জোচ্ছনা মাখা শ্যামল বনানীর কোলে তোমায় আমায় প্রথম দেখা, অঙ্গে সে কি আভরন, মুখে অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত-আভা, ঠোঁটে সেই হাসি, বুকে সেই ভালবাসা, চোখে সেই মাধুর্য্য—সেই আলো—

খস্রু—হাঃ হাঃ·········আমার চোখ জোড়া শুধু অন্ধকার—

আনার—আবার ? কেন তুমি কথায় কথায় আমায় এমনি আঘাত কর ? কি আমি তোমার করেছি, কেন এ দুঃখ তুমি আমায় দাও—

খস্রু—দুঃখ ?

আনার—দুঃখ নয় ? দিনের পর দিন আমার এই উত্তপ্ত বুকে আমি আমার বাসর শয়ান বিছিয়ে রাখি—পরিপূর্ণ মিলনের আশা নিয়ে। আর তুমি বাইরের দুঃখ, শোক, মান, অভিমানের তুফান তুলে আমার মিলনের মাঝে আন বিরহের জ্বালা। কেন কর—আমি চাই তোমার অন্তঃর্লীন মিলনের বাঁশী শুন্‌তে—আমায় তাই শোনাও, এ বাইরের দুঃখ আমায় আঘাত করে না।—

খস্রু—করে না ? ভাল—

দুঃখ সুখের শিকল দিয়ে বাঁধলো যে এ বুক
তাঁর কাছেতেই পৌঁছে দেব মোদের দুঃখ সুখ,
আমার তোমার প্রাণের গীতি
সেই শিকলেই দিবা রাতি
বাজবে সে গান শুনবে এসে নিজেই সঙ্গোপনে
বসবে রাজা লুকিয়ে প্রাণের ময়ূর সিংহাসনে।

আনার—ওঃ যখন চোখ ছিল তখন যুদ্ধই শুধু করনি। কত রাজ্যের বই-ই যে পড়েছ।

খস্রু—শুধু বই ? এ আমার প্রাণের গান। আচ্ছা আনার শুনেছি মার কাছে তুমি অনেক বৈষ্ণব গান শিখেছ সে কি সত্যি—

আনার—সত্যি—তা শুনতে—তা শিখতে আমায় বড় ভাল লাগে।

জানিনা হিন্দুর সে দেবতা, মার সে ঠাকুর কোন্ যুগে এসেছিল এই যমুনার কূলে। কোন্ বাঁশী বাজিয়েছিল, যার সুর শুনে প্রিয়ের বুক ছেড়ে প্রিয়া ছুটে যেত সেই প্রিয়তমের কাছে। সত্যি তারা যেত কিনা এসব জানিনা। কিন্তু এই যে গান, এই যে আপনি ভোলা সুরের মায়া ও আমার বড় ভাল লাগে।

খসরু। একখানা গাও না,—তোমার গান যতখন শুনি সব ভুলে যাই। ভুলে যাই অতীতের সেই যুদ্ধ গর্জ্জন, ভুলে যাই সিংহাসনের মোহ, ভুলে যাই পিতার সেই শাসন। সমস্ত মুছে গিয়ে আমার অন্তর বাহির এক ক'রে জেগে থাক শুধু তুমি। গাও—গাও আনার—

গীত—

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হও তুমি
আমার পরাণে তোমার চরণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া এক মন হইয়া
নিশ্চয় হইনু দাসী।

[গানের মধ্যপথে রেবা আসিয়া প্রবেশ করে ও দূরে দাঁড়াইয়া শোনে এবং ধীরে ধীরে পিছনে আসিয়া খসরুর মাথায় হাত দেয়।

খসরু—কে—মা? মা? হাঃ হাঃ কেমন—কেমন জব্দ। আমাকে কথনো

কাছে যেতে দাওনি। আজ আনার গান গেয়ে তোমাকে বেঁধে ফেলেছে—তোমাকে কাছে টেনে এনেছে।

রেবা—ওরে পাগল, এ অভিমান কি তোর যাবে না? আজ আনার আমার কে।

আনার—মা—   [অভিমান ভরে তাকাইল।

রেবা—না মা—দুঃখ করিসনি, দুঃখ করতে নেই। তুই আমার কেউ নোস—তবু ভালবাসি, কেন জানিস? আমার ঐ অন্ধ ছেলেকে তুই তোর স্নেহ দিয়ে, গান দিয়ে, সেবা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিস। তাই—তাই তুই আমার সব মান, সব অভিমান, সব ঘৃণা, উপেক্ষা—ধুলোর মত গুঁড়িয়ে দিয়েছিস্। আজ মনে হয় এই আগ্রা দিল্লীর সিংহাসন, আগ্রা দিল্লীর প্রাসাদ, সাম্রাজ্য থেকে আমারা অনেক—অনেক দূরে এক নূতন রাজ্য গড়েছি—সেখানকার রাজা অন্য, প্রজা অন্য, আইন অন্য, ব্যবস্থা অন্য, সেখানে আছি শুধু আমরা তিনটী, আমি আমার অভাগা পুত্র আর—আর তুই। এক দুর্ভাগ্যকে মাঝে রেখে আমরা দুজন এক সঙ্গে চলেছি, জানি না তার শেষ কোথায়—সীমা কোথায়—

খস্রু—মা, দুঃখ তুমি করো না, আজ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, ঐ রাজ্য, সিংহাসন, রাজমুকুট আমার আর তোমার মধ্যে একটা বিরাট পাহাড় গড়ে তুলছিল। আজ বাবা সে বাধা সরিয়ে দিয়েছেন। আজ মার বুকে ছেলে নিজের জায়গা খুঁজে পেয়েছে; সে রাজা হয়নি—কিন্তু সে মা পেয়েছে, আর—আর পেয়েছে ঐ আনার—

রেবা—সত্যিই ও আনার, ও সুন্দর—ও মধুর—

খসরু—মা, তুমি তো কত মীরার ভজন গাও—আমি একদিনও শুনিনি, আজ শুনতে আমার বড় ভাল লাগে—দেখতে তো পাই না—যাক্—না পেলাম, তবু আমি সুখী। দেখতে না পাওয়ার কষ্ট, তাই আমি স্পর্শ দিয়ে, শ্রবণ দিয়ে, ঘ্রাণ দিয়ে পূর্ণ করে পেতে চাই, মা—তুমি একখানা ভজন গাওনা—

রেবা—শুনবি—

খসরু—হ্যাঁ মা শুনবো সেই গান যাতে তোমারা আত্মভোলা হয়ে সবাই নাচতে। তুমি গাইবে আর আনার নাচবে। আমি নাচ হয়তো দেখতে পাব না কিন্তু তার নুপুরের ধ্বনি আমার বুকে এসে বেজে উঠবে মা। দোষ কি আনার, তোমার লজ্জা? আমি তো আর দেখবো না, নাচলে মাই শুধু দেখবে—মা তুমি গাও—

[রেবা গাহিতে লাগিল এবং সঙ্গে ভাববিভোরা আনার নৃত্য করিতে লাগিল।

ভজন—গীত

আমি গিরিধারী মন্দিরে নাচিব
ছন্দ পুষ্পাঞ্জলী ডারিব চরণে
নাচিয়া হরি-প্রেম যাচিব॥
প্রেম-প্রীতির বাঁধিব নুপুর
রূপের বসনে আমি সাজিব
কৃষ্ণ নামাবলি অঙ্গে ভুষণ করি
আরতি নৃত্যে আমি মাতিব॥

জীবনে মরণের করতাল, ঝঙ্কার (বাজিবে বাজিবে)
বাজিবে মৃদঙ্গ অনাহত ওঙ্কার
পাষাণের ঘুম আমি ভাঙিব রাণাজি
হরিরে মীরার রঙে রাঙিব ॥

[আনার তখনও নাচিয়া চলিয়াছে ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

রাজকক্ষ ।

[দৌলত খাঁ ও হোসেন বেগ মদ খাইতেছে । ৩টী ৪টী করিয়া বাইজী লইয়া এক একজন ওমরাহ বসিয়া আমোদ, গল্প, গান করে, এক একটী দল গানের এক এক চরণ গায় আর একজন গানেই তার জবাব দেয়—ধীরে ধীরে এক একজন ওঠে, আর একজন তার সঙ্গ নেয় ; তারপর চলে নৃত্য ।]

বাইজীদের গীত

গোলাপী-লাল শিরাজী ঢাল—শিরাজী ঢাল ।
পিয়ালা দে পিয়াসীকে—পিয়ালা দে দে দে
আনার-দানার মত সরমে রাঙুক গাল ॥
ভুলি বুলবুলি গুলিস্তান
আসি এ জলস্রোতে গাহুক গান
বুকে বুকে ব্যাকুল সুখে বাজুক নূপুরের তাল
নূপুরের তাল ॥

[নেপথ্যে সম্রাট ডাক দিলেন দৌলত খাঁ।]

দৌলত—এই এই হুজুর এসেছেন।

বেগ—জোরসে চালাও।

দৌলত—না না এ আওয়াজে যেন ছুরি শান দেওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, কচ্‌র কচ্‌, কচ্‌র কচ্‌; তোরা চুপ কর।

সম্রাটের প্রবেশ।

জাহাঙ্গীর—এ সব কি? অপদার্থ, দূর কর সব জঞ্জাল—ও কে, ও কে, হোসেন! ও কেন এখানে? ওকে দেখলে আমার বুক জ্বলে ওঠে, আমার বুকে ফিনকি দিয়ে খস্রুর চোখের রক্ত ছুটে যায়, ও কেন? ওকে দূর ক'র, ওকে দূর ক'র—

[বেগ ও অন্যান্য সকলে চলিয়া গেল।

দৌলত—সেই জ্বালা ভোলাতেই তো হুজুর এ সব আয়োজন করেছিলাম! যত আগুনই বুকে জ্বলুক, ঐ সুন্দরীদের রূপ সুধায় সব নিভে যায়, আপনার বুকের হাহাকার ঢাকতেই তো ঐ গানের তরঙ্গ তুলে দিয়ে ছিলাম শাহনশাহ।

জাহাঙ্গীর—না না ও রূপ আমার জ্বালা নেভায় না, রূপ—মানুষের রূপ আমার কাছে আগুণ হয়ে দেখা দেয়, সরাব সরাব—দাও। আমার বুকের জ্বালা মেটাতে পারে স্বর্গের এই এই রক্তাভ অমৃতধারা—সরাব আন।

[দৌলত সরাব দিল ও সম্রাট পান করিল।

দৌলত—আর এক পেয়ালা খান হুজুর, একেবারে কাশ্মীর থেকে আনা—টাট্‌কা, কোন ক্ষতি হবে না, খান (সম্রাট দিল এবং দৌলত খাইল) আর একটু নিন হুজুর। (দিল ও খাইল)

জাহাঙ্গীর—আঃ তোমার মত বন্ধু আর আমার কেউ নাই। এমন অমৃত, এ রকম হাসি মুখে তুলে দিতে পারে ক'জন —হাঃ হাঃ— আচ্ছা দৌলত, মেয়ে মানুষ বশ হয় কিসে জান?

দৌলত—নিশ্চয় জানি হুজুর। ঐ কারবার করতে করতেই তো চুল পাকিয়েছি আপনার বাবার আমলে—

জাহাঙ্গীর—আঃ, বাবার আমলে মদ আর মেয়ে মানুষের কি ব্যবস্থা করেছিলে তা না হয় ছেলেকে নাই বল্লে। বরং পারতো আমার একটা ব্যবস্থা কর—আর সে ব্যবস্থা খস্রু, খুরম্ পারভেজ সকলকে হাসতে হাসতে শিখিয়ে দাও হাঃ হাঃ তোমরা গুণী কিনা—

দৌলত—হুজুরের মেহেরবাণি, এই মেয়ে মানুষ বশ করার সোজা উপায় হচ্ছে বেটা মানুষ সাজা। চুলটি আচড়ে, রেশমী আর তাঁতের হাওয়াই ওড়নায় গা ঢেকে, ঢল ঢল নয়নে মেয়েদের কাছে এগিয়ে গেলে ওরা হাসে; ওদের কাছে যেতে হবে চওড়া ছাতির বহর নিয়ে। বসনে ভূষণে রমণীকে বশ করবার চেষ্টা না করে শাসনে আর শক্তিতে তাদের বশ করাই সহজ।

জাহাঙ্গীর—সত্যি—

দৌলত—হ্যাঁ জাঁহাপানা আপনি যাবেন এগিয়ে, সেও আসবে কিন্তু হাঁ করে তাকে গিলবেন না, একটু উপেক্ষার অভিনয়ে, তাকে বড়শীতে গেঁথে খেলিয়ে নেবেন। খেলাতে খেলাতে যেমনি পড়বে এলিয়ে, টেনে তুলবেন, দেখবেন মাছ আপনার মুঠোর মধ্যে—

জাহাঙ্গীর—বাঃ বাঃ, চমৎকার—কিন্তু এমন মাছও আছে দৌলত, যাকে

খেলাতে গেলে মাছ ধরণেওয়ালা নিজেই উল্টে ঐ জলে হাবুডুবু খাবে; সে রকম মাছ তুমি খেলাওনি, তুমি জান না। বেগ কোথায় গেল দৌলত খাঁ—

দৌলত—কাছেই আছে হুজুর ডাক্‌বো?

জাহাঙ্গীর—ডাকতো।

[দৌলত চলিয়া যায়—সম্রাট মদ্যপান করিতেই থাকেন।

দৌলতের সহিত বেগ পুনঃ প্রবেশ করে।

জাহাঙ্গীর—এই যে বেগ তুমি না আমার ভাই খুবুর সঙ্গে বর্দ্ধমান? গিয়েছিলে?

বেগ—হুজুর মেহেরবান—

জাহাঙ্গীর—যখন সের সাফগান তাকে আক্রমণ করে, তুমিই তাকে হত্যা করলে, না?

বেগ—হুজুর—

জাহাঙ্গীর—তুমিই আবুল ফজলের বুকে ছুরি বসিযেচ—

বেগ—হুজুর বহুত ইনাম পেয়েছিলাম!

জাহাঙ্গীর—নিজের ধর্ম্মের জন্য. তুমি সে খুন করেছিলে, না? আবুল ফজল পিতাকে ধর্ম্মদ্রোহী করেছিলেন—হ্যাঁ, তোমার ইনাম পাওয়া উচিত ছিল। তারপর তুমিই সে দিন খশ্রুর চোখ উপড়ে ফেললে, না? (বেগ নীরব)

তোমারও লজ্জা, হাঃ হাঃ হাঃ, আর আজ যদি বলি—তুমি এক দিনে কটা খুন করতে পার বেগ—

বেগ—জাঁহাপনা,—

জাহাঙ্গীর—প্রতি খুনে যদি তোমায় এক লাখ করে স্বর্ণ মুদ্রা দিই, বল?

বেগ—জাঁহাপনা, দুটো, চারটে, পাঁচটা, দশটা, পারি জাঁহাপনা—

জাহাঙ্গীর—ভাল, এই মূহুর্ত্তে পার ঐ দৌলতকে খুন কর্ত্তে ?

দৌলত—[ভীতভাবে] হুজুর—মেহেরবান

জাহাঙ্গীর—হাঃ, হাঃ, জীবনে এত ভয় ! আচ্ছা পার, পার আমাকে—না আগে ঐ খস্রু ঐ খুরম, ঐ পারভেজ, ঐ সেরিয়ার, ঐ জাহান্দার, ঐ রেবা, ঐ জামাল, ওদের সকলকে খুন করে শেষে আমাকে, না—না—আর একজন, আর একজন, ঐ মেহের উন্নিসা—আমাকে আর মেহেরকে একসঙ্গে খুন করে, এক সঙ্গে কবর দিতে পার ? (নীরব) পার না—অপদার্থ, তবে যাও, যাও, না-না আমি, আমি যাই এ বিলাস কক্ষ আমার অসহ্য এতে জ্বালা—জ্বালা ।

সরিফখাঁর প্রবেশ ।

শরিফ—সম্রাট !

জাহাঙ্গীর—কে বন্ধু ?

শরিফ—বন্ধু নই সম্রাট, আমি বাদসাহের কর্ম্মচারী । বন্ধু হলে তার কথা তুমি রাখতে, কিন্তু কর্ম্মচারীর প্রার্থনা বলেই সম্রাট তা মঞ্জুর করেন নি (নীরব) চুপ করে রইলে কেন জাহাঙ্গীর ! বন্ধুত্বের যে মর্য্যাদা তুমি আমায় দিয়েছ, মোগল মসনদের কোন আমীর তা পায়নি, এ আমার আশাতীত সৌভাগ্য কিন্তু বিনিময়ে কি আমি তোমায় দিলাম, কি মঙ্গল আমি তোমার করলাম, রাজা, প্রজা, শাসন সব ভুলে আজ এক নারীর বিরহে এই যে তোমার বুকে আগুন তা নেভাতে আমি পারলাম কই—

জাহাঙ্গীর—পার, পার বন্ধু! সে তুমিই পার, আমার সে আগুণ নিভিয়ে দাও, নয়তো দাও আমাকে মৃত্যু।

শরিফ—তবে, কি শক্তি দিয়ে সম্রাটের পিপাসা মেটাব?

জাহাঙ্গীর—না না—ভারত সম্রাট হীন কামুক নয়, তা যদি হতো ভারত সম্রাটের বুকে আগুণের তাতও লাগতো না, তুমি আমার শান্তি এনে দাও, খোদার আশীর্ব্বাদে আমার ভুলিয়ে রাখ।

শরিফ—চল সম্রাট মসজিদে যাই, খোদার করুণায় তুমি শান্তি পাবে চল। [উভয়ের প্রস্থান।

দৌলত—বাপ গলাটা নেহাৎ বরাৎ জোরে বেঁচে গেছে—

বেগ—উঃ

দৌলত—উঃ! তোমার তো পোয়াবার, কচ করে গলাটা কেটে নিলেই—পাঁচ লাখ আসরফি। বাঃ তোফা, এক এক গলায় ছুরি দাও থলে ভরে আসরফি নাও, বাঃ কিন্তু আমি-তা-চাই না—আমি দেখবো কার গলা কে কাটে। থাল কেটে কুমীর ঘরে ঢুকিয়েছি—ব'লে ক'য়ে ঐ মেহের উন্নিসাকে আনিয়েছি; এখন চলুক বিরহ এদিকে অহরহ, লুণ্ঠন। খুরমকে তাতিয়ে নিয়ে—মালিক অম্বরকে জুটিয়ে আমি আগুণ জ্বালাব—তখন আমি হব মন্ত্রী, আর বন্ধু, তুমি হবে সেনাপতি। হাঃ হাঃ।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাসাদ—অলিন্দ।

[অত্যন্ত সঙ্গোপনে খুরমের প্রবেশ—সঙ্গে তার সৈনিক—খুরম নিজে অঙ্গরাখা হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া সৈনিকের হাতে দেয়।]

খুরম—এখনই—বলিস উত্তর আমার আজই চাই--

সৈনিক—যো হুকুম শাহজাদা।

[প্রস্থানোদ্যত এমন সময় সম্মুখে দেখা যায় পারভেজ।

পারভেজ—সাবধান সৈনিক ও পত্র আমায় দাও—

খুরম—কখন না।

[সৈনিকের হাত হইতে পত্র লইয়া বলিল

ও চিঠি আমি তোমায় দেখতে দেবো না।

পারভেজ—আমায় মনে হয় ও চিঠি কোন বিদ্রোহের সূচনা কচ্ছে।

খুরম—পারভেজ, পত্রে কোন বিদ্রোহের ইঙ্গিত নেই—এ পত্র অন্যের।

পারভেজ—কিন্তু সন্দেহ যখন আমার মনে জেগেছে, পত্র আমি দেখতে চাই, ও পত্র তোমায় দিতে হবে শাহাজাদা।

খুরম—না—খুরম তার ছোট ভাইয়ের রক্তচক্ষুকে ভয় করে না।

পারভেজ—কিন্তু ছোট ভাইয়ের অনুরোধের অন্তরালে যদি থাকে রাজার আদেশ।

খুরম—তা হলেও এ পত্র আমি কাউকে দেখাতে পারি না।

পারভেজ—তোমায় দেখাতেই হবে।

খুরম—মূহুর্ত্তের জন্যও না। [চলিয়া যাইতে উদ্যত।

পারভেজ—শাহাজাদা খুরম পত্র না পেলে এখনই আমি পিতাকে আহ্বান করবো—

খুরম—আমি তার অপেক্ষা রাখি না। [প্রস্থানোদ্যত।

পারভেজ—শাহাজাদা। (তরবারি দিয়া বাধা প্রদান)

জেহানারের প্রবেশ।

জেহান—একি তোমরা লড়াই কচ্ছো। যুদ্ধ শিখছো বুঝি, আমিও শিখবো—বড় হয়ে বাইরে লড়তে হবে কিনা—তাই আগে আমরা নিজেরা নিজেরা লড়াই লড়াই খেলা করবো।

সাহেব জামালের প্রবেশ।

জামাল—ঐ খেলার মধ্যে ভাবি রাজ্যলিপ্সার অনলের স্ফুরণ দেখতে পাওয়া যায়। পারভেজ একি! জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে তোমার এ আচরণ কি তোমার বড়মার উপদেশ ?

পারভেজ—বড়মার কথা তুমি বল না, তাঁর উপদেশ কোন ছোট কাজে মন না চায় না।

জামাল—তবে একি ?

খুরম—আমার এক গোপন পত্র পারভেজ দেখতে চায়, আমাকে বিদ্রোহী ব'লে সন্দেহ ক'রে—আমায় অপমান করে।

পারভেজ—কিন্তু সম্রাটের আদেশ—

জামাল—তোমার অধর্ম্ম হতে পারে, কিন্তু ভারতের ভাবী যুবরাজের, সিংহাসনের ভাবী অধিকারীর এ ধর্ম্ম। পিতা যদি অন্যায়ের পর অন্যায় আচরণ করেন, নিজে রাজকার্য্যে উদাসীন থাকেন, আর সেই সুযোগে বাইরের শত্রু এসে রাজ্যের চারদিকে হানা দেয় তবে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য—পিতৃপিতামহের ঐ সিংহাসন

অটুট রাখার জন্য সেই সিংহাসনের ভাবি অধিকারের শৌর্য্য সঞ্চয় বিদ্রোহ নয়।

পারভেজ—কিন্তু গোপনে কোন শত্রুর সঙ্গে পত্র বিনিময়—

জামাল—অসম্ভব! ভারতের ভাবী সম্রাট তত হীন হতে পারে না—পারে কি খুরম? আমি যদি বলি ও পত্র আমায় দাও—দিতে পার না? আমি যদি আদেশ করি—

খুরম—(ভাবিতে লাগিল)

জেহান—দাদা তুমি দিয়ে দাও, ছোট মা আদেশ করেছেন, বড়মা বলেন মার কথা আগে শুনতে হয় (পারভেজের কাছে গিয়া) কি যেন ভাইয়া "জননী জন্মভূমি"--স্বর্গের চেয়েও বড় না মা?

জামাল—দিদি তোকে একথাও শিখিয়েছে জেহান। আমার কথা শুনতে, আমাকে ভালবাসতে?

জেহান—হ্যাঁ, দাদাকে বড়মা কত বকেন, না দাদা। দাদা তবু তোমার কথা শোনে না। কিন্তু এবার শুনবে। এই দেখনা বড়মা আমায় কেমন পোষাক দিয়েছে, এই তলোয়ার—আমি বড় হ'য়ে ঠিক ভাইকে অমনি করে ভয় দেখাব যেমন ভাইয়া দাদাকে দেখাচ্ছে না মা?

জামাল—না বাবা ছিঃ ওযে দাদা, ওযে ভাই—একই রক্তে, একই বুকে, একই কোলে মানুষ হয়ে উঠেছিস। একই স্তন্য ধারায়—একই উষ্ণ চুম্বনে তোরা বড় হয়েছিস তাকি করতে হয়? খুরম দেখি চিঠি— (খুরম পত্র দিল)

জামাল—(পত্র পড়িয়া) ও—এতো ভালো কথা এই দেখ পারভেজ খুরম মনের কথা বলতে জানে। বাহু সুন্দর মেয়ে, ভাল মেয়ে, তাকে সে পেতে চায়, তাই আসফ খাঁর অনুমতি চেয়েছে,

এতে তার অপরাধ কি ? বুকের কথা লুকিয়ে রেখে উপরে ভণ্ডামীর খোলস পরে যারা দুনিয়ায় ঘোরে তারা কি মানুষ ? ঐ সম্রাট ভাল তিনি বাসতেন ঐ মেহেরকে অথচ সংযমী পুরুষের আদর্শ দেখাতে এ আবরণের তাঁর কি দরকার—দুনিয়ার সবচেয়ে হতভাগা তারা, যারা আদর্শের পিছনে ঘুরে বেড়াল। জীবনভোর তারা শুধু ঠকেই গেল—কিছু পেল না। চল খুরম এ চিঠি আমি নিজেই আসফ খাঁকে পাঠাব, আমি সম্রাটকে বলবো তারপর—আয় জাহান।

[জাহান ও খুরমকে লইয়া চলিয়া যাইতেছিল।

জেহান—মা ভাইয়া (পরভেজকে দেখাইল)

জামাল—ওর আমার উপর রাগ, আমার কাছে তো আসতে চায় না, পেটেই ধরেছি নইলে ওর সব কিছু তোর বড়মা—

খুরম—কেন তুমি এমন বল মা। পারভেজ, চিঠি তো বিদ্রোহের নয় তবে কিসের রাগ ভাই, চল আজ মার ঘরে এক সঙ্গে আমরা—

জেহান—আর বড়মা ?

জামাল—সে ঘরে এলে তলোয়ার দিয়ে তুই তাকে দূর করে দিতে পারবি না ?

জেহান—না—না—না।

জামাল— দিতেই হবে আমি যে মা স্বর্গের চেয়ে বড়।

[হাসিতে হাসিতে জেহানকে কোলে লইয়া অন্যান্য সহ প্রস্থান—

পঞ্চম দৃশ্য ।

মেহেরের অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের একাংশ ।

[বাহির হইতে ভাসিয়া আসে এক করুণ সঙ্গীত-ধারা, মনে হয় যেন অন্ধ শত্রুর প্রাণের কান্নায় সে স্বর ভরা উদ্যানের প্রাচীর ধরিয়া ধরিয়া ঘোরে একব্যক্তি—দরবেশের মতন সাম্যরূপ তাঁর। কালো একখানি উত্তরীয়ে দেহবসন ঢাকা, সে গোপনেই পা ফেলিয়া পদচারণ করিতেছে। সহসা দুই তরুণীর কলকণ্ঠ, দুজনের হাতে দুটী পায়রা ছট্‌ফট্ করে—সঙ্গে সঙ্গে বানু লয়লাও হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে। সহসা সম্মুখে তারা দেখে অপরিচিত পুরুষ।

বানু—কে? তুমি কে?

জাহাঙ্গীর—আমি? আমাকে তোমরা চেন না? কখন দেখনি?

লয়লা—না—তো—

জাহাঙ্গীর—আমি—আমি একজন বিদেশী পথিক—একজন দরবেশ।

বানু—দরবেশ। এখানে এই জেনানা মহলের পাশের বাগানে তুমি কি করছো? তুমি নিশ্চয়ই চোর, দস্যু, শত্রু।

জাহাঙ্গীর—সত্যই আমি চোর, আমি দস্যু, আমি শত্রু। আমার পেশা দস্যুতা কিন্তু তোমাদের ভয় নেই, তোমরা যখন সজাগ তখন চুরিও করতে পারবো না, করলে পালাতেও পারবো না, আর দস্যুতা? তোমরা যে আমাকে আগেই বেঁধে ফেলেছ মা? আমি হাত দেখতে জানি, বলে দিতে পারি তোমরা কে।

[লয়লা কাছে আসে এবং কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া হাত দেখায়।

লয়লা—বলে দিতে পার? সত্যি এ বড় মজা বলতো।

জাহাঙ্গীর—সেই মুখ, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই আকৃতি, চোখে সে যেন লুকিয়ে রয়েছে, চমৎকার!

লয়লা—তুমি কি বলছো—

জাহাঙ্গীর—মন্তর পড়ছি, দাঁড়াও গুণতে হবে তো—

বানু—তুই চলে আয় লয়লা ও যাদুকর—

জাহাঙ্গীর—হাঃ হাঃ যাদুকর কিন্তু আমি নিজেই যে যাদুর মায়ায় জড়িয়ে গেছি। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার বাবা তো আসফ খাঁ—

বানু—দরবেশ—

জাহাঙ্গীর—আর আর তোমার নাম—তোমার নাম মেহের, না?

লয়লা—হলনা, হলনা মেহের তো আমার মার নাম আমার নাম লয়লা—

জাহাঙ্গীর—হ্যাঁ ভুল হয়েছে তেমনই হাতের গড়ন কিনা; তা তোমার মার অসুখ হয়েছিল না?

লয়লা—হ্যাঁ, এখনও সারে নি—?

জাহাঙ্গীর—সারতে পারে যদি এই আংটীটা তাঁকে পরিয়ে দাও আর এই তাবিজটা তাঁর গলায়—

বানু—এই হার?

জাহাঙ্গীর—এটাও যে থাকা চাই—

বানু—এ তো জড়োয়া হার অনেক দাম।

জাহাঙ্গীর—হোক, খোদার দেওয়া কিনা, ওর দামের কথা ভাবতে নেই তবে আমি যাই (ফিরিয়া) তোমার মা এখন ভাল আছেন তো? হাটতে পারেন?

লয়লা—হ্যাঁ—

জাহাঙ্গীর—প্রাসাদের ছাদে, এই বাগানে, আসেন? কখন আসেন? একা আসেন কি? পারেন একা আসতে?

বানু—না, তিনি বাহিরে আসা পছন্দ করেন না, রাত্রে জ্যোৎস্না থাকলেও তাঁর নাকি ঠাণ্ডার ভয় করে। আমি কিন্তু তা পারিনা, এই জোছনা যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, মনে হয়, মরে গেলেও যেন আমি তাকে ভুলতে পারব না, মনে হয়, সাদা ধবধবে পাথরে হবে আমার কবর—তার ওপর ছড়িয়ে পড়বে সাদা ধবধবে চাঁদনি, সে কী সুন্দর! সে কী মিষ্টি—

জাহাঙ্গীর—চমৎকার, চমৎকার, বালিকা, ঐটুকু বুকে এই আকাঙ্ক্ষা, এ পবিত্রতা, চমৎকার; আমি আশীর্ব্বাদ করি মা, তোমার পরিপূর্ণ আয়ুভোগ করে যেদিন তুমি দুনিয়ার পারে যাবে সেদিন, তোমায় যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে, সে যেন তোমার দেহ ঢেকে সাদা পাথরের মায়া জাগিয়ে তোলে, তাতে যেন পূর্ণিমার চাঁদ ঠিকরে তোমার অঙ্গ জড়িয়ে হাসতে থাকে আমি চলি মা—(যাইতে যাইতে ফিরিয়া) হ্যাঁ, লয়লা, তোমার মাকে দরবেশের তাবিজ আর এই আংটী দিও। যাও তোমরাও ভেতরে যাও— [বালিকাদের প্রস্থান।

কিন্তু কি সুন্দর ঐ বানু, চমৎকার, মনে হয় যেন একখানি মূর্ত্তিমতি ছন্দ— [প্রস্থান।

[জাহাঙ্গীর আর একবার সতৃষ্ণ নয়নে গৃহ পানে তাকাইয়া চলিয়া যায়—দুরাগত সেই বংশীধ্বনি তখন ভাসিয়া আসে সহসা প্রবেশ করে মেহের, লয়লা ও বানু।

মেহের—কই কই সে? কে তোদের আংটী দিল, কেন সে?

লয়লা—কোথায়! এই যে ছিল।

বানু—কোথায়! এই দরবেশ—

মেহের—দরবেশ? কোথায় পাবে এ আংটী? কে সে জিজ্ঞাসা করবে আমার কথা? আমার অসুখ তাতে তার কি? সে কেন আসে, কেন দেয় আংটি, কেন দেয় তাবিজ।

বানু—ঐ ঐ যে দরবেশ— (দৃষ্টি তাহার তখন বাহিরে)

মেহের—ডাক্ ডাক্।

বানু—(বাহিরের দিকে তাকাইয়া উচ্চৈস্বরে ডাকে) দরবেশ, দরবেশ!

মেহের—না না ডাকিস না, কি দরকার? কেন তার সঙ্গে তোরা কথা বল্লি। কেন তাকে ডাকলি? সে কে আমার? এখানে সে এল কেমন করে? এল কেন, এল কেন।

জাহাঙ্গীরের প্রবেশ।

জাহাঙ্গীর—খোদার আশীর্ব্বাদ তোমার কাছে পৌছে দিতে মেহের, তোমরা যাও মা রাত্রি হয়েছে—

মেহের—না, তোরা যাস্নে, [একটু ভাবিয়া] আচ্ছা যা।

(বানু ও লয়লার প্রস্থান)

কেন তুমি আস, তুমি কেন এসব কর—

জাহাঙ্গীর—মেহেরের জন্য সেলিমের কোন কাজ, হয়তো তোমার চক্ষে অপরাধ কিন্তু আমি রাজা! প্রজার জন্য।

মেহের—না আমি তোমার প্রজা নই।

জাহাঙ্গীর—বেশ, মানুষের জন্য। তার ভালর জন্য।

মেহের—ভাল; কি ভাল তুমি আমার করেছ—কৈশোরের একটি সরলা বালিকার বুকে যৌবনের অনাগত বাণী শুনিয়ে, তাকে মুগ্ধ ক'রে পথের ধুলোয় ফেলে দিয়েছ—তারপর সে যখন সে

ধুলো ঝেড়ে আর একজনের হাত ধ'রে তার সুখের সংসার গড়ে তুল্লে; তখন তার সেই সংসারের সাথীটীকে মূহুর্ত্তের ঈঙ্গিতে দুনিয়ার পারে পাঠিয়ে দিয়ে, স্বামীহীনা নিরাশ্রয়াকে টেনে এনে—ঐশ্বর্য্য, সম্ভোগ, সুখ, শান্তি বিলাস-লালসায় ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে, এইতো আমার ভাল?

জাহাঙ্গীর—মেহের, এত কঠিন হয়োনা মেহের, এতবড় আঘাত তুমি আমায় দিও না। আজ চার বছর দিনের পর রাত, রাতের পর দিন আমি শুধু তোমার স্মৃতিপূজা করেছি, প্রতিদানে কিছু চাইনি—চাইনি দেহ, চাইনি তোমার প্রেম, চাইনি তোমার কামনা, বিনিময়ে চেয়েছি শুধু ক্ষণিকের করুণা, শুধু কৈশোরের সেই ভালবাসা—আমায় তুমি তাই দাও মেহের আমি তোমার দ্বারে ভিক্ষু।

মেহের—তাই শাহনশাহ বাদশাহের এ গোপন নৈশ বিহার? তাই বিধবার প্রতি এ করুনার ভান? ভারত সম্রাটের এক দীন প্রজা নির্ব্বিরোধে তার স্বামীর অতীত স্মৃতি নিয়ে তাঁরই পূজা করতে চায়, তাকে চঞ্চল ক'রো না, তাকে দুর্ব্বল ক'রো না, তাকে পাপের পথে টেনে এনোনা, তুমি যাও—তুমি যাও—

জাহাঙ্গীর—যাই, যাই, আমি যাই মেহের—তুমি সুখী হও, তুমি শান্তি পাও শান্তি পাও।

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান।

মেহের—শান্তি—সুখ—ওঃ পাষাণ কঠোর, নির্ম্মম, তুমি আমার কি করেছ—কি করেছ; তোমার সেবা, তোমার প্রেম, নিত্য নিয়ত আমায় তোমার কাছে টানে, তোমায় বুভুক্ষু আত্মার তীব্র আর্ত্তনাদ আমার মনের কোণায় এসে ছট ফট করে,

আর আমি আমার স্বামীকে খুঁজে পাই না—এ তুমি কী করেছ, এ তুমি কী করেছ—

খলিফা আবদুল নেব্বি, সরিফ খাঁ ও রেবার প্রবেশ।

রেবা—বোন মেহের।

মেহের—কে মহারাণী, সম্রাজ্ঞী।

রেবা—কান্না কেন মেহের?

মেহের—না না কাঁদিনিত, আপনার ব্যবহার, আপনার আদর্শে আমি সুখেই আছি বেগম সাহেবা।

রেবা—কোথায় সুখ বোন্, আমিও নারী, আমার বুকের মাঝেও ঝড় ওঠে, তাই তোর ও বুকের ঝড় কোন বাদলের সাড়া জাগায় আমি তা জানি।

সরিফ—আমরাও তা বুঝি মা, কিন্তু আজ সে বিচার করতে আমরা আসিনি। ভারত সম্রাটের শ্রেষ্ঠ বন্ধু আমি, আর ভারত সম্রাটের প্রধানা মহিষী রেবাবাঈ, দুজনে এসেছি আমাদের পূজনীয় খলিফা আব্দুল নেব্বিকে নিয়ে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে। আমাদের ভিক্ষা দাও।

মেহের—ভিক্ষা! আমি ভিখারিণী নিরাশ্রয়া স্বামীহারা, আমি কি ভিক্ষা দেবো?

খলিফা—একদিন তোমার হাতে সমগ্র ভারত যে ভিক্ষা পাবার আশায় উন্মুখ হয়ে দাড়িয়ে আছে মা, তুমি ভিখারিণী?

রেবা—ভিক্ষা আমি চাইব বোন। আমার স্বামীকে আমায় ভিক্ষা দাও।

মেহের—আপনার স্বামীকে? একি ভুল মহারাণী, আপনি আমায় এ কলঙ্ক দেবেন না।

রেবা—কলঙ্ক দেওয়া যে নারীর ধর্ম্ম বোন—আমি স্বামী চাইনি. আমি তাঁর প্রাণ চেয়েছি, কেন জান ? নিজের সুখের জন্য নয়—নিজের সুখের জন্য হলে নারী তার পত্নীত্বের বিনিময়ে, তার প্রেমের বিনিময়ে কোন ভিক্ষাই চাইত না। আমার স্বামীর প্রাণ দাও। বিনিময়ে তার প্রেম তাঁর উন্মুখ বাসনা, তাঁর দুর্ব্বার কামনাকে তৃপ্তকর মেহের।

মেহের—মহারাণী—

রেবা—হ্যাঁ মেহের—আমি আমার সুখ, স্বামীর প্রেম, পুত্রের শান্তি, এ সবের চেয়ে বড় বলে মনে করি—ঐ ভারতের অসংখ্য প্রজার কল্যান।

সরিফ—আজ ভারত সম্রাট উদাসীন। বিরহের অন্তর্জ্জালায় সে সোনার মূর্ত্তি আজ কালো হয়ে উঠেছে, অভিষেকের পর থেকে সম্রাট দৈনিক একবার সরাব খেতেন, এখন নিরন্তর সরাবের ঢেউ বয়ে যায়। বিলাসী সম্রাট আজ এক বৈরাগীর মন্ত্র নিয়েছেন। রাজকার্য্য দেখেন না—তাঁর জগৎ বিখ্যাত বিচার গৌরব আজ ম্লান। দেশে দুর্ভিক্ষ, অনাচার, অনাটন; মা—মা—আজ তাকে রক্ষা কর মা—রক্ষা কর।

রেবা—আমরা পারিনি, আমাদের প্রেম অর্দ্ধেক দিয়েছি কোন এক অজানা ঈশ্বরের পায়, আর বাকী অর্দ্ধেক স্বামীকে, তাই তিনি তৃপ্ত নন, কিন্তু তিনি জানেন আশৈশবের সঙ্গিনী তুমি, তোমার প্রেম পরিপূর্ণভাবে তাকেই দেবে, কার্পণ্য করবেনা, দৈন্য আনবে না—তাই আমার স্বামী আজ তোমার জন্য পাগল।

সরিফ—অথচ মা তাঁর সে উন্মাদনায় কামনার গ্লানি নেই, সে সংযত প্রেমে তোমায় দান করেই যায়, প্রতিদান চায় না—

মেহের—কিন্তু আমি,—আমি যে বিধবা।

খলিফা—আমাদের ধর্ম্ম—

রেবা—ধর্ম্ম—ধর্ম্মের নামে আচরণের জটিলতাকে মেটাবার চেষ্টা করোনা দিদি। ধর্ম্ম আমাদের সেই নারী ধর্ম্ম, সেখানে যদি তুমি বেসে থাক ভাল ঐ সম্রাটকে তবে হৃদয়কে বঞ্চিত করে সে বঞ্চনার আঘাত, অন্তরের সে হাহাকার তুমি সমগ্র ভারতের প্রজার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিওনা দিদি, নিজের একটু ক্ষতি, একটু লজ্জা, একটু সঙ্কোচ, একটু পাপে, যদি আজ ভারত রক্ষা পায়, তবে প্রজার কল্যাণের জন্য এ পাপ তোমার পাপ নয় বোন—এ তোমার পুণ্য, এ লজ্জা তোমার লজ্জা নয়—এ তোমার গৌরব।

সরিফ—ভারতের সাম্রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে আসুক মা, ভারত সম্রাটের বৈরাগ্যের ঝোলা কেড়ে নিয়ে তাঁর হাতে ভোগের থালা তুমি তুলে দাও। ভোগে আসুক আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষায় জাগুক শৌর্য্য, শৌর্য্যে জাগুক আবার ভারতের দীপ্ত প্রতিভা। মা, মা ভারতকে রক্ষা কর মা, সম্রাটের আবাল্য বন্ধু সরিফ খাঁ আজ প্রার্থনা করে—ভারতকে রক্ষা কর সম্রাজ্ঞী।

রেবা—নাও বোন আমার স্বামীকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি, তুমি হাসি মুখে তাঁকে নাও, বোন, তাঁকে বাঁচাও।

মেহের—ভারত সম্রাজ্ঞী রেবাবাঈ তুমি কি দেবী না মানবী।

শরিফ—দেবী—হে ভারতের অনাগত সৌভাগ্যের রক্ষাকর্ত্রী, রেবাবাঈ

দেবী। তিনি তাঁর ত্যাগে আজ তোমার ভোগের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন—স্বামীর জন্য, ভারতের জন্য, প্রজার জন্য। আশীর্ব্বাদ কর মা তাঁর ত্যাগ আর তোমার ভোগ, তাঁর ভক্তি আর তোমার শক্তি, ভারতকে নুতন পথে এগিয়ে নিয়ে যাক—ভারত সম্রাট জয়যুক্ত হোক। আমরাও উচ্চকণ্ঠে বলি—ভারত সম্রাট ও ভারত সম্রাজ্ঞীর জয়!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আগ্রা দরবার।

সিংহাসনে জাহাঙ্গীর।

পশ্চাতে অন্তরালে নুরজাহানের গোপন আসনের আভাষ পাওয়া যায় সামনে পর্দা। সভায়—শরিফ, আসফ মহবৎ প্রভৃতি সভাসদগণ এবং সম্মুখে বৈদেশিক দূত টমাস রো, অপর পার্শ্বে সচকিত খুরম; সকলেই উন্মুখ ও উৎকর্ণ, সনন্দপাঠ হইতেছে।

সরিফ খাঁ—অগণিত ভারতবাসীর কল্যাণ কামনায়, শিল্প শিক্ষা দানার্থে, দরিদ্র আতুরের সেবায় রাজভাণ্ডারের অপরিমিত দানে, চৌর্য্য, লাম্পট্য ও মদ্যপান নিবারণে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, পথকষ্ট প্রভৃতি দুঃখ প্রশমনে ভারতে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠাই মহামহিম ভারত সম্রাটের একান্ত কাম্য। সেই হেতু সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের সুচিন্তিত এই মহার্ঘ দ্বাদশটী নীতি অদ্য হইতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্য বিধিবদ্ধভাবে প্রবর্ত্তিত হইল।

সকলে—সম্রাট—প্রজাবৎসল মহানুভব--

জাহাঙ্গীর—প্রজার শান্তি কামনা রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ঐ যে প্রবর্ত্তিত নীতি, ঐ যে রাজকীয় ঘোষণা, এর গৌরব আমার নয়। প্রজার দুঃখ কাতর অন্তরের আর্ত্ত হাহাকার যাঁর মাতৃ হৃদয়ের তট দেশ স্পর্শ করেছে, এ সেই দয়াময়ী মহিমাময়ী মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যমণি, ঐ নুরজাহানেরই প্রাপ্য—।

(খুরম বিস্মিত দৃষ্টি লইয়া তাকায়)

অকর্ম্মণ্য বিলাসী স্নেহ দুর্ব্বল উদাসীন ভারত সম্রাট

জাহাঙ্গীরের সমস্ত দুর্ব্বলতা, সমস্ত জড়তা, সমস্ত অক্ষমতাকে আপন শক্তি, আপন দৃঢ়তা, আপন অপূর্ব্ব বুদ্ধি প্রতিভায় যেন আজ ন্যায়ের পথে—ধর্ম্মের পথে—শাসনের পথে পরিচালিত কর্চ্ছেন, সেই মহিমময়ী নারী নুরজাহান বেগমই আপনাদের তৃপ্তির জন্য এ বিধি নিয়মের প্রবর্ত্তন করেছেন। আপনারা সবাই জানেন, দীর্ঘ চার বৎসরের কঠোর সাধনায় আমি সক্ষম হয়েছি ঐ রাজলক্ষ্মীকে আমার ঘরে নিয়ে আসতে এবং আমারই আসনে বসাতে।

খুরম—পিতা—সম্রাট—

জাহাঙ্গীর—শাহাজাদা খুরম এ ভারত সাম্রাজ্যের বাদশাহী দরবার চপলতা এখানে ত্যজ্য। সভাসদগণ, বাইরের সিংহাসনে আপনারা দেখেছেন সম্রাট জাহাঙ্গীরকে, জাহাঙ্গীরের সিংহা-সনের মোহে নয়, জাহাঙ্গীর সেদিন তাঁর প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা মহিষীকে তার রাজ্যে নিয়ে এসেছিল, সে দিনই এ সিংহা-সন তুলে দিয়েছিল তাঁরই হাতে।

সরিফ—কিন্তু ভারতের অসংখ্য প্রজা, মোগল সিংহাসনে বাবর হুমায়ূনের বংশধর সাহনসাহ আকবরের পুত্রকেই দেখতে চায় বন্ধু—

রায়রায়ান—তাঁরা চায়না, যে সে আসনে ভারত সম্রাট অনুপস্থিত থাকেন।

আসফ—ভারতের প্রজা তাদের সম্রাটকে দেখবার জন্য উন্মুখ—

মহবৎ—সিংহাসনে সম্রাটকে না দেখলে তারা চঞ্চল হয়—

খুরম—তাঁরা বিদ্রোহ করতে চায়—

জাহাঙ্গীর—বিদ্রোহ—

খুরম—হ্যাঁ সম্রাট, ভারতের ঐ স্বর্ণ সিংহাসন, যা ঘিরে রয়েছে অযুত যুগের সঞ্চিত অভিশাপ, যা ঘিরে রয়েছে অজস্র রক্তের ধারা বর্ষণ, যা ঘিরে রয়েছে অলক্ষ্য তৃষ্ণিত আত্মার দীর্ঘশ্বাস, অনন্ত অন্তরের আর্ত্ত হাহাকার, সেই-সম-দম-ভেদ তিতিক্ষার চতুস্পদী আসনে এক কোমল চঞ্চল অবলা নারীকে দেখলে, তাদের শিরায় শিরায় স্বেচ্ছাচারের দুরন্ত তৃষ্ণা জেগে উঠবে!

জাহাঙ্গীর—খামোশ—

সরিফ—সম্রাট জাহাঙ্গীর তোমার বাল্য বন্ধুরও অভিমত শাহাজাদার উক্তি দুর্বিনিত হলেও মিথ্যা নয়। প্রজা চায় তার শাসক রূপে যে তাদের সামনে এসে দাড়াবে, সে হবে বজ্রের মত দৃঢ়—কুসুমের মত কোমল, সূর্য্যের মত প্রখর আবার চন্দনের মত স্নিগ্ধ। এই পরিপূর্ণ রাজরূপের সামনেই তাঁরা উচ্ছসিতকণ্ঠে বলতে চায় দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা—

জাহাঙ্গীর—এতো সত্য বন্ধু, তাই তাইতো বুদ্ধিমতি নারী, শ্রেষ্ঠ নুর-জাহান আমাকেই মোগল মসনদে বসিয়ে, অন্তরালে - এই আমারই পার্শ্বে আসন করে নিয়েছেন—প্রতি কার্য্যে প্রতি পদক্ষেপে শাসনের প্রতিটী অঙ্গে, বিচারের প্রতিটি সমস্যায়, আমাকে শক্তি দিতে তাঁর ইঙ্গিতে আমাকে পরিচালিত করতে—

খুরম—কিন্তু সম্রাট—

জাহাঙ্গীর—আজ তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর বিবাহ বাসরের মধুর স্মৃতি অটুট রাখতে পঞ্চাশ লক্ষ আসরফী দেশের বুভুক্ষিত নর-নারীর হাতে তুলে দেবার আয়োজন করেছেন—

সরিফ—সম্রাট করুণাময়—

জাহাঙ্গীর—না—না—এ করুণা—ঐ করুণাময়ীর আর, আর তাঁর ইঙ্গিত পেয়েই, আমি ভারতের সঙ্গে সমুদ্র মেথলার পরপারে অধিষ্ঠিত, ঐ—ঐ—এক শ্বেতশুভ্র পবিত্র উদীয়মান সভ্য জাতীর সঙ্গে আপন ঘনিষ্ঠতা করতে উদ্যত হয়েছি—বিদেশী বণিক স্যার টমাস রো—

টমাস রো—বাদশা জেহাঙ্গীর হামরা টুমার ভারোটবোর্ষের, এই ইণ্ডিয়ার গিয়ান, wisdom, culture, শিল্প ও wealth দেখে এমুন খুস হয়েছি যে সাগর পর হইয়ে আমরা টুমাদের এখানে বাণিজ্য—I mean—trade, trade করতে চায়—

জাহাঙ্গীর—তা তুমি পারো বণিক—

সরিফ—কিন্তু বন্ধু ভারতের কোলে যে অগণিত নরনারী তারা—

জাহাঙ্গীর—বন্ধু ভারতের কোলে অযুত সন্তানই শুধু বিধাতার সৃষ্টি নয়, ভারতের বুকে অজস্র সম্পদ ও সেই খোদারই দান। সহস্র বাহু মেলে তিনি যা দিয়াছেন, মানুষ দুহাত দিয়ে তা কত লুটবে। ভারতবাসী নিজের শৌর্য্য, নিজের বীর্য্য নিজের সুখ সম্পদ বিশ্বের হাতে বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করে না—সে জানে বিধাতার দেওয়া সম্পদ—যদি বিধাতার সৃজিত অপর সন্তানের হাতে আজ তুলে দিই, তবে তা আমাদের জন্য—তাঁরই ভাণ্ডারে গচ্ছিত থাকবে; কালের বিবর্ত্তনে অদৃষ্টের পরিহাস-কৌতুকে যদি কোন দিন ভারতের বুকে অনাটন এসে হানা দেয়—তবে আজকের এই দান ফিরে আসবে—আবার তাদেরই হাতে—অপরের প্রীতি মণ্ডিত হয়ে। স্যার টমাস রো, তাঁর দেশ, তাঁর জাতীর জন্য আজ

যে প্রার্থনা জানিয়েছেন—আমি মানুষ হয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সে মহানুভবতার অবমান করবো না। বন্ধু সরিফ খাঁ সনন্দ।

সরিফ খাঁ পেশকারের হাত হইতে সনন্দ লইয়া সম্রাটকে দিল, খোজা এজলাস সনন্দে পাঞ্জা ছাপের ব্যবস্থা করিয়া দিলে সম্রাট তাহাতে পাঞ্জা মুদ্রিত করিয়া সনন্দ টমাস রোর হাতে দিলেন, সম্রাটের আহ্বানে টমাস আসিয়া উচ্চ সিংহাসনের নিম্নে দাঁড়াইয়া উচ্চ হস্তে সনন্দ লইল।

এই নাও, হে—ভারতের ভাবী বন্ধু—আজ ভারত দু'হাত মেলে তোমাদের বুকে টেনে নিলো; দেখো বন্ধু—তোমার বুকের যত শান্তি, যত অমৃত তা সমস্ত উজাড় ক'রে আমাদের বুকে ঢেলে দিতে ভুলে যেওনা; ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিস্তৃত বাহু, আজ সাগর মহাসাগরের ব্যবধান উপেক্ষা করে দুটো দেশকে, বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গেঁথে ফেলল।

টমাস রো—রাজা—টুমার ভারটের নাম আমি হামার কিটাবে সোণা করে লিখে রাখবো—টুমাদের এ ভালবাসা হামার ডিল কোথোনো ভুলবে না। Good Bye, God save the Empire

[টমাসরোর প্রস্থান।

সকলে—ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের জয় হউক—

জাহাঙ্গীর—সভাসদগণ—আজকের এই আনন্দের দিনে আর একটি খুশ খবর—আপনাদের আমি দিচ্ছি, সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান অদ্যকার এই পূণ্যস্মতি অটুট রাখবার জন্য আপনাদের ভারতকে একটি মহামূল্য—তাঁর নিজস্ব মহার্ঘ সামগ্রী—যৌতুক দিতে চান।

সরিফ—সম্রাজ্ঞীর কীর্ত্তি অতুলনীয়—

জাহাঙ্গীর—হে বন্ধু, নুরজাহান—আজ তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, জীবনের জীবন তাঁর একমাত্র কন্যা—লয়লাকে তৃপ্তচিত্তে ভারত সাম্রাজ্যের—জনসেবায় উৎসর্গ করলেন (একটি চঞ্চলতা) বিনিময়ে আমি, বন্ধু—আমি তাকে আমার স্নেহের পুতুল—এই শাহরিয়ারকে উপহার দিলাম। (চঞ্চলতা) ভারত সিংহাসনের বাদশাহ ও বেগমের প্রতীক রূপে এরা দুজন—

[শাহরিয়ারের ভাবী সাম্রাজ্য প্রাপ্তির সঙ্কেত ভাবিয়া সভাসদগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল।]

খুরম—সম্রাট—[ক্রুদ্ধ ও চঞ্চলভাব প্রকাশ]

মহাবৎ—ভারতাধিপতি (বিদ্রোহীর ন্যায় চঞ্চলতা)

সরীফ—বন্ধু জাহাঙ্গীর, বাদশাহ ও বেগমের এ উপহার বিনিময়ে আমরা আনন্দিত, আমরা সুখী। আমরা কামনা করি এই দুই তরুণ তরুণী এক সঙ্গে তাদের জয়যাত্রার পথে সফলকাম হোক। কিন্তু সম্রাট বড় বেশী এগিয়ে যাচ্ছেন। ভারত সম্রাজ্ঞীর কামনার তলদেশে মনে হয় যেন এক গভীর গহ্বরের আবির্ভাব। সাবধান বন্ধু, যদি বন্ধু বলে মর্য্যাদা দানে কার্পণ্য না কর, তবে আবাল্যের সহচর বন্ধুর অনুরোধ—রাজধর্ম্মের উপর স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার আসন বিছিওনা। রাজার কর্ত্তব্য যেন প্রেমিকের পদতলে মূর্চ্ছিত হয়ে না পড়ে। তোমার চঞ্চল বিচলিত প্রজাকে জানতে দাও—চেঁচিয়ে বল—সম্রাট জাহাঙ্গীর বিচারক—সম্রাট জাহাঙ্গীর ন্যায়বান। ভারতের অযুত কোটী প্রজা সেই আহ্বানে সাড়া দিক, তারা চেচিয়ে বলুক—জয় ভারত সম্রাটের জয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

[ছোলা গাছ ও অন্যান্য শস্যের গোছা লইয়া ধুলো মাখা বিঠল ও হীরা পরিপূর্ণ আনন্দে ঘর চলিয়াছে ।]

গীত ।

উভয়ে—ওরে আজকে মোরা পেলুম বুকে
সুখের সোনার ফল ।
অনেক দুঃখের মাণিক সে যে
অনেক চোখের জল ॥
বিঠল—মাটির বুকে মায়ের দেওয়া ধুলো
মাখা গায় রে
ছড়িয়ে দেছি প্রাণের দরদ ভাদর
বাদল ছায়—
হীরা—হেমন্তের ঐ উত্তরীয়ে
গেছে মোদের পরশ দিয়ে
উভয়ে—বসন্তে তাই রঙ লেগেছে—
বুকে পেলুম বল —
ক্লান্ত প্রিয়েরে চোখের কোণে
জাগলো প্রেমের ছল ॥

হীরা—বল্লাম গাঁয়ের পাশের ঠাকুর—চ' সেখানে ধানের গোছ দিয়ে আসি—না মানত ক'রেছি ভিন্ গাঁয়ের পীরের ওখানে দিতে হবে ।

বিঠল—মানত ক'রে—তা না ক'রে কি পারি?

হীরা—মানত তো কত ক'রে ছিলি! শুনেছি ছেলে বেলায় বৃন্দাবনের বিন্দে বোষ্টমীর সঙ্গে কণ্ঠি বদল করবি বলে মানত করেছিলি—আবার কবে নাকি—চকের মাংসওয়ালা রমজানের বড়মেয়ে মতিয়াকে নিকে করবি বলে মানত করেছিলি—

বিঠল—যাঃ, শুধু দিল্লিগি—

হীরা—তুই মানত করলি এবার যদি বিঘে বিশেক ফসল হয়—তুই আমাকে বাজু গড়িয়ে দিবি—করিছিলিতো—দিলি তোর মানত—

বিঠল—সব মানত কি রাখা যায় না ফলে। এই যে মানত করলাম তোর যদি একটি টুকটুকে খোকা হয়—তবে বুকের রক্ত দিয়ে ভৈরো ঠাকুরের পূজো দেবো—দিলেন?

হীরা—তোর ভৈরো ঠাকুর বুঝি ছেলে দেওয়ার ঠিকেদারী করে? আমার তো মনে হয় বিঠ্—ছেলে যদি হয়—যদি কেউ দেয়—তা—তা আমার এই ঠাকুরটিই দেবে, অন্যের দেওয়া ছেলে—ছিঃ—তাতে কি মন লাগে।

বিঠল—দুঃ—তোর শুধু দিল্লেগি!

হীরা—তবু—দিল্লিগি—বলি দিল্লিগিটা কি হ'ল—তুই তো ঠাকুরকে ঠিকেদার, ঠাকুরকে ক্ষেত খামারের চাষা—সব—সব—বানিয়ে ফেল্লি! এ যেন তোর ঘরের মুছুদ্দি—যা চাইবি অমনি হুজুরে হাজির ক'রবে—বকশিষ—তা দুটো একটা কলা, মুলো—আর যদি না দেয়, তাও দিবিনি এইতো!

বিঠল—দেখ হীরা—তুই বড় পণ্ডিত হ'য়ে গেছিস—যা—বুঝিস না—

হীরা—তা বোঝাস, এইত—

বিঠল—যা শুধু দিল্লেগি!

গীত।

হিরা—দিল্লাগি তোর—দিল্লেগি করি—
দিল দিয়ে তুই শোন
বিঠল—দিল্লীর রাণী দিল দরিয়া—
তুই দিল দরদী কোন্॥

[গান গাহিতে গাহিতে উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

শীষ মহল।

[শীষ মহলের মধ্যে—চারিদিকে স্বচ্ছ স্ফটীকের দেওয়াল সুন্দর এক আসনে সম্রাট জাহাঙ্গীর। পার্শ্বে বসিয়া নুরজাহান একখানি গান গাহিতেছিল—

গীত।

তুমি শুনিতে চেয়োনা আমার মনের কথা।
দখিনা বাতাস ইঙ্গিতে বোঝে
কহে যাহা বনলতা॥
চুপ ক'রে চাঁদ সুদূর গগনে
মহাসাগরের ক্রন্দন শোনে।
ভ্রমর কাঁদিয়া ভাঙিতে পারে না
কুসুমের নীরবতা॥
মনের কথা কি মুখে সব বলা যায়?
রাতের আঁধারে যত তারা ফোটে
আঁখি কি দেখিতে পায়।
পাখায় পাখায় বাঁধা যবে রয়
বিহগ-মিথুন কথা নাহি কয়,
মধুকর যবে ফুলে মধু পায়
রহেনা চঞ্চলতা॥

জাহাঙ্গীর—চমৎকার, ওমর খৈয়ম কি বলেছিলেন, জান মেহের, আজ তার মতন আমারো বলতে ইচ্ছে করে—

চাঁদনি ভরা জোছনা রাতে
থাকবে প্রিয়া আমার সাথে
বিলিয়ে যাবে বুকের মধু
বুকের দরদ দিয়ে,
সঙ্গে রবে সরাব খানিক
প্রিয়ার চোখের দৃষ্টি মাণিক
বুকের পড়ে জড়িয়ে নেব
অধর মধু পিয়ে—

কী ঐশ্বর্য্য তোমার ঐ রূপে, কী মাদকতা তোমার ও কণ্ঠে, সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য যেন সেখানে জড়ো হয়ে আছে। এর কাছে রাজ্য, সিংহাসন সব তুচ্ছ, তুচ্ছ ঐ সম্রাটের অতুল সম্পদ।

নুরজাহান—কিন্তু জাঁহাপনা, আপনি ভারতের সম্রাট—শত সহস্র প্রজা আপনার করুণায় আজ বেঁচে আছে। আপনারই উপর সমগ্র ভারতের ভাবী সুখদুঃখ নির্ভর করছে, আর আপনি সাকী, সরাব, সঙ্গিনী নিয়ে—একি হয়?

জাহাঙ্গীর—সাম্রাজ্যের তৃষ্ণা আমার শেষ হয়েছে মেহের! ঐ সাম্রাজ্যের বিচারের প্রহসনে আমি খস্রুকে অন্ধ করেছি, ঐ সাম্রাজ্যের মাদকতায় পুত্র খুরমকে আজ উন্মাদ ক'রে তুলেছি। এ সাম্রাজ্যে অভিশাপ আছে মেহের, এ আর আমি চাইনা; মুক্তির তৃষ্ণায় বুক আমার শুকিয়ে উঠেছে, তাই ছুটে এসেছি

তোমার কাছে। আমার অশান্ত বুকে—শান্তি দাও—মেহের—আমায় তৃপ্তি দাও—

নুরজাহান—একি ভারত সম্রাটের উপযুক্ত কথা প্রিয়তম? স্বামীর বিগত স্মৃতি ভুলে, কন্যার ঘৃণা কুড়িয়ে, জগতের নিন্দা কলঙ্ক মাথায় ক'রে, আমি তোমার মাঝে এসে দাড়িয়েছি কেন? তোমাকে জাগিয়ে রাখতে। তোমাকে আর ঘুমের ঘোরে থাকতে আমি দেবনা। তোমায় এবার দৃঢ় মুষ্ঠি নিয়ে দাঁড়াতে হবে, সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে জাহাঙ্গীর বাদশাহ শুধু প্রেমিক নয়, বিলাসী নয়, সে অপরাধীর বিচারক; সে শুধু স্নেহময় পিতা নয়, সে সম্রাট। আজ আপনাকে দরবারে যেতে হবে সম্রাট আমি তার আয়োজন করতে হুকুম দিয়ে আসি?

জাহাঙ্গীর—না, মেহের দরবার আর আমায় টানে না।

নুরজাহান—সম্রাট আপনার এই দুর্ব্বলতায় সাম্রাজ্যে আবার চঞ্চলতা জেগেছে, খুরমের মনে আবার বিদ্রোহের সূচনা, তা ছাড়া সে নাকি বানুকে বিয়ে কর্‌তে চায়—

জাহাঙ্গীর—বিয়ে?

নুরজাহান—আর সে বিয়ে না দিলে সে নাকি জোড় করে—

জাহাঙ্গীর—জোড় করে—একি বিষ আমাদের বংশের রক্তে রক্তে খেলা করে মেহের, মনে পড়ে আমাদের সেই যৌবনের কথা—পিতার সেই বারণ—কিন্তু আমি বারণ কর্‌বো না—

নুরজাহান—কিন্তু বানুর সঙ্গে বিবাহ হলে আসফ, মহাবৎ সব এক হ'য়ে যাবে—রাজ্যে বিপ্লব আসবে—

জাহাঙ্গীর—তোমার কন্যার ভাবী সাম্রাজ্যের আশা চঞ্চল হয়ে উঠবে না? কিন্তু মেহের ভয় নেই। খুরম্ বিপ্লবী হলেও সে মহৎ, সে

সচ্চরিত্র। আমার অমতে সে এ কাজ কর্‌তে পারে না। চিত্তের চাঞ্চল্যে এক কুমারী কন্যাকে জোড় করে—

[স্ফটিক ভিত্তিতে প্রতিফলিত আলোক-সম্পাতের মধ্যে এক নরনারীর মিলন-মধুর ছায়া ভাসিয়া ওঠে।]

(নেপথ্য) বানু—না—না আমায় ছাড়—দুষ্টু এখন—তুমি—যাও— এখন পালাও—

জাহাঙ্গীর—ওকে—কে—কে ও ?

নুরজাহান—কে ? কে—বানু—খুরম—

জাহাঙ্গীর—চমৎকার—মেহের—মেহের সে মেরেনি—সে মেরেনি— পিতার বিগত গ্লানির মৃত আত্মা ঐ—ঐ—ঐ—আজ আবার তার বংশ রক্তে নেচে উঠেছে। অতীতের জাহাঙ্গীর, মেহেরের সেলিম—আজ আবার ঐ খুরমের মধ্যে জেগে উঠেছে—জেগে উঠেছে হাঃ—হাঃ—হাঃ

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

[কতিপয় নাগরিকদের প্রবেশ, তন্মধ্যে কেহ খোড়া কেহ হাবলা, কেহ তোতলা।

১ম—এগিয়ে যা, এগিয়ে যা, গেলেই পাবি।

২য়—মচ্ছুমুলো ফলার খাবি।

৩য়—ইয়া—ইয়া তিন গাঁঠরি ছানা; মালপো—দু'সের মিহিদানা।

৪র্থ—এই—প্যাঁচ—এই প্যাঁচ, সাড়েতিন, জিলিপি—আর রাবড়ি দু'টীন।

৫ম—জিবে গজা লুচি পাপড় ; এই—এই—এত কাপড়

৬ষ্ঠ—ভারত সম্রাটের ছেলে আর মেয়ের বিয়ে—হবে না ?

২ন—কি রকম ?

৬ষ্ঠ—তাইতো, সেরিয়ায় হ'লো জাহাঙ্গীরের ছেলে আর বিয়ে হচ্ছে লয়লার সঙ্গে। সে হচ্ছে নুরজাহানের মেয়ে—তবেই হ'ল জাহাঙ্গীরের মেয়ে বুঝলি না বুদ্ধির ঢেঁকি।

২য়—ভাল হবে না বলছি আমি ভারি চটবো।

৩য়—চটনা—চট্ চট্।

৬ষ্ঠ—আর ও একটা বিয়ে হবে কিন্তু। জাহাঙ্গীরের সেজ ছেলে খুরমের সঙ্গে নুরজাহানের ভাইঝির বিয়ে।

৫ম—বাঃ—বাঃ তবে বেগম সাহেবারই মজা বল। একদিকে মা অন্যদিকে শাশুড়ি, একদিকে গিন্নি অন্যদিকে বেয়ান—বাঃ, বাঃ, বাঃ, একেই বলে বরাৎ— এগিয়ে যাও বাবা—

অন্যান্য—তবে চল—চল—চল।

নাগরিকগণের বিভিন্নদিকে প্রস্থান এবং দৌলত তকী ? প্রভৃতির প্রবেশ।

দৌলত—কি ভায়া বলি ফলার টলার চলছে কেমন ? কিছু হচ্ছে টচ্ছে।

হাসানবেগ—হচ্ছেত খাঁ সাহেব কিন্তু বড় সুবিধে বলে মনে হচ্ছে না, কেমন যেন ঝিমিয়ে আসছে।

দৌলত—আসবেই—ঢাকের বাদ্যি কি আর চিরদিন বাজবে। আজ ঢাকের বাদ্যি থেমে গিয়ে কাল কামান গোলার দুম দুম করে আওয়াজ হতে কতক্ষণ।

বেগ—মানে ?

দৌলত—মানে, আমি কুঁচকেছি—বিয়ের। আনন্দে তোমরা যখন উন্মত্ত, আমি তখন তলায় তলায় কোঁচকালাম গিয়ে বাদশার ঘরে। সেখানে মুখে মুখে সব শুনলাম—শুনলাম খুরমের সঙ্গে বানুর বিয়ে সম্রাট দিলেও—ভাইঝি ত আর মেয়ের চেয়ে বড় হয় না। আসফখাঁ'ত আনন্দেই বিভোর। জাহাঙ্গীরের পর তার জামাই রাজা হবে, তিনি রাজার শ্বশুর হবেন।

বেগ—হবেনইতো, খস্রু যখন অন্ধ তখন খুরমের ত—

দৌলত—সিংহাসন, না? ভগবান বুদ্ধিটা বিলোতে বিলোতে যখন ভাঁড়ারে আর খুঁজে পান না, তাই তখন তোমাদের সৃষ্টি করেন। খড়, কুটো, মাটী, রং, সব ছিল, ছিল না ঐ মগজের ঘি। জীবনে খুন তো অনেক করলে খাঁ সাহেব, কিছু মগজ জোটাতে পারনি?

বেগ—এ্যাঁ—

দৌলত—আরে খুরমের মার পেটের ভাই হলেও শেরিয়ার ছোট। সেই নুরজাহানের জামাই, অতএব বেগম সাহেবের ইচ্ছে জামাই হন রাজা!—মেয়ে হন রাণী! আর বেগমের ইচ্ছে মানেই রাজার ইচ্ছে, ব্যাস—অতএব—

বেগ—ও—ও

দৌলত—তারপর কোঁচকানি ছেড়ে এগোলাম; খুরমের ঘরে গিয়ে কোঁচকালাম। বললাম হুজুর ওদিকে যে শাহরিয়ারের মাথায় মুকুট দেবার আয়োজন হচ্ছে। প্রথম একটু কেমন কেমন করলে, তারপর উঠল খেপে; আমি আবার কোঁচকালাম, এগুতে তো হবে।

বেগ—এত সম্রাটের অন্যায়।

দৌলত—অন্যায় না হলে এতদিনের দোস্ত সরিফ খাঁ—মক্কার পথে পা বাড়ালেন। তিনি ছিলেন—সব ঠাণ্ডা ছিল। এখন তিনিও গেছেন বিয়ের বাদ্যিও থামল, আর কামানও উঠল গর্জ্জে।

আসফ খাঁর প্রবেশ।

আসফ—কোথায় কামান গর্জ্জাল দৌলত ?

দৌলত—এই যে খাঁ সাহেব কেন ঐ নর্ম্মদার তীরে? মালিক অম্বর এগিয়ে এসেছে, আমাদের আক্রমণ করল ব'লে, সাহাজাদা খুরমও ত তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ?

আসফ—খুরম। নিজের রাজ্যের বিরুদ্ধে?

দৌলত—হুজুর, নিজের সিংহাসনখানা রাখতে হবেতো; মসনদ যে শেরিয়ারের হাতে যায়। বলি শুনেছেন তো সবই—

আসফ—তাইত!

দৌলত—আপনার জামাই আপনার ভরসাতেইত যুদ্ধে নামছেন, কি বলেন খাঁ সাহেব? তাইনা কাল আপনার মেয়ে জামাই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন।

আসফ—তা—তা—খুরমের এ ব্যবহারে কি যে হবে, কোথায় যে এর পরিণাম খোদাই জানেন—   [প্রস্থান।

দৌলত—হুঁ হুঁ আপনিও জানেন—চল চল খাঁ সাহেব এবার আবার কোঁচকাতে হবে, তারপর আবার এগুব। [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজকক্ষ।

[সাহেব জামাল ও খুরম আসীন।

জামাল—আজ তোর মনে যে অশান্তির,—যে বিদ্বেষের আগুন জ্ব'লছে—তার শেষ কোথায় খুরম! একদিন খস্রুর বুকেও এ ঝড় বয়েছিল, তার সেই নির্ব্বুদ্ধিতায় রাজ্যের কত বীর সন্তান মরণের বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল। কিন্তু কি হ'ল তার পরিণাম?

খুরম—কিন্তু মা—পিতার এ অত্যাচার, এ অবিচার তুমি কি নীরবে সহ্য কর্‌তে বল? আজ তাঁরই স্বেচ্ছাচারিতায় বর্ত্তমান মোগল বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন চিরদিনের জন্য জগতের আলো থেকে বঞ্চিত। হয়তো তুমি বল্‌বে—সে তার প্রাক্তন—সে তার ভুল! কিন্তু মা—পিতার সব অত্যাচার মাথা পেতে নেওয়া—না—না, আমার পক্ষে তা অসম্ভব!

জামাল—ঐখানেই তুই ভুল কর্‌ছিস খুরম! কারও অত্যাচারই আমি মাথা পেতে নিতে বলিনা। এমন কি খোদার অত্যাচারের বিপক্ষে বুক পেতে দাঁড়ানও আমার মনে হয় পাপ নয়। আমি জানি অন্যায় যে করে তার চেয়ে অন্যায় যে সয় তার অপরাধ অনেক বেশী কিন্তু সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করে—তার উচ্ছেদ সাধনায় আর একটা অশান্তির আগুনকে জ্বালিয়ে তোলা সে কি তোর কর্ত্তব্য খুরম?

খুরম—তবে কি শুধু ঘরের কোণে ব'সে অনাচারের বিরুদ্ধে চিৎকার ক'রলেই, তার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হবে মা!

জামাল—ওরে পাগল সম্রাটের অগণিত শক্তির কাছে তোর শক্তি কতটুকু? আমি জানি—খস্‌রুর বিচারে যে পাপ জন্ম নিয়েছে, তা আজ ধূমকেতুর মত সমস্ত সাম্রাজ্য ছেয়ে ব'সেছে। আমি জানি এ অবিচারের বিরূদ্ধে গর্জ্জে উঠতে হবে,—সে গর্জ্জনে সম্রাট কেঁপে উঠবে—অনাচার শান্ত হবে! কিন্তু তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র—ছিঃ—না বাবা!

খুরম—ভারত সম্রাজ্ঞী—আমার এ অশান্ত মন যে কিছুতেই তোমার কথায় সায় দেয় না মা! আমি জানি না সারা হিন্দুস্থানে ন্যায় বিচারের নামে যে নির্ম্মম আচরণের অনুষ্ঠান হ'চ্ছে—তার শেষ কোথায়? তাই আমি চাই এ উচ্ছেদ! এ ভণ্ডামীর মুখোস আমি খুলে দিতে চাই—আগত দিনের মঙ্গল কামনায় আমি উন্মাদ হ'য়ে উঠেছি জননী!

জামাল—ওরে সন্তান যদি সে মঙ্গল কামনায় তোর চিত্ত অস্থির—অসত্যের বিরুদ্ধে এ সংগ্রামে যদি তুই উন্মুখ হোয়ে উঠে থাকিস্—তবে—তবে দুর্ব্বার শক্তিতে জ্বলে ওঠ্, অসত্যের নাগপাশ দু'হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেল। কিন্তু সন্তান যদি ঐ রাজ্যলিপ্সার সহস্রফণা তোর বুকে হলাহল ঢেলে দিয়ে থাকে,—তবে বিদ্রোহের সে বিষে সাম্রাজ্যের শান্তি নষ্ট করিস না। পিতাকে আঘাত করিস্ না। খুরম, আমি তোর চোখে দেখছি সেই বিদ্রোহের আভাষ—অশান্ত আকাঙ্খা; তুই শান্ত হ'—শান্ত হ'—

খুরম—মা এ তোমার কি আতঙ্ক মা! আমি আমার সঙ্কল্পে দৃঢ়! আজ

আমি কিছু শুনবো না—আজ পিতার বুকে যে অনাচারের ধূমকেতু হানা দিয়েছে—তার বিরুদ্ধে আমি সোজা হ'য়ে দাঁড়াব! আমি ভয় করবো না। [প্রস্থান।

জামাল—ওরে পুত্র—যৌবনের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে এ তুই কোন পথে ছুটে চলেছিস—রাজ্যের মধ্যে একি আর্ত্ত হাহাকারের সৃষ্টি করেছিস! মোগল হারেমে একি পঙ্কিল গ্লানির মুক্ত প্রকাশ? শুধু সুরা আর নারী—শুধু পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের অনাচার; একি পাপ—এ কী গ্লানি। পুত্র—পুত্র—জানিনা তোর অনাগত তনয়ের হাতে আবার তোরই জন্য সে কি লাঞ্ছনা সঞ্চিত হোয়ে উঠবে—ভাবী মোগল বংশধর, আবার মোগল সাম্রাজ্যে কি দারুণ অভিশাপ ডেকে আনবে—আমি আর ভাবতে পারিনা—আমি পাগল হোয়ে যাই—পাগল হোয়ে যাই।— [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য ;

রেবার কক্ষ।

[রেবা গান গাহিতেছিল গানের মধ্যপথে জাহাঙ্গীর পিছনে আসিয়া দ'াড়ায়—তাঁর মন যেন নিতান্ত বিপর্য্যস্ত।]

ভজন

আমি কৃষ্ণচূড়া হতাম যদি
আমি হতাম ময়ূর পাখা (সখা হে)
তোমার বাঁকা চুড়ায় শোভা পেতাম
ওগো শ্যামল ব'াকা ॥
আমি হইলে গোপী-চন্দন শ্যাম
অলক তিলক হ'তাম
শ্যাম ও চাঁদমুখে অলকা তিলকা হতাম।
শ্রীঅঙ্গেরই পরশ পেতাম হ'লে কদম শাখা ॥
আমি বৃন্দাবনে বন-কুসুম হ'তাম যদি কালা
তব কণ্ঠ ধরে ঝরে যেতাম হয়ে বন মালা।
আমি নুপুর যদি হ'তাম হরি
কাঁদিতাম শ্রীচরণ ধরি (কাঁদিতাম)
ব্রজ ধুলি হ'লে রইত বুকে চরণ চিহ্ন অ'াকা ॥

জাহাঙ্গীর—আগ্রার সাম্রাজ্যে অভিশাপ আছে রেবা। ওর প্রতিটী স্বর্ণখণ্ডে, হিরক মাণিক্যে লালসার আগুণ। তা না হ'লে পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়?

রেবা—সম্রাট

জাহাঙ্গীর—বল—বল রেবা। আজ সবাই আমায় দেখে মুখ ফেরায়, কেউ একটা হেসে কথা কয় না। বন্ধুর মত নির্ভিক নির্দ্দেশ দেয় না। একি কম দুর্ভাগ্য রেবা? কি অপরাধ আমি করেছি ঐ মহব্বতের কাছে, ঐ আসফ খাঁর কাছে, কেন যায় আমার বন্ধু সরিফ আমায় ছেড়ে, রেবা—রেবা—

রেবা—সম্রাট। আপনি শান্ত হোন। আপনি স্থির হন—এ চাঞ্চল্য আপনার সাজেনা জঁাহাপনা। কিন্তু সরিফ খাঁর মতন দোস্ত, সে কি বৃথায় চলে যায়, তাঁর বিপন্ন বন্ধুকে ত্যাগ করে? সংসারের শত বিপদ, শত আশঙ্কা যখন তার মাথার উপর উদ্যত হয়ে উঠেছে—তাকে ঘিরে ধরেছে, তখন কেন যায় তাকে ছেড়ে ঐ বন্ধু, ঐ সেনাপতি, ঐ উজীর।

জাহাঙ্গীর—কেন যায় রেবা?

রেবা—সম্রাট—

জাহাঙ্গীর—ওকি তুমি ভয় পার্চ্ছ আমায় বলতে! তুমি আমার প্রথমা মহিষী—আমায় পুণ্য যাত্রায় প্রথম সঙ্গিনী। তুমি কেন ভয় পাও রেবা—আর—যখন সে স্বামী তোমার বিপন্ন—তোমার উপদেশ চায়।

রেবা—সম্রাট! আপনি প্রেমের কাছে কর্ত্তব্যকে আজ বলি দিয়েছেন। যে জাহাঙ্গীরের ন্যায় বিচার ছিল ভারতের গৌরব তা আজ নিষ্প্রভ, নিস্তেজ।

জাহাঙ্গীর—তার অর্থ?

রেবা—অর্থ এই সম্রাট, আপনি বিদ্রোহী খস্রুকে যে শাস্তি দিয়েছিলেন সে ছিল স্নেহের উপর কর্ত্তব্যের বিজয় অভিযান। কিন্তু

সম্রাট ঐ নুরজাহানের মানসী কল্পনার ছায়া দেখে আপনি আজ খুরমের অধিকার শাহরিয়ারের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছেন। আজ পুত্রবধূ লয়লা ও পুত্রবধূ বানুর মধ্যে স্নেহের বিকার এনেছেন, মহাবৎ খাঁর সম্মান নুরজাহানের ইচ্ছানুসারে ক্ষুণ্ণ করে, তাঁর অধিকার সীমাবদ্ধ করেছেন। আপনার বুকে সরিফ খাঁর জন্য আর জায়গা নেই, সবটুকুই নুরজাহানকে বিলিয়ে দিয়েছেন। নুরজাহানের প্রতি প্রেম, আপনাকে আজ কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করতে বসেছে সম্রাট।

জাহাঙ্গীর—এ মিথ্যা—

রেবা—মিথ্যা নয় সম্রাট—মিথ্যা নয়। এ আমার সপত্নী বিদ্বেষের অনুযোগ নয়, জাঁহাপনা। যে নিজে একদিন হাসি মুখে অন্য নারীর হাতে স্বামীকে তুলে দিতে পারে, তার কাছে সে হিংসার স্থান নেই। আমি ভারতবর্ষের কল্যাণ চাই, সম্রাট—আমি চাই ভারত সম্রাটের হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধার। আপনি যার যা প্রাপ্য ফিরিয়ে দিন—থাক আপনার বুক জুড়ে ঐ মেহের, থাক আপনার কোল জুড়ে ঐ লয়লা শাহরিয়ার, কিন্তু সম্রাট খুরমকে দিন তার যৌবরাজ্যের আশীষ চন্দন; হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে আনুন ঐ সরিফকে, আসফ খাঁর প্রখর বুদ্ধিতে বিশ্বাস করুন, মহাবাতর বাহুবলকে সম্পদ বলে অভিনন্দন করুন। সম্রাট, দেখবেন খুরমের বিদ্রোহ থেমে গেছে, দেখবেন আপনার পাশে বীর আসফের দীপ্তবীর্য্য হেসে উঠেছে। শুনবেন বন্ধু আবার বেজে উঠেছে সরিফের কল্যাণ বাণী—সম্রাট আপনি আর একবার প্রেমের রাজ্য থেকে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে জেগে উঠুন সম্রাট!

জাহাঙ্গীর—একি সত্য—প্রেমের বুকে কি আছে এতখানি কলঙ্ক? প্রেমের জন্য কর্ত্তব্যের এ গভীর বিস্মৃতি—একি সম্ভব?

খোজা এজলাসেন প্রবেশ।

এজলাস—জাহাঁপনা, দ্বারে মনসবদার দৌলত খাঁ সাক্ষাৎ চায়।

জাহাঙ্গীর—নিয়ে এস।—না রেবা তুমি যেওনা আজ তুমি আমার একমাত্র বন্ধু, আমায় পথ দেখাতে তুমি দাঁড়াও।

দৌলতের প্রবেশ।

দৌলত—সম্রাট শাহানসা—

জাহাঙ্গীর—কি সংবাদ দৌলত?

দৌলত—নর্ম্মদার তীরে মালেক অম্বর আর খুরম পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য নিয়ে সম্রাটের বশ্যতা জ্ঞাপনের অপেক্ষা করছে।

জাহাঙ্গীর—জানি দৌলত জানি—

দৌলত—আমাদের সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত জাহাঁপনা—শুধু আপনার অনুমতি।

জাহাঙ্গীর—আমার অনুমতি! কিন্তু দৌলত তুমি—তুমি যাওনি ঐ মহবৎ, ঐ আসফের সঙ্গে। আমি তো শুনেছিলাম তুমিও—

দৌলত—তোবা—তোবা—সম্রাটের নিমক খেয়েছি। আসফ বর্ত্তমানে খুরমের শ্বশুর—সে যেতে পারে, মহবতের লক্ষ্য আগ্রার কর্ত্তৃত্ব সে যেতে পারে, কিন্তু হুজুর আমি ছোঃ—

জাহাঙ্গীর—তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি দৌলত খাঁ? বল বল তুমি আমার পিতার প্রাচীন সৈনিক।

দৌলত—সম্রাট, বিদ্রোহীর বিপক্ষে—আমরা নিশ্চয় লড়বো—

(সচকিতভাবে)

জাহাঙ্গীর—বিদ্রোহী—বিদ্রোহী—আমারই পুত্র। রেবাবাঈ শুনছো—পুত্র পিতাকে চোখ রাঙ্গাচ্ছে—পিতা নিশ্চল হয়ে শান্ত মনে তা শুনেছে—কিছু করতে পারছে না—কিন্তু এই সম্রাট জাহাঙ্গীর তা চুপ করে শুনবে না—সে গর্জ্জে উঠবে, সে বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, সে আগুন জ্বালাবে, তাকে শাস্তি দেবে।

রেবা—সম্রাট ভুলে যাবেন না পুত্রের প্রতি পিতার দেওয়া আঘাত, পিতার বুকেই আবার ফিরে আসে। খুরম সৎ, বীর, আপনার যোগ্য সন্তান, আপনার চঞ্চল আচরণ, অসঙ্গত বিধিব্যবস্থা তাকে বিদ্রোহী করে তুলেছে সম্রাট, তাকে ক্ষমা করুন।

জাহাঙ্গীর—ক্ষমা ? না—না—

পারভেজের প্রবেশ।

পারভেজ—পিতা—

জাহাঙ্গীর—[নীরব রহিলেন, অভিমানে, ক্রোধে কথা বলিলেন না]

পারভেজ—সম্রাট—পুত্রের আচরণে ব্যথিত পিতার এ ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমাকেও ব্যথা দেবেন না পিতা, আপনি হুকুম দিন, আমি এ বিদ্রোহ শান্ত করবো।

জাহাঙ্গীর—বিদ্রোহ—কোন বিদ্রোহ শান্ত করবে পারভেজ! পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে বিদ্রোহ জেগে উঠেছে—তাদের অন্তরে যে বিদ্রোহ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে তা—না ঐ বাইরের—

পারভেজ—বাইরের বিদ্রোহের বিপক্ষে আমি বীরদর্পে দাঁড়াব পিতা। সৈন্য আমার প্রস্তুত, আদেশ দিন সম্রাট।

জাহাঙ্গীর—তবে যাও পারভেজ, পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে

তুমি দৌলত খাঁর সঙ্গে উল্কার মতন নর্ম্মদা তীরে ধেয়ে যাও।

পারভেজ—আমার অভিবাদন নিন সম্রাট। মা রাগ কর'না এ পিতার আদেশ—আমায় আশীর্ব্বাদ কর মা।

[রেবা পারভেজকে আশীর্ব্বাদ করিল, পারভেজ ও দৌলত প্রস্থান করিল।]

জাহাঙ্গীর—পিতার আদেশ ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুল্‌লো। পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে আর এক পুত্রের হাতে উদ্যত খড়গ তুলে দিল। চমৎকার!

রেবা—এত বড় ভুল জীবনে টেনে আনবেন না সম্রাট আমি আপনার পত্নী। আমি ঐ পারভেজ খুরমের মা—আমি ভারতের সম্রাজ্ঞী আপনাকে অনুরোধ করি এ আগুন নেভান। নুর-জাহানের জন্য যে আগুন জ্বলছে সে আগুন নেভান সম্রাট।

জাহাঙ্গীর—না—না—এ আগুন নিভবে না, নিভতে পারে না। নুর-জাহানের জন্য যদি এ আগুন জ্বলে থাকে তবে বাদশাহ জাহাঙ্গীর সে আগুন দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে তুলিবে।

নুরজাহানের প্রবেশ।

নুরজাহান—কিন্তু সম্রাট নুরজাহান তার দুহাত বাড়িয়ে সে আগুন নিজের বুকে টেনে নেবে। ভারত সম্রাটের প্রিয়তমা মহিষী ভারতের বুকে এ আগুন জ্বলতে দিবেনা। মাতার আশীষ ধারায় সে আগুন আমি নিভিয়ে দেবো। সম্রাট আমি নিজে আপনাকে নিয়ে সেখানে ছুটে যাব খুরমকে বুকে নিয়ে

বলবো—ওরে সন্তান, মাতার ভুল, পিতার ক্রটী ; তুই আজ ভুলে যা—ভুলে যা—

জাহাঙ্গীর—মেহের।

রেবা—নুরজাহান।

নুরজাহান—সম্রাট-মহিষী আশীর্ব্বাদ কর। আমাদের সে জয় যাত্রা যেন সফল হয়।

সপ্তম দৃশ্য।

[সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। বাহিরে তুমুল কামান গর্জ্জন ও আহত সৈনিকদের মৃত্যু-কাতর চীৎকার। ক্ষণে ক্ষণে কামান গর্জ্জিতেছে—সমস্ত স্থানে একটা অস্পষ্ট অন্ধকার ।]

দৌলত ও হোসেন বেগের প্রবেশ।

দৌলত—উঃ—কী ভীষণ যুদ্ধ, আর দেখা যায় না, পারভেজ আজ খুনের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে।

বেগ—অথচ সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী নাকি গিয়েছেন শাহাজাদার শিবিরে তাকে থামাতে, যুদ্ধ মিটিয়ে দিতে—

দৌলত—গিয়েছেন তো ঠিক। ফিরবেন কি আর! মহাবৎ, আসফ মালিক অম্বর সব মিলে তাকে কি পোলাও কালিয়া খাইয়ে নজরানা দিয়ে বল'বে—হুজুর এবার ফিরে যান, গিয়ে আমাদের গলা কুচকুচ করে কেটে ফেলবার ব্যবস্থা করুন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে তারা বন্দী ক'রবে।

বেগ—বন্দী ?

দৌলত—হ্যাঃ হ্যাঃ, এখনও বুঝলে না ভায়া কেঁচো কালেই এগোয়, একবার কুঁচকেছিলাম খুরমের কাছে, ভাল মানুষ, দেখে আদর করলে, এটা ওটা, সেটা—বলে দিলাম। খেপিয়ে তারপর ছুটলাম বাদশাহের কাছে। সেখানে ও কোঁচকালাম, নিমক খেয়েছি, পাচ হাজার সৈন্য পেলাম তারপর—

দৌলত—তারপর এগোলাম এসে এদিকে হাঃ হাঃ—

বেগ—তবে তোমার সৈন্যরা যে পারভেজের সঙ্গে মিলতে পথ পেলে না—এ তোমার চালাকি ?

দৌলত—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ (দুজনে হাসিতে লাগিল) না—ভাই এখানে আর বেশী দেরী নয়। এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড় পারভেজ হয়তো দেখবে। কেমন চাল চেলেছি হাঃ হাঃ হাঃ।

[দুজনার প্রস্থান এবং বহু আহত সৈন্যের প্রবেশ !

সকলে—প্রাণ গেল—পালাও—রক্ষাকর ওরে বাবারে কি ভীষণ যুদ্ধ ; পারভেজ খেপেছে—খেপেছে।

[সকলের প্রস্থান।

দৌলত—আপনাকেই খুজতে যাচ্ছিলাম হুজুর—আর যুদ্ধ করে কি হবে।

পারভেজ—তা সত্য দৌলত, যুদ্ধে আর কোন ফল নেই। শুনলাম বুক ভরা ভালবাসা নিয়ে সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান, সম্রাটের সঙ্গে নিজে দেখা করতে গিয়েছিলেন খুরমের শিবিরে যুদ্ধ থামাতে কিন্তু খুরম—অশান্ত বিদ্রোহী খুরম তাদের সেই সুযোগে বন্দী করেছে।

দৌলত—এঁ্যা বলেন কি হুজুর ?

পারভেজ—যদি তা ক'রে থাকে, তবে পিতার অনুমতি না পেলেও আমি সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়ে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ব—দেখবো বিদ্রোহের শেষ কোথায়? [প্রস্থান।

দৌলত··হাঃ হাঃ হাঃ—আমি এইতো চাই, এইতো চাই। [প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

কারাকক্ষ।

[পাষাণ প্রাচীর পরিবেষ্টিত সুদৃঢ় কারাকক্ষ—কক্ষের ভিতর উজ্জল আলো প্রবেশ করে না। একা উন্মনা সম্রাট অস্থিরচিত্তে বসিয়া আছেন।]

জাহাঙ্গীর—খুরম আমায় বন্দী ক'রেছে। পুত্রের শাসন শৃঙ্খল আজ আমার হাতে। আমার এ পরাজয়ের গৌরব—কলঙ্কের আনন্দ-উল্লাস। আমার শাস্তিদাতা—আমারই বিজয়ী শক্তিশালী বীর পুত্র।

বানুর প্রবেশ—হাতে থালা ও গ্লাস।

বানু—বাবা সরবৎ।

জাহাঙ্গীর—সরবৎ—মেওয়া—আনার—মাখম এ সব কেন বানু! বন্দীর আহার্য্য দু'খানা পোড়া রুটী, একটু গুড়, আমায় তাই দাও। আমি ও খাব না—আমি ও খাব না—

বানু—কে বলেছে আপনি বন্দী সম্রাট?

জাহাঙ্গীর—কে বলেছে! বলেছে ঐ প্রাচীরাচ্ছাদিত আকাশ, বলেছে ঐ পাষাণ গঠিত ভিত্তি গাত্র, বলেছে এই দুর্ভেদ্য লৌহ কবাট—

বানু—না বাবা ও পাষাণ, ও কবাট, আপনাকে রুদ্ধ করতে পারে না; আসমুদ্রক্ষিতীশ ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে, ঐ লৌহ কবাটের দৃঢ়তা—কতটুকু সম্রাট? হিমাদ্রি পরিবেষ্ঠিত ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের মনে এ পাষাণ প্রাচীরের ভীতি কেন—জাঁহাপনা! আপনি মুক্ত।

জাহাঙ্গীর—মুক্ত! আমি মুক্ত?

বানু—আপনি মুক্ত—তবে···

জাহাঙ্গীর—তবে—বন্দী তোমার বীর বিশ্বজয়ী স্বামীর শাসন শৃঙ্খলে—না?

বানু—না—না বাবা আপনি বন্দী আপনার পুত্র, আপনার পুত্রবধুর স্নেহ-শৃঙ্খলে।

জাহাঙ্গীর—বানু—

বানু—সম্রাট—!

জাহাঙ্গীর—না—না—সম্রাট নয় মা—সম্রাট নয়। আমি খুরমের পিতা—তার স্নেহময় পিতা। আর—আর—মা—লৌহ শৃঙ্খল আমায় বেদনা দেয়না, দেয়না—ব্যথা আমার ঐ পরাজয়ের বিকৃত গ্লানি, আমায়—আমায় দুঃখ দেয় খুরমের অশান্ত উদ্বেল অন্তরের তৃষিত হাহাকার, আমায় কাঁদায় ঐ বিদ্রোহী খুরমের তারুণ্যের চঞ্চলতা—সে জ্বালা মিটিয়ে দে জননী।

মেহেরের প্রবেশ।

মেহের—কারাগারের কোণে বসে বৃথা অনুশোচনা করলে কি আর সে জ্বালা মিটবে—সম্রাট—

জাহাঙ্গীর—কে মেহের—

মেহের—এ জীবনটা যে শুধুই জ্বালা! দুনিয়া আমাদের দেখল শুধু—হিংসার ও লালসার গ্লানি নিয়ে। মেহের আর সেলিমের বুকের ব্যথা কি কারও হৃদয় স্পর্শ করলো?

জাহাঙ্গীর—দুঃখ কি মেহের. দুনিয়া মেহের আর সেলিমের। প্রিয় ও প্রিয়ার কোন খবর রাখুক আর নাই রাখুক তাতে আমাদের কি যায় আসে। তার চেয়ে বরং সংসারের কোলাহল থেকে দূরে নির্জ্জনে এসো আমাদের সেই শেষ দিনটির দিকে তাকিয়ে থাকি, তারপর সেই দিনান্তের গোধুলি সন্ধ্যায়, যদি জীবনের পরপারে একাকীই যেতে হয়—তবে দিগন্তের পারে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের ছেড়ে যাওয়া সেই সাথীটার দিকেই সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকব—

বেগে খুরমের প্রবেশ।

খরুম—পিতা—পিতা—ও সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান! আশা করি পুত্রের আতিথ্যের কোন ত্রুটি হয়নি—

নুরজাহান—রাজদ্রোহী পিতৃশত্রু খুরম সসাগরা ভারত সম্রাট শাহনশাহ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী বেগম নুরজাহানের সম্যক অভ্যর্থনা করবার স্পর্দ্ধা বা ক্ষমতা, গোপন ষড়যন্ত্রকারী হীন নরাধমের হতে পারে না—হয় না। যে পিতা—যে মাতা স্নেহের বন্যা বুকে নিয়ে ছুটে এল পুত্রের শিবিরে, তুমি তাদের বন্দী করেছ। বেইমান, নিষ্ঠুর—

খুরম—গর্জ্জিতা ভুজঙ্গিনী, এখনও স্পর্দ্ধা। আরজুমন্দ বানু শত হলেও বেগম নুরজাহান আমার পিতার—বিবাহিত পত্নী, অতএব

এখানে অন্য রক্ষী রাখা আমি পছন্দ করি না। বানু এ বন্দীর ভার আমি তোমায় দিলুম। (প্রস্থানোদ্যত)

খুরম—বানু পশ্চাতে সম্মুখে আমার অগণিত শত্রুসৈন্য, তারা যুদ্ধে, প্রাণ দিতে উন্মুখ, শুধু প্রতিক্ষা করছে সম্রাটের একটি ইঙ্গিত; অতএব কারা-কক্ষের বাইরে, যদি পিতা বা বেগম সাহেবা যেতে পারেন, ন্যায় বিচারক ভারত-সম্রাটের উদ্যত খড়্গ আজ আমার শির নিতে একটুও দেরী করবে না। অতএব সাবধান আমার জীবন তোমার হাতে—(যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আদাব বেগম সাহেবা, পিতা বান্দার গোস্তাকী মাপ করবেন জাঁহাপনা আমি বিদ্রোহী— [প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর—বিদ্রোহী—পুত্র পিতার বিদ্রোহী।

(পুনরায় রণ কোলাহল)

বানু—হঠাৎ—গভীর রাত্রে এ রণ-কোলাহল কেন দেখে আসি—

[বানুর প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর—মানুষের চরম দুর্ভাগ্য এই স্বার্থের লালসা। দুনিয়ার সবাই আপন স্বার্থে পাগল হয়ে উঠেছে। সে লালসার সর্পফণা পিতা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রী, মাতা সন্তান কাউকে দংশন করতে কুণ্ঠা করে না। অথচ এই সংসার—এই খানেই চরম সুখ—এই খানেই পরম শান্তি।

সহসা একখানা পাথর খুলিয়া গোপন পথ দিয়া প্রবেশ করে।

পারভেজ—সম্রাট সম্রাজ্ঞী, এই পথে—এখনি—পালান, পালান, একটুও দেরী করবেন না যান প্রস্তুত। আমার বিশ্বস্ত কয়েকজন সৈনিক দ্বারে—অপেক্ষা করছে—

জাহাঙ্গীর— কে—কে—পারভেজ।

পারভেজ—হ্যাঁ—সম্রাট একটুও বিলম্ব করবেন না—অনেক কষ্টে পথের সন্ধান পেয়েছি, পালান—

[প্রস্থানোদ্যত সহসা দ্বার খুলিয়া দেখা দিল, বানু ও আসফ খাঁ]

আসফ—এ কি! ভারতের সম্রাট্ গোপনে পালিয়ে জীবন রক্ষা করতে চায়, একি তার ন্যায় বিচারকের জীবনে এক কলঙ্ক নয়?

পারভেজ—আসফ খাঁ—তুমি আমাদের বাধা দেবে

আসফ—আমি খুরমের বেতনভুক।

নুরজাহান—হ্যাঁ, আর সম্রাটের নিমক কি তোমার পেটে যায়নি ভাইয়া? একদিন তুমি না বলেছিলে, সম্রাটের সঙ্গে নিমক হারামি তুমি করতে পারবে না। আর আজ—আজ তোমারই বিপন্ন রাজা—

আসফ—মেহের সে দিন সম্রাট ছিল বিচারক ন্যায় নিষ্ঠ কিন্তু আজ প্রেমের মাদকতায় সে ন্যায়নিষ্ঠায় তার গ্লানি এসেছে, কর্ত্তব্যে এসেছে তার কামনার বিকার। তাই জ্যেষ্ঠ খুরম বর্ত্তমানেও সেরিয়ারের হাতে মোগল সিংহাসন তুলে দিতে তিনি চঞ্চল। আমি ন্যায় নিষ্ঠ সঙ্গীত মসনদ অধিকারীর বিনীত বিশ্বস্ত ভৃত্য!

নুরজাহান—আর তোমার মেহেরের স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য তোমার কি কোন কর্ত্তব্য নেই। ভগিনীর অশ্রু সজল প্রার্থনা, সম্রাটের প্রাণভিক্ষা, ভারতের এই রক্ত স্পন্দনের মৃত সঞ্জিবনী—রক্ষাকর, মুক্তি দাও, দাও ভেইয়া—

আসফ—আসফ খাঁ আসফ খাঁ—আজ দিল্লীর বেগম নয়, জাহাঙ্গীরের নুরজাহান নয়, তোমার বোন—সেই ছোট বোনটি তোমার কাছে আব্দার কচ্ছে, ভিক্ষা চাইছে, তাকে তুমি কি দেবে না

সে মুক্তি ! না—না—দেব—দেব মুক্তি। যা—যা—বোন
যা—যান সম্রাট

বানু—না যেতে দেওয়া যায় না, মুক্তি অসম্ভব

(বাহিরে প্রবল যুদ্ধ ও আর্ত্তনাদ)

আসফ—বানু।

বানু—পিতা—

আসফ—আমি তোমার পিতা, আমি খুরমের প্রধান সেনাপতি, আমার হুকুম—

বানু—কিন্তু আমার স্বামীর হুকুম—আমি মুক্তি দেব না—

আসফ—দেবে না—?

বানু—না- না—বাবা—এ মুক্তি আমার স্বামীর জীবনে আনবে আঘাত —মুক্ত সম্রাটের নির্ম্মম বিচার বিদ্রোহী স্বামীর মাথার ওপর খড়গ তুলে ধরবে, ক্রুদ্ধ সর্পিনীর বিষ নিঃশ্বাসে আমার স্বামীর পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। (নীরব) তোমার বানু—যদি তার স্বামীকে হারায়—যদি মুছে যায় তার সধবার সব গৌরব চিহ্ন, সে কি তোমার তৃপ্তি। বাবা, তোমার বানু অনেক দুঃখ—অনেক কষ্ট স'য়ে আজ তার স্বামীর হাত ধরে অগাধ সাগরে ঝাপিয়ে প'ড়েছে তাকে ডুবিয়ে দিও না—বাবা, এ আদেশ তুমি কর না।

নুর—ভেইয়া মনে কর যখনি অশান্ত মনে জেগেছে চঞ্চলতা—যখনই এসেছে মনে জীবনের কাল মেঘের ঘন ছায়া—স্নেহের ছুটে কার বুকে ঝাপিয়ে পড়েছে ভেইয়া। আমার স্বামী—আমার সেলিম আজ বন্দী। শত্রু কারাগারে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট আজ কারারুদ্ধ! তাকে মুক্তি ভিক্ষা দাও ভেইয়া—

আসফ—মেহের, মেহের, এ তোর কোনরূপ—এরূপ যে তোর অনেকদিন দেখিনি দিদি। আমার সেই, সেই ছোট বোনটীকে, যেদিন বুকে তুলে দিয়ে এলাম মোগল হারেমে—সেদিন থেকে, সেই মুহূর্ত্ত থেকে, তোর এরূপ—এমূর্ত্তি যে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। মেহের বেগম নুরজাহান আমার ছোট বোনটির সেই স্নিগ্ধ ছবি থেকে অনেক—অনেক দূরে চ'লে গিয়েছিল, কিন্তু আজ—আজ আবার—

নুরজাহান—ভেইয়া—

আসফ—বোন, মেহের—

বানু—বাবা—

আসফ—বানু—বানু এ আমি কি করি—এ আমি কি করি?

নুর—ভেইয়া, বানু কি তোমার আমার চেয়েও প্রিয়? কদিন, কদিন বানু তোমার কোলে—? আর আমি দুঃখে সুখে শৈশবে যৌবনে আমি তোমার খেলায় সাথী আনন্দের সঙ্গিনী! বংশের প্রদীপ্ত রশ্মি! আমায় তুমি বঞ্চিত করনা ভেইয়া—

আসফ—না না করব না, আমি আগে ভাই, তারপর পিতা; আগে তোকে বুকে করেছি তারপর বানুকে। তুই যা—যা দিদি। শুনুন সম্রাট—আসফ খাঁ আজ সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনাকে মুক্তি দিচ্ছে—আপনি যান।

জাহাঙ্গীর—আমি তা যাব না আসফ খাঁ—আমি মানুষ, কিন্তু স্বর্গের সৌন্দর্য্য—এ পবিত্রতা স্বার্থের কালিমায় পঙ্কিল করব না। আমি রাজা—

(নেপথ্যে পুনরায় রণ কোলাহল)

পারভেজ—না—না—সম্রাট আপনাকে আজ যেতেই হবে। বিদ্রোহী

পুত্র কাল হয়তো তার ভুল বুঝবে, ক্ষমা চাইবে—কিন্তু আজ যদি সে সুযোগ আপনি না দেন—দেশ যাবে শত্রুর হাতে—আপনি চলুন সম্রাট—চলুন

(হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতে যায়)

বানু—(সম্মুখে আসিয়া) না—সম্রাট অসম্ভব আমার স্বামীর বারণ—আমার স্বামীর আদেশ—পিতা—

আসফ—বানু—

বানু—পিতা আমাকে প্রতিহত না করে বন্দীকে মুক্তি দেওয়া তোমার হবে না—

(বাহিরে রণ কোলাহল)

আসফ—যান যান সম্রাট বাহিরে ওই তুমুল রণ, অগণিত সৈন্য আমার অপেক্ষা করছে। আমায় এখনি যেতে হবে—আমি গেলে হয়তো আর পালাবার সুযোগ পাবেন না—জাঁহাপনা যান—

জাহাঙ্গীর—আসফ। ভারত সম্রাট এত হীন নয়। ভয় নেই মা সে পালিয়ে যাবে না—

সরিফের প্রবেশ

সরিফ—সে থাকবে চিরদিন বন্দী হয়ে তার ঐ মায়ের স্নেহ শৃঙ্খলে—

জাহাঙ্গীর—কে সরিফ ?

সরিফ—হ্যাঁ সম্রাট, আমি আজ ছুটে এসেছি আমার রাজার কাছে তাঁকে মুক্তি দিতে।

জাহাঙ্গীর—মুক্তি দিতে ?

সরিফ—হ্যা বন্ধু ! সুদূর মক্কার পথে কি জানি কোন অজ্ঞাত আশঙ্কায় প্রাণ কেঁদে উঠলো, সে ক্রন্দনে যেন শত বাবর,

শত হুমায়ুনের, ব্যথিত আত্মার আর্ত্ত হাহাকার—ছুটে এলাম আগ্রার পথে, শুনলাম ভারতের সিংহাসন জুড়ে আগুণের লেলিহান শিখা, প্রবল বাত্যার তাড়নে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে; সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লাম—খোদার আশীর্ব্বাদে যুদ্ধের গতি গেল ফিরে। দৌলত হাসানবেগের পঙ্কিল কূট চক্র সবেগে মথিত করে এসে দাঁড়ালাম জয়যাত্রার পথে—

জাহাঙ্গীর—দৌলত, হাসানবেগ! কোথায় তারা?

সরিফ—লৌহ কারাগারে আপনারই বিচার অপেক্ষায়—

জাহাঙ্গীর—আর খুরম?

সরিফ—রক্তাক্ত সমর ভূমির পঙ্কিল আবর্জ্জনায় দেখলাম পড়ে আছে এক হীরক খণ্ড তাকে কুড়িয়ে নিলাম—তারপর—

সরিফ ইঙ্গিত করিত করিবামাত্র সৈনিক খুরমকে লইয়া প্রবেশ করিল।

সম্রাট, এই নিন সম্রাট আপনার সেই বিদ্রোহী বন্দী খুরম।

জাহাঙ্গীর—বন্দী, খুরম বন্দী, আমি—আমি তাকে শাস্তি দেবো—আমি নির্ম্মম হস্তে খস্রুকে অন্ধ করেছি, তার জীবনে দুঃখের আগুন জ্বালিয়েছি—আজ—আজ আমি খুরমকেও—

বানু—সম্রাট পিতা—

জাহাঙ্গীর—না—না—না—আয় আয় মা—আয় আমার বিদ্রোহী পুত্র আমার কোলে আয় আমায় তোদের স্নেহ শৃঙ্খলে বেঁধে ফেল মা।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[দূরে পর্ব্বত গাত্রে ঝর্ণা—পাশে পাশে ছোট পাহাড়—চারিদিকে বনানীর শ্যামলতা—একটি গাছে ঝুলনায় একটী মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে রাধা কৃষ্ণের বেশে ঝুলিতেছে। আশে পাশে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বন্য চাষার দল হোলী খেলায় মত্ত, রং ও আবিরে বনভূমি লাল।

সখীদের—গীত

আজি মনে মনে লাগে হোরি
আজি বনে বনে জাগে হোরি।
ঝাঁঝর করতাল খর তালে বাজে
বাজে কঙ্কন চুড়ি মৃদুল আওয়াজে
নচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে
প্রেম উল্লাসে শ্যামল গৌরী॥
কদম্বতলাম রঙে রঙে হ'ল লাল
লাল হ'ল কৃষ্ণ ভ্রমর ভ্রমরী।
রঙের উজান চলে কালো যমুনার জলে
আবীর বরণ হ'ল ময়ূরী চকোরী॥
এই হৃদি বৃন্দাবন যেন রাঙে
রাধাশ্যাম যুগল চরণ রাগে
ও চরণ ধুলি যেন ফাগ হয়ে নিশিদিন
অন্তরে পড়ে ঝরি ঝরি॥

১ম—চাষা—এই এই বিঠল—তোর—তোর—তাল কেটে যাচ্ছে কেন ?

বিঠল—সাধে কি আর কাটে ভাই, তোমাদের ওই রাধা ঠাকরুনটী আমাকে যে বাণ হান্‌ছেন।

১ম রমণী—বাণ—

বিঠল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঐ নয়ন বাণ।

১ম রমণী—তা এখন কি হবে ?

বিঠল—হবে আর কি ? বাণের খোঁচায় পরাণ নিঙড়ে যখন রক্ত পড়বে তখন ঐ রাঙা চরণ আমি ধুইয়ে দেব সখী ?

[সকলে—হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং আবার গানে নাচে মাতিয়া উঠিল কিন্তু সহসা পলকে গান গেল থামিয়া—সুর গেল কাটিয়া, দুরাগত এক বানের আঘাতে বিঠল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।]

বিঠল—উঃ—উঃ (সকলে তাড়াতাড়ি সচকিতভাবে কাছে ছুটিয়া আসিল)

হীরা—ময়না—লছমীয়া—ভৈরব—লখনিয়া তোরা দেখতো—ওরে দেখ না একি—একি—ওর বুক যে রক্তে ভেসে যায়—

১ম চাষী—কার—কার—এ বাণ—কোথা থেকে এল—তোরা খুঁজে দেখ্—খুঁজে দেখ্—

লছমীয়া—বাণ—বাণ পড়েছে—পাখী মারা বাণ ?

হীরা—হ্যাঁ, হ্যাঁ—পাখী মারা বাণ—আমার পাখী—আমার পাখীর বুকে বিঁধেছে—

বিঠল—উঃ—হীরা—

হীরা—লছমীয়া ওরে একটু জল দে—

বিঠল—উঃ—হীরা—একটু জল।

[লছমিয়া জল আনিয়া দিল হীরাকে দিল হীরা মুখে জল দিল।

বলবন্ত—ওঃ ঐ প্রাসাদের ছাদ থেকে এসে বিধেছে এ বাণ—

হীরা—কে—কে বিধেছে—কে বিধেছে—

লছমীয়া—জানি না, কিন্তু আমরা নালিশ জানাব—

১ম—আমরা—বিচার—চাইব। সোজা ভারত-সম্রাটের কাছে গিয়ে নালিশ জানাব—

বলবন্ত—কি হবে তাতে। ধনীর আমোদের বন্যা, যখন গরীবের বুকে এসে আছড়ে লেগেছে—তখন—যাক্‌না গরীবের বুক ভেঙ্গে, পড়ুক না ঝড়ে তার বুকের রক্ত—তাতে—ধনীর কি—

২য়—ওরে আমাদের দুঃখের কথা শুনবে কে ?

৩য়—ভগবান—যাদের দেখল না, তাদের দিকে কেউ চায় না রে—কেউ চায় না—

১ম—তবু—একবার সোজাসুজি চল—সেখানে যাই, গিয়ে দেখি কতখানি তাঁর বিচার সাচ্চা—

হীরা—ওরে, আমার বিঠু যে কেমন করে। একি এযে সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা—হীম—জমাট হয়ে গেল। ওরে একি একি—বিঠু—বিঠু—আমার বিঠু। [বুকের উপর লুটাইয়া পড়ে]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ-অলিন্দ।

[খস্রুর হাত ধরিয়া আনারের প্রবেশ।

খস্রু—ক্ষণে ক্ষণে, পলে পলে এ তুমি আমায় কি ক'রে তুলছো আনার। হাত ধরে ধরে তোমার বাঁধন পথে নিয়ে যাও—তোমার সেবা দিয়ে—আমার নৈষ্কর্ম্মতাকে ডুবিয়ে রাখতে চাও? তাকি হয়!

আনার—হোক বা না হোক আমি তা শুনবো না—

তার চেয়ে চল আমরা যাই ঐ কেল্লার উপর, সেখানে দাঁড়িয়ে দেখি, রাস্তায় অগণিত হিন্দু আজ তাদের হোলী খেলার আনন্দে মেতে মথুরা বৃন্দাবনের দিকে ছুটে চ'লেছে চল দেখি গিয়ে—

খস্রু—হাঃ—হাঃ—হাঃ—দেখবো—হাঃ হাঃ অন্ধ কি দেখতে পায়—হাঃ হাঃ আমি শুধু দেখি একখানা মুখ আমার এই বুকে আঁকা নিখুঁৎ সুন্দর সজল মায়ায় ঘেরা। তুমি চাও আমার হাত ধ'রে আমায় শান্ত নিরীহের মত জীবনের বাঁধা পথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে—তাকি হয়? আমি যে চিরজীবন বিদ্রোহ ক'রে এসেছি। এখনও মাঝে মাঝে সে বিদ্রোহের সুর আমার বুকে জাগে। কিন্তু তুমি আমার সব উদ্বেলতা দূর ক'রে দাও।

আনার—তাদের গলার সে গান, আনন্দের সে কলরবতো শুনতে পাবে—

খস্রু—তাতেই বা আমার কি—দুনিয়া যদি রংয়ের খেলায় মেতে ওঠে তাতে অন্ধের প্রাণে রং ধরে কৈ? দুনিয়ার আনন্দ লগ্নে আমার কি প্রয়োজন—

জীবন হয়ত' প্রেমের মদিরা
আমার তাহে কি ফল?
ছন্দে ছন্দে গাঁথিয়া রাগিণী
নৃত্য সে অবিরল॥
হয়তো জীবনে শুধুই রঙ্গের মেলা
সুখের সায়রে ময়ূর শিখার ভেলা
চম্পক বনে পারিজাত লয়ে খেলা
মিলন কৌতুহল॥
আমারে দিল সে দহন বহ্নি জ্বালা
বাসর শয়নে ঝড়িল মালতী মালা
কলুষ রক্তে রাঙাইল প্রেমরাখী
অভিমান ভরে—ভরে অলকার আঁখি
ইন্দ্রপুরীর সুধাময় ছবি আঁকি
মোরে দিল হলাহল
আমার তাহে কি ফল॥

আনার—উঃ—কি নিষ্ঠুর তুমি! এমন ক'রো—এমন সব বল—যে আমি সইতে পারি না—

খস্রু—মনে ব্যথা পাও—আমি বুঝি নিরন্তর তোমায় দুঃখ দিই। তুমি চাও এ বিশ্বের সমস্ত চঞ্চলতা নিয়ে—দুটী প্রজাপতির মতন

আমরা দুজন আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু তা কি আর হয়? কি দিয়ে আমি সে আনন্দের ধারা টেনে আনবো—আমার কি আছে—? আনার সে আমাদের কত সাধ কত স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এক নিমেষে রাজার বিচার আমার সে সাধের স্বর্ণ প্রাসাদ খানখান করে ভেঙ্গে দিল, আমার চক্ষু গেল, দৃষ্টি গেল, আলো পাই না, তোমায় দেখতে পাই না, একী আমার কম বেদনা—আমার আর কি আছে আনার—

আনার—প্রাণের এ শূন্যতা তোমার কেন প্রিয়তম? সব বিলিয়ে দিয়েও কেন তোমায় আপন ক'রে নিতে পারি না। মনে হয়—যেন কোথায় ভুল করি—কোথায় যেন স্পর্শ ক'রতে পারি না। সেখানটায় ছুঁলে যেন আমার চির আরাধনার ধন জেগে উঠ্‌বে।

খস্রু—না—না আমার প্রাণ আর জাগে না (ঘণ্টাধ্বনি) একি এ যে আজ আবার বিচারের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। দেখতো আনার আবার কেন বিচারের ডাক—

(আনারের প্রস্থান)

আজ আবার উঠেছে ঐ বিচারের ঝড়—কি জানি এ কোন বিচারের কালো মেঘ—

আনারের প্রবেশ।

আনার—খস্রু, খস্রু এক গরীবের বুকে বান বিঁধেছে—

খস্রু—গরীবের বুকে? কে মারলে?

আনার—তারা বলছে কে যেন ছুড়েছে সে বাণ ঐ প্রাসাদের ছাদ

থেকে—বেগম সাহেবের মহল থেকে। ওরা বিচার চায়—
ওরা বলে রাজবাড়ীরই কেউ—

খশ্রু—রাজবাড়ীর কেউ—আবার রাজবাড়ীর বিচার, আবার সে বিচারের কালো ঝড়—না—না চল আনার শুনি গিয়ে সব—হয় তো আজ আবার কোন্ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে—

তুফান এসেছে সাগরে এবার
আকাশে এসেছে ঘূর্ণি—।
মনেতে জেগেছে শঙ্কা সবার
ধ্বংস আসিছে তূর্ণি॥
প্রলয় বাজাল ডঙ্কা গভীর
ডমরু পিণাক গর্জ্জে,
ফেণিল সাগর উর্ম্মি গুমরি
আকাশের বুকে তর্জ্জে,
ভীরু একখানি তরণী এবার
উঠিয়াছে জলে পূর্ণি,
তুফান এসেছে—সাগরে এবার
আকাশে এসেছে ঘূর্ণি॥

আনার—সম্রাট কি বিচার কর্ব্বেন? একটা গরীবের জন্ত—

খশ্রু—কর্ব্বেন না? নিশ্চয় কর্ব্বেন—তিনি যে বিচারক। আজ তাঁর—

বাহিরে এসেছে রাত্রি তবুও
ভিতরের আলো সত্য—
ঝঞ্ঝা—ঘূর্ণি-বাত্যা প্রলয়
মিথ্যা মানিবে চিত্ত

আপন প্রেমের গর্ব্বেতে বুঝি
সব বাধা যাকে চূর্ণি
তুফান এসেছে সাগরে এবার
আকাশে এসেছে ঘূর্ণি—

[আবৃত্তি করিতে করিতে আনারের হাত ধরিয়া চলিয়া যায়।]

তৃতীয় দৃশ্য।

দুর্গ-চত্বর।

[সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—বাহিরে এক প্রচণ্ড কোলাহল—তারই মধ্যে ঘণ্টা বাজিয়া চলিয়াছে। নেপথ্যে সম্রাট ডাকেন—"খোজা এজলাস—খোজা এজলাস বিচার চায়—" ডাকিতে ডাকিতে তিনিও প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হীরা, বলবন্ত, মৃত বিঠল ও অন্যান্য জনতাকে লইয়া প্রবেশ করিল পিছনে মহাবৎ খাঁ ও এজলাস।]

বলবন্ত—আমরা বিচার চাই—বিচার চাই—

হীরা—জাঁহাপনা, আমার চোখের মণি আমার কলিজা, আমার সব—সব—যে সে ছিল হুজুর।

জাহাঙ্গীর—কার এ নির্ম্মমতা (নীরব) ভারত সম্রাট ন্যায়ের তুলাদণ্ডে বিচার করে—নিরপেক্ষভাবে দণ্ড দেয়। বল কে—কে একে মেরেছে?

বলবন্ত—সম্রাট, দরিদ্র প্রজা তার বুকের তাজা খুন মাখান বাণ এনে

আপনার হাতে তুলে দিয়েছে, প্রাণই তারা হারিয়েছে, প্রাণকে নিয়েছে তার খবর ওরা কোথা থেকে রাখবে জাঁহাপনা আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার এই ছোট বোনটীর বুক খালি হয়ে গেছে সম্রাট আমরা বিচার চাই—

জাহাঙ্গীর—কিন্তু কে মেরেছে এ বাণ।

বলবন্ত—প্রাসাদ শিবির থেকে এ বাণ—

জাহাঙ্গীর—প্রাসাদ শিবির থেকে? মহাবৎ খাঁ—তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান কর আপরাধীকে—যদি সে আমার পুত্র হয় আমি তাকে শাস্তি দেবো—যদি—যদি সে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়—

নুরজাহানের প্রবেশ।

নুরজাহান—মেহের হয় সম্রাট, তবে?

জাহাঙ্গীর—মেহের—?

সকলে—বেগম নুরজাহান!

নুরজাহান—হ্যাঁ সম্রাট, প্রাসাদ শীর্ষ থেকে আমি সখ করে—পাখী মারতে বাণ ছুড়ে ছিলাম, সেই বাণে অভাগা—

জাহাঙ্গীর—নুরজাহান—

সকলে—বেগম সাহেব—(সব নীরব)

মহাবৎ—নির্য্যাতীত প্রজা তাদের বিচার চায় সম্রাট—

জাহাঙ্গীর—বিচার। অপরাধ বেগম নুরজাহানের—তবু—তবু বিচার করতে হবে।

মহাবৎ—হ্যাঁ সম্রাট!

জাহাঙ্গীর—বিচার—বিচার—

[পদচারণ করিতে লাগিলেন।

নুরজাহান—না—না সম্রাট আপনি বিচার করুন দণ্ড দিন, আপনার মেহেরের জন্য আপনার অতীতের বিচার গৌরবে বিশ্বব্যাপী মহিমায় আমি কলঙ্ক লাগতে দেবোনা সম্রাট আমায় শাস্তি দিন।

জাহাঙ্গীর—দেবো—দেবো শাস্তি কিন্তু, কিন্তু নারী ক্ষমা কি তুমি করতে পার না—বিনিময়ে আমি তোমায় সব দেবো। বিপুল সম্পদ, অসীম ঐশ্বর্য্য, আমার এই সিংহাসন—মুকুট—

নুরজাহান—সম্রাট, ঐ রাজ্যে, এই সিংহাসনে, ঐ মুকুটে আপনার কতটুকু অধিকার জাহাপনা; আপনি তো প্রজার প্রতিভূ—আপনার কাছে ঐ সাম্রাজ্য—সিংহাসন তো—প্রজার গচ্ছিত সম্পদ—ও মুকুট তো প্রজাদের সশ্রদ্ধ উপহার—আপনি চঞ্চল হবেন না সম্রাট! বিশ্বজোড়া আপনার ন্যায় বিচারের অম্লান কীর্ত্তি, তাকে ম্লান করবেন না—মৃত্যু—সেতো আমার আশীর্ব্বাদ মরণের বিনিময়ে আপনার গৌরব—সে যে আমার কামনা রাজা, আমায় শাস্তি দিন।

জাহাঙ্গীর—শাস্তি, শাস্তি—দেবো—দেবো শাস্তি, শাস্তি—কিন্তু আমার অভাগা প্রজার দল—আমি একটী দিন সময় ভিক্ষা চাই একটী দিন।

মহাবৎ—শাহনশাহ সম্রাট জাহাঙ্গীর, আপনি আপনার সিংহাসনের শীর্ষে দিয়েছেন সুবিচারের তুলাদণ্ডের প্রতীক, একেছেন স্বর্ণ মুদ্রায় সেই তুলাদণ্ডের চিত্র—দুনিয়াকে দেখিয়েছেন আপনি বিচারক—সুবিচারক—তবে কেন এ চঞ্চলতা জাঁহাপনা—

মেহের—কেন এ চঞ্চলতা সম্রাট—প্রাণের বিনিময়ে তুলে দিন মরণের হাতে আমার প্রাণ—আমি হাসি মুখে সে শাস্তি মাথায় পেতে নেবো—তারপর জীবনের পরপারে দিগন্তের পারে দাঁড়িয়ে হাসমুখে সতৃষ্ণ নয়নে তোমায় আশায় দাঁড়িয়ে থাকব প্রিয়তম—বিচার করো—

জাহাঙ্গীর—হু—ক'রবো—বিচার ক'রবো মেহের—আমি সম্রাট—আমি রাজা—খোজা এজলাস বর্শা—অপরাধিনী—নুরজাহান—(সম্মুখে আসিল) অপরাধের শাস্তি নেবার জন্য প্রস্তুত হও—

[এজলাস বর্শা আনিয়া দিল—সম্রাট তাহা লইয়া নারীকে দিতে গিয়া বলিলেন।]

জাহাঙ্গীর—নারী যে নির্ম্মম হস্তে তোমার সিঁথির সিন্দুর মুছে দিয়েছে—তোমার বুকে বৈধব্যের আগুণ জ্বেলে দিয়েছে আজ তুমিও তার বুকে সেই আগুণ জ্বালিয়ে দাও—তাকে বিধবা কর—

নুরজাহান—সম্রাট!

জাহাঙ্গীর—না—না—তুমি অপরাধ করেছ ওকে বিধবা করেছ তোমায় বিধবা হতে হবে মেহের—

নুরজাহান—প্রিয়তম!

জাহাঙ্গীর—না না—আমি—বিচার করবো—করুণা তুমি পাবে না। করুণা আমি নেবো না। আঘাত কর মৃত্যু দাও নারী—

রেবা—সম্রাট

জাহাঙ্গীর—কে রেবা

রেবা—বাইরে অসংখ্য জনতা, তারা তাদের রাজাকে চায়। তারা বলে কি অধিকার আছে তোমার তাদের সিংহাসন শূন্য করার —তারা বলে—ভারতের সম্রাট তো অপরাধ করেন নি

অপরাধ করেছিল ঐ সম্রাজ্ঞী। সম্রাজ্ঞীর অপরাধে প্রজা কেন তার রাজাকে বলি দেবে?

সকলে—আমরা রাজা চাই—

জাহাঙ্গীর—চমৎকার ধন্য ওই হিন্দুস্থান ধন্য তোমার ঐ অযুত সন্তান যাদের বুকে রাজার আসন অটল অটুট।

জাহাঙ্গীর—হে আমার প্রিয়তম প্রজাপুঞ্জ বিচারই তো তোমাদের দিয়েছি। প্রাণের বিনিময়ে প্রাণদণ্ড, এ আমাদের বিচারের নীতি। মেহেরের প্রাণ তো এই সেলিম। তার ঐ ওপরের ঐ দেহ, ঐ তো বাইরের, ভিতরে তার জাহাঙ্গীর না থাকলেই তো সে প্রাণহীন তাই জাহাঙ্গীরের মৃত্যুই সম্রাজ্ঞীর অপরাধে প্রাপ্য দণ্ড—তাকে হত্যা কর—আমার বিচার সার্থক হোক—

সকলে—জয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের জয়—

জাহাঙ্গীর—আমার বিচার—

রেবা—বিচার হয়ে গেছে সম্রাট, মেহেরুন্নিসার অপরাধে তার সেলিম আজ তার কাছ থেকে বিদায় নিক্ ও প্রাণ আর মেহেরের নয়—ও প্রাণ প্রজার। মেহের, আজ থেকে তোমার—সেলিম তোমার কাছে লুপ্ত। আজ থেকে সেলিম আর আমাদের নয়। সে এই ভারতের অসংখ্য প্রজার—

র—মেহের—

নূরজাহান- দণ্ড—আমি মাথায় পেতে নিলাম রাজা, আমার প্রেমের মণি কোঠায় যে সেলিম ছিল দেবতা—আজ সে মন্দিরে তার বিসর্জ্জন হোক আজ ভারতের বুকে, তাদের সম্রাটের হোক নব বোধন।

জাহাঙ্গীর—তবে তাই হোক রেবা, আজ স্নেহের ডুবে যাক। যাক ডুবে তার সেলিম। ভারতের অগণিত প্রজার অন্তরের স্নেহ দিয়ে ঘেরা ঐ স্বর্ণ সিংহাসনে ভাস্কর তেজে জেগে থাকুক —গণ কল্যাণের মূর্ত্ত প্রতীক জনশক্তির পূর্ণ প্রতিভূ—এক স্নেহ কাঙ্গাল—মিলন পিয়াসী—দেশজননীর একান্তে পূজারী ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীর—

যবনিকাপাত।